শিক্ষক সহায়িকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রণীত

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য

শিক্ষক সহায়িকা

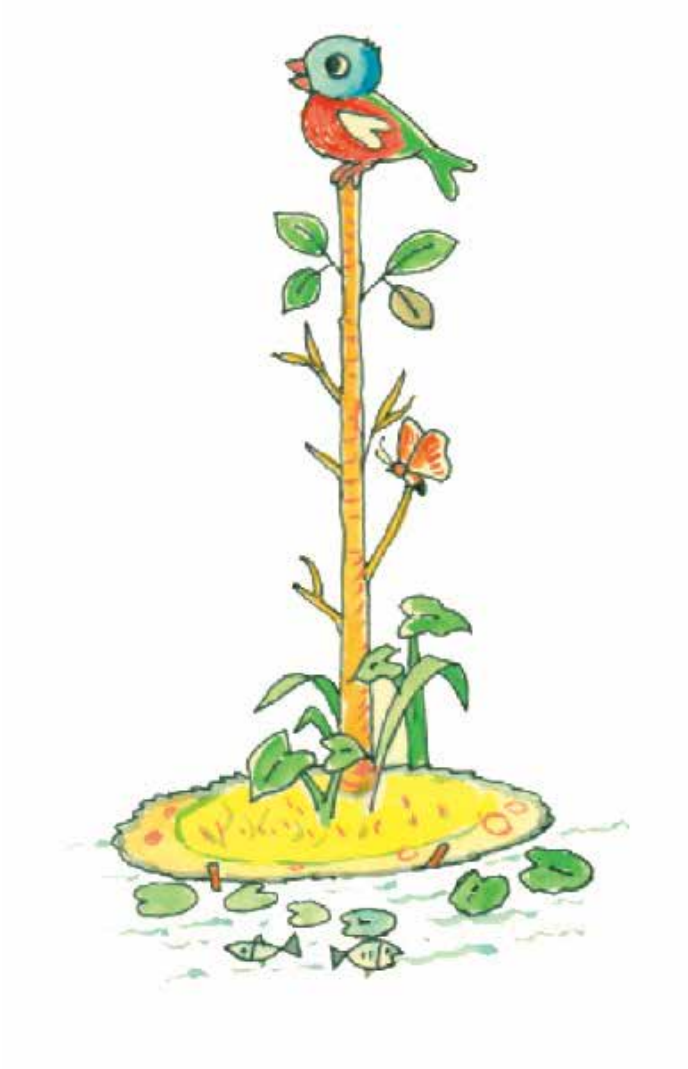

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত (প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: ২০২৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য শিখন-সামগ্রী উন্নয়নে ও অভিযোজনে

উন্নয়নে

প্রফেসর কুররাতুল আয়েন সফদার
মোঃ গোলাম মোস্তফা
মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির
ড. মোহাম্মদ নূরুল বাশার
রেজাউল করিম বয়াতী
মোহাম্মদ মফিজুর রহমান
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন
মোঃ মাজাহারুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল
মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার
মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল
ডা. মোঃ গোলাম মোস্তাফা
সৈয়দা সাজিয়া জামান
মোঃ তারিকুল ইসলাম চৌধুরী
নাহিদ পারভীন
ড. শিল্পী রানী সাহা
ইসরাত জাহান
রাজিয়া সুলতানা
নন্দিনী ঘোষ

গ্রাফিক্স

হোসনে আরা বেগম
মো: রাজীব হোসেন
মো: লুৎফুল হায়দার-আল্-মাসুম
সাইদ আহমেদ কানন
মৃনাল কৃষ্ণ দাস
সুমন কুমার বড়াল
সারাহ্ সাইয়ারা
কুতুবুল ইসলাম অভি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪^{+} বয়সি) অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়নে যে সব প্রতিষ্ঠানের শিখন-শেখানো সামগ্রীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ ২০১০, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকা ২০১৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং শিক্ষক সহায়িকা শিশু বিকাশ কার্যক্রম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ব্র্যাক আইইডি-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিসেফ, রুম টু রিড বাংলাদেশ এবং সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের সংযোগ ও গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে সারাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে এবং ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিয়মিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) সম্প্রসারিত করার নির্দেশনা আছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সারসংক্ষেপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি ক্লাস্টারে নির্বাচিত একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের ভিত্তিতে ২০২১ সালে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে।

শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early learning development standards), জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুসরণ করে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য ৯টি শিখনক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দময় পরিবেশে নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য 'শিক্ষক সহায়িকাটি' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সহায়িকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২-এ বর্ণিত ৯টি শিখনক্ষেত্রের আওতায় বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের অনুকূল সহজ কার্যক্রম এবং সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিষয়বস্তু, চিত্র, শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময়তার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত যোগ্যতা বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য শিখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে শিক্ষকের কার্যকর যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে যাতে খেলার মাধ্যমে শিশুর আনন্দময় শিখন নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষককে এই সহায়িকাটি অনুসরণ করে শিশুদের শারীরিক, ভাষাবৃত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করবেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে এই শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ব্র্যাক আইইডি-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিসেফ, রুম টু রিড বাংলাদেশ এবং সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশকে তাদের সার্বিক সহায়তার জন্য।

শিক্ষক সহায়িকাটিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। পরিশেষে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোমলমতি শিশুদের জন্য এ শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে তা অর্জিত হলে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

পটভূমি ১০
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১
মূলনীতি ১১
শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র ১৩
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ১৪
প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার বিভিন্ন কাজ ১৬
প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা ১৭
প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার রুটিন ও বার্ষিক পরিকল্পনা ১৮
বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ২০
প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ২০
শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলি ২২

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ ২৫

পরিচিতি ও দৈনিকে সমাবেশ ২৬
নিজের পরিচিতি ২৬
বিদ্যালয়ের পরিচিতি ২৭
সহপাঠি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি ২৭
শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি ২৮
দৈনিক সমাবেশ ২৯
কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব ২৯
জাতীয় সংগীত ৩০
ভাব বিনিময় ৩১
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৩২

শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ৩৩

ব্যায়াম ৩৪
শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা ৩৫
খেলা ৫৮
ইচ্ছেমতো খেলা ৬০
নির্দেশনার খেলা ৬৮
ভিতরের খেলা ৬৯
বইয়ের খেলা ৮১

সামাজিক ও আবেগিক ৯৩

শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ ৯৪
কুশল বিনময় করি ৯৪
বড়োদের সম্মান ও ছোটোদের স্নেহ করি ৯৫
নিজের প্রয়োজনের কথা বলি ৯৬
আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি ৯৬
মিলেমিশে থাকি ৯৭
এসো বন্ধুত্ব করি ৯৮
পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও সারা দেই ৯৮

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ৮৭

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ৮৮

ভাষা ও যোগাযোগ ৮৯

শোনা ও বলা ৯০
প্রাক-পঠন ১১৬
প্রাক-লিখন ১২২

গণিত ও যুক্তি ১২৩

প্রাক গাণিতিক ধারণা ১২৪

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা ১৩৩

ছড়া, গান ও গল্প ১৩৪
চারুকলা ১৩৪
কারুকলা ১৩৮
সৌন্দর্যবোধ ১৪২

পরিবেশ ও জলবায়ু ১৪৩

নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা ১৪৪
আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ১৪৭
বাড়ি, বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া ১৪৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৫১

দৈনন্দিন জীবনে ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ ১৫২
জড় ও জীবের পার্থক্য ১৫৩
দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির ব্যবহার ১৫৪

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ১৫৫

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ১৫৬
শিশুর বিকাশে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ও নির্দেশনা ১৫৬
আমার শরীর ১৫৭
দৈনিক স্বাস্থ্যবিধি ১৫৯
দাঁত মাজা ১৬০
হাত-মুখ ধোয়া ১৬১
চুল আঁচড়ানো ১৬৩
হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা ১৬৫
নিরাপদ পানি ১৬৬
বিশ্রাম ও বিনোদন ১৬৮
অসুস্থতা ১৬৯
আমার খাবার দাবার ১৭১
নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা ১৭৪
শিশুর নিরাপত্তা ১৭৫
শিশুর সুরক্ষা ১৭৭

সমাপনী পর্ব ১৮৩

সমাপনী পর্ব ১৮৩
অভিভাবক সভা ১৮৩
অংশীজনের সম্পৃক্ততা
শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই ১৮৮
শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক ১৮৯

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ১৯২

শ্রেণিকক্ষের নমুনা চিত্র ২০০

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

১. পটভূমি

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩. মূলনীতি

৪. শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র

৫. অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬. প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার বিভিন্ন কাজ

৭. প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা-এর শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা

৮. প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার রুটিন ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

৯. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা থেকে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

১০. প্রাক-প্রাথমিক (৫+বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

১১. শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশনাবলি

১। পটভূমি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তীতে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০০৮ সালে সারাদেশে ৩-৫ বছর বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় মানের ওপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরভাবে ও সুসংগঠিতরূপে বাস্তবায়নের জন্য "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো" প্রণয়ন করা হয়। অনুমোদিত কাঠামোর আলোকে ২০১০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ৫+ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রনয়ন করা হয়। অনুমোদিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য শিখন - শেখানো সামগ্রী প্রনয়ন করে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৪+ প্রাক-প্রাথমিক থেকে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি" ২০২১ সালে প্রণয়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে ৪+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং ৫+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০২২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণিত পরিমার্জিত জাতীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (৪+ ও ৫+) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কারিকুলামের আলোকে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৪+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-

- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy 2013)
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০ (Early Learning and Development Standards)
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক ৪-৫ বছর বয়সি শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রমের জন্য প্রণীত প্যাকেজ
- ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রণিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী
- ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ভিত্তি তৈরি করে প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত মান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর আলোকে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

৩। মূলনীতি

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন পরিবার, বিদ্যালয়, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সমাজ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি এবং বিশ্বাসসমূহকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ৮টি মূলনীতি বিবেচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন ও পরিমার্জিত শিখন শেখানো প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **শিশু কেন্দ্রিকতা** (Child centeredness)
- **শিশুর শিখন সক্রিয়তা** (Children as active learner)
- **খেলাভিত্তিক শিখন** (Play based learning)
- **পারিবারিক সম্পৃক্ততা** (Family involvement)
- **শিশুর সামাজিকীকরণ** (Socialization)
- **অন্তর্ভুক্তিকরণ** (Inclusiveness)
- **সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** (Culture and Heritage)
- **সম্পর্ক** (Relationship)
- **পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পৃক্ততা** (Immediate environment involvement)

শিশু কেন্দ্রিকতা (Child centeredness)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম নীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার সক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ এই তিনটি ক্ষেত্রেই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে শিশুর সুপ্ত ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশু জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত হয়।

শিশুর শিখন সক্রিয়তা (Children as active learner)

শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী এবং সহজাতভাবেই জন্মের পর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিখে। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। এমতাবস্থায় চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য শিশুকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয়। তাই শিশুর বিকাশ ও শিখনে সহায়তা করার জন্য সব পর্যায়ে সক্রিয় শিখনের সুযোগ তৈরি করার বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

খেলাভিত্তিক শিখন (Play based learning)

খেলা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। প্রতিটি শিশুই খেলতে পছন্দ করে। বস্তুত, খেলার মাধ্যমে শিশু শেখার নানা উপায় ও কৌশল ব্যবহার করে (দেখে, শুনে, প্রশ্ন করে, চিন্তা করে, অনুসন্ধান করে) আনন্দের সাথে সহজে শিখতে পারে। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোটো বা বড়ো দলে খেলতে ভালোবাসে। খেলায় শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ লাভের পাশপাশি নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে, আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে, একে অন্যের সাথে মিলেমিশে কোন কাজ পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পারে। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শেখার একটি অন্যতম উপায় হলো খেলা। বলা চলে যে খেলা শিশুর উদ্দীপনা ও শিখনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি) স্তরের শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে খেলাকে একটি মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পারিবারিক সম্পৃক্ততা (Family involvement)

পারিবারিক পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মা-বাবার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয়ে শিশুর শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা তার বেড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

শিশুর সামাজিকীকরণ (Socialization)

বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শিশুর প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। বিষয়সমূহ হলো:

- শিশুর জন্য আনন্দময় ও নিরাপদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করা।
- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusiveness)

অন্তর্ভুক্তি মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় ও শিখন-শেখানো কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে অন্তর্ভুক্তিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (Culture and Heritage)

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়োদের সহায়তায় বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সম্পর্ক (Relationship)

পরিবারের সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠী এবং নিকট পরিবেশের পরিজনদের সাথে শিশুর সুসম্পর্ক শিশুর বিকাশ ও শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক পরিবেশে পরিজনদের সাথে শিশুর যত সুসম্পর্ক গড়ে উঠে শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ তত বেশি হবে। তাই সামাজিক ও মানবিক গুনাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পৃক্ততা (Immediate environment involvement)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা নীতি-নির্দেশনাকেও প্রভাবিত করে। আবার প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার প্রত্যাশাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিকট পরিবেশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। একই ভাবে নিকট পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশও শিশুর শিখন ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাই শিশুর শিখন-শেখানো ও বিকাশের জন্য পরিবেশ বান্ধব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। এই পরিবেশ বান্ধব পারিপার্শ্বিক অবস্থা তৈরিতে ছোটো বেলা থেকে শিশুদের পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার ধারণা লালন করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষাক্রমে পরিবেশ বান্ধব বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর উন্নয়ন বাস্তবায়নের সকল ধাপের মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪। শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র

মানব জীবন পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন হয় শারীরিকভাবে অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমান্বয়ে আকার-আকৃতির পরিবর্তন ও বৃদ্ধি এবং মানসিকভাবে অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার এবং ভাষা, চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, মেধা, বোধশক্তি, অনুভূতি ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিক সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন। মাতৃগর্ভে ভ্রুণাবস্থা থেকে শুরু হয়ে জন্মের পর ধাপে ধাপে জীবনের এই পরিবর্তন চলতে থাকে। তবে প্রারম্ভিক শিশুকাল অর্থাৎ ভ্রুণাবস্থা থেকে প্রথম পাঁচ বছর এই পরিবর্তনের সূচনাকাল। উল্লেখ্য যে, শরীরের যে অঙ্গ আমাদের মানসিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে সেই অঙ্গের অর্থাৎ মস্তিষ্কের ৮০% পরিপক্কতা এই সময়েই হয়ে থাকে। এই সময়ে চারপাশের পরিবেশ ও যত্নকারীর সাথে ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহারে ক্রমশ দক্ষ হয়ে বিকশিত হয়। তাই প্রারম্ভিক শিশুকালে ভালো সূচনা জীবনব্যাপি শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও শিখনের মজবুত ভিত্তি গড়ার মূল চাবিকাঠি। বয়স অনুযায়ী অব্যাহতভাবে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, আদর-যত্ন এবং প্রারম্ভিক শিখনের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমেই শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিশুর সার্বিক বিকাশকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ৪টি Domain বা ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে যেগুলো একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষেত্রগুলো হলো শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার প্যাকেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বয়সি শিশুদের সামগ্রীক শিখনে ব্যাপ্তির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে বিকাশের ৪টি ক্ষেত্রকে ৯টি Learning Area বা শিখনক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করে শিক্ষক সহায়িকাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র

৫। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার প্যাকেজ প্রণয়নে বিকাশের ৪টি ক্ষেত্র ও ৯টি শিখন ক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করে শিক্ষক সহায়িকাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত ও বাধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম (Moderately complex) এবং খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।
	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা।
৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে করা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকট জন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
	৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।
	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ	৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোটো ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
	৪.২ পঞ্চইন্দ্রিয় (রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদান করতে পারা।
৫. গণিত ও যুক্তি	৫.১ আগ্রহ ও কৌতুহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ-বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।
	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারা।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
	৯.২ নিজের রাগ, দুঃখ, আপত্তি, অস্বস্তি ও ভুলে ক্ষেত্রে যথাযথ আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা।
	৯.৩ বিপদজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

৬। প্রাক প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার বিভিন্ন কাজ

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রত্যাশিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শিখন ফলের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল কাজের মধ্যে রয়েছে শিশুদের শারীরিক ও চলনক্ষমতার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। এছাড়া শিশুরা যেন সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে তাও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় ও কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় বা কাজসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো

- শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা
- সামাজিক ও আবেগিক
- মুল্যবোধ ও নৈতিকতা
- ভাষা ও যোগাযোগ
- গণিত ও যুক্তি
- সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
- পরিবেশ ও জলবায়ু
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখন ফলসমূহ অর্জনে উপরে বর্ণিত কাজসমূহ সুসংগঠিতভাবে শ্রেণিকক্ষে করার জন্য একটি রুটিন করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত ক্লাস রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সংগে নির্ধারিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরির জন্য বিস্তারিত কার্যক্রম নিয়ে একটি বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক মাস ভিত্তিক এ পরিকল্পনা অনুসরণ করে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

৭। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা

শিখন-শেখানো সামগ্রীর নাম	ব্যবহারকারী	মন্তব্য
শিক্ষক সহায়িকা	শিক্ষকের জন্য	শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা আছে। শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
আমার বই	শিশুদের জন্য	আমার বই মূলত শিশুদের জন্য ওয়ার্কবুক। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে আমার বই সরবরাহ করা হবে। শিক্ষক সহায়িকায় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশুরা আমার বইতে কাজ করবে ও অনুশীলন করবে। আমার বইয়ের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে করাতে হবে।
গল্পের বই- ১ সেট (১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট)	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের উপযোগী ১০টি গল্পের বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১২টি গল্প শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া আছে। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক গল্প বলার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
এসো লিখতে শিখি- অনুশীলন খাতা	শিশুদের জন্য	'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা শিশুদের লেখার অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে অনুশীলন খাতা সরবরাহ করা হবে। এটি ব্যবহারের নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষার কাজের জন্যও এই অনুশীলন খাতাটি ব্যবহার করা হবে।
স্বরবর্ণ চার্ট ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট এবং সংখ্যা চার্ট (১-২০)	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্টে ছড়ায় ছন্দে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি শ্রেণি কক্ষের দেওয়ালে ঝুলানো থাকবে। এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা আছে। এছাড়াও সংখ্যার চার্ট (১-২০) প্রণয়ন করা হয়েছে যা শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে করাতে হবে।
ফ্লিপচার্ট	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হবে। ফ্লিপচার্টে মোট ..... টি পৃষ্ঠা রয়েছে। সেখান থেকে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ফ্লিপচার্টের নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৫+ এর শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করবেন।
ফ্লাস কার্ড- ৩ সেট (প্রতি সেটে মোট ৭১টি ফ্লাস কার্ড)	শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফ্লাস কার্ড (.....টি) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩ সেট ফ্লাস কার্ড সরবরাহ করা হবে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে ৫০টি বর্ণ কার্ড এবং ০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ২১টি সংখ্যা কার্ড প্রতি সেট ফ্লাস কার্ডে রয়েছে। বর্ণ ও সংখ্যা কার্ডের পিছনে বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত রয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ড ব্যবহার করবেন।
অন্যান্য উপকরণ ও সামগ্রী		
খেলার সামগ্রী ও উপকরণ	শিশুদের জন্য	প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪টি করে ভুবন (কর্নার) থাকবে। ভুবন (কর্নার) ৪টি হলো- কল্পনার ভুবন (কর্নার), ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্নার, বই ও আঁকার ভুবন (কর্নার) এবং বালি ও পানির কর্নার। এই ৪টি ভুবনে (কর্নারে) যেসব খেলার সামগ্রী ও উপকরণ থাকবে তার তালিকা ..... থেকে ..... পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা রয়েছে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ বিদ্যালয়কে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব খেলার সামগ্রী আছে সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ ইচ্ছেমতো খেলার কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- ভূমিকাভিনয়, অভিনয়, সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি।
অন্যান্য উপকরণ	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	কাগজ কাটার কাঁচি, পেন্সিল, রং পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, চক, সাদা কাগজ ইত্যাদি। স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এগুলো ক্রয় করতে হবে।
হাজিরা খাতা ও শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক	শিক্ষকের জন্য	স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে একটি রেজিস্টার খাতা ক্রয় করে শিক্ষককে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ একটি হাজিরা খাতা তৈরি করে নিতে হবে। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড করার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকার ..... পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য শিশুর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক" সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা সংযুক্ত করতে হবে।

৮। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার সাপ্তহিক রুটিন ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রত্যাশিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে শিশুদের শারীরিক ও চলনক্ষমতার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। এছাড়া শিশুরা যেন সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে সে ক্ষেত্রেও প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার বিষয় ও কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমে প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কাজসমূহ সুসংগঠিতভাবে শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করার জন্য একটি সাপ্তহিক ক্লাশ রুটিন করা হয়েছে। নিচে বর্ণিত সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সঙ্গে নির্ধারিত কাজসমূহ করবেন। সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরির জন্য বিস্তারিত কার্যক্রম নিয়ে (..... পৃষ্ঠায় বর্ণিত মাসভিত্তিক) একটি বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক মাসভিত্তিক এ পরিকল্পনা অনুসরণ করে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষক দিনের কর্মসূচি পূণর্বিন্যাস করতে পারবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন
দৈনিক সময়: ২:৩০ ঘণ্টা

দিন	দৈনিক কার্যক্রম								
	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	ভাষা ও যোগাযোগ	বিশ্রাম	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা ও সমাপনী
সময়	১০মিনিট	১৫ মিনিট	২০ মিনিট	২০ মিনিট	১০ মিনিট	২০ মিনিট	২০ মিনিট	২০ মিনিট	১৫ মিনিট
রবিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ছড়া	চারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন	বিশ্রাম	প্রাক-গণিত	ভিতরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
সোমবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ছড়া	চারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		প্রাক-গণিত	ভিতরের খেলা	সুরক্ষা	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
মঙ্গলবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গান	কারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		প্রাক-গণিত	বাহিরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
বুধবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গল্প	কারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		প্রাক-গণিত	বাহিরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
বৃহস্পতিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গল্প	সৌন্দর্য্যবোধ/ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু	সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি

দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে ২:৩০ ঘণ্টা ঠিক রেখে উপরের ছকে দেওয়া দৈনন্দিন ৮টি কার্যক্রমের নির্ধারিত সময়ের কম বেশি করতে পারবেন।

৯. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা থেকে সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার জন্য নির্বাচিত কাজসমূহ পরিকল্পিতভাবে শিশুদের নিয়ে করার জন্য সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন (পৃষ্ঠা ১৯) এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (পৃষ্ঠা .....) শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা থেকে কাজ অনুযায়ী যেকোনো মাসের বর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে সাপ্তাহিক রুটিনে দৈনিক বরাদ্দকৃত সময় অনুযায়ী সপ্তাহভিত্তিক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে রুটিন অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি। যেমন- সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ ও গল্প) এর ১ম মাসে ছড়ার ক্ষেত্রে মোট ২টি ছড়া রাখা হয়েছে যেমন- 'হাট্টিমা টিম টিম' এবং 'আম পাতা জোড়া জোড়া'। সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিনে ছড়ার কাজ করানোর জন্য সপ্তাহে ২০ মিনিট করে ২ দিন অর্থাৎ মাসে মোট ৮ দিন বরাদ্দ আছে। সে হিসেবে একটি ছড়া চর্চা করানোর জন্য শিক্ষক মোট ৮ দিন সময় পাবেন। এবার শিক্ষক সহায়িকায় ছড়ার চর্চা করানোর পদ্ধতি অনুযায়ী একটি ছড়া পূর্ণাঙ্গভাবে চর্চার জন্য যে ধাপসমূহ আছে সেগুলো অনুসরণ করে 'হাট্টিমা টিম টিম' ছড়াটি ৪ দিনে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই হচ্ছে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা। এভাবে 'আম পাতা জোড়া জোড়া' ছড়াটির জন্য ৪ দিনের পরিকল্পনা তৈরি করলেই ১ম মাসের ছড়ার কাজের জন্য দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল বিষয়ের জন্য দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

১০। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে এর যথাযথ বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য, ভৌত সুবিধাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা জরুরি। বাস্তবায়নের গুণগত মানকে একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এমনভাবে এই বৈশিষ্ট্য, সুবিধাদি ও বিষয়ের কথা চিন্তা করা হয়েছে যেন বর্তমানে সমভাবে নিশ্চিত করা না গেলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পর্যায়ক্রমে অর্জন করা যায়। নিম্নে বৈশিষ্ট্য, সুবিধাদি ও বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

শ্রেণিতে শিশুর সংখ্যা

একটি প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিশুর উপস্থিতি চিন্তা করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ জনের অধিক শিশু একটি শ্রেণিতে থাকলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় যেমন শিক্ষক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন, তেমনি প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা শিশুর যথাযথ শিখনের অন্তরায় হবে। সুতরাং একটি প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৩০ জন শিশু থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ নিয়ম মেনে চলা সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে যাতে তা অর্জন করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষক

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে একজন শিক্ষক সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও যথাযথভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিখনের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য এক থেকে দুইজন স্বেচ্ছাসেবী মা/অভিভাবকের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী মা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য সুবিধাদি

৩০ জন শিশু নিয়ে ন্যূনতম মান বজায় রেখে শিক্ষাক্রমের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তত ২৫০ বর্গফুট মাপের একটি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে ৪+ এবং ৫+ প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ থাকবে। শ্রেণিকক্ষটি খোলামেলা ও আলো-বাতাসপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে দুটি আলাদা শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা যেতে পারে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাজ ও খেলা পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে খোলা জায়গা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষের কাছাকাছি হাত ধোয়ার জায়গা এবং শিশুদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিয়মিত স্টেশনারি সরবরাহ

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ যথাসম্ভব খোলামেলা রাখা প্রয়োজন যেন শিশুরা চলাফেরার যথেষ্ট জায়গা পায়। শিশুদের বসার জন্য মাদুর থাকতে পারে যেন শিশু ইচ্ছেমতো আরাম করে বসতে পারে এবং নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়া শিশুরা যাতে সহজেই ব্যবহার করতে পারে তা লক্ষ্য রেখে শিশুদের উচ্চতার সাথে মিল রেখে একটি বোর্ড এবং শিশুদের কাজ, আঁকা ছবি এবং বানানো খেলনা প্রদর্শনের জন্য ডিসপ্লে বোর্ড, সেলফ, তাক ও হ্যাঙ্গার রাখা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষের জন্য এ সব স্থায়ী সম্পদ ছাড়াও কিছু নিয়মিত ব্যবহার্য জিনিসের (স্টেশনারি) প্রয়োজন পড়ে যা শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ণ যেমন- রঙিন কাগজ, চক, ডাস্টার, কাঁচি, আঠা, পোস্টার পেপার ইত্যাদি। এছাড়া শিখন-শেখানো সামগ্রী যেগুলো ব্যবহারের পর কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে সেগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ

শিক্ষা কার্যক্রমের চাহিদা অনুযায়ী যে সমস্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ শ্রেণি পর্যায়ে পৌঁছানো প্রয়োজন যথাসময়ে যথাযথভাবে তা সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক এ সামগ্রী ও উপকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় এগুলো যথাসময়ে সরবরাহ ও কার্যকর ব্যবহার বিঘ্নিত হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া শিখন-শেখানো কার্যক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে অনেক ধরনের সামগ্রী/উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।

শিখন সময়

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো সময় হবে ২:৩০ ঘণ্টা। সপ্তাহে ৫ কার্যদিবস ধরে সব ধরনের সরকারি ছুটি, অনাকাঙ্ক্ষিত ছুটি, উৎসব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শ্রেণিকক্ষের জন্য বছরে মোট ১৮৫ কার্যদিবস ধরে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ১৮৫টি কার্যদিবসে প্রতিদিন ২:৩০ ঘণ্টা করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করলে এই শিক্ষা কার্যক্রমের সকল পরিকল্পিত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাবে।

পরিবারকে শিখন-শেখানো কাজে সম্পৃক্তকরণ

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে শিখন-শেখানো প্যাকেজ প্রণয়নের সময় নির্দিষ্ট যোগ্যতাসমূহ সফলভাবে অর্জনে শুধু শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজের উপরই নির্ভর করা হয়নি বরং বাড়ি বা পরিবারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ও শিখন ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরও সম্পৃক্ত করা জরুরি। যেহেতু বিকাশ ও শিখনের বেশ কিছু বিষয়ে পরিবারের উপর নির্ভরতা রয়েছে সেহেতু পরিবারকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করলে শিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে না।

১১। শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলি

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষক পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কার্যক্রম শ্রেণিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলেই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে যথাযথভাবে নির্ধারিত কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগের উপায় কিংবা তারা কীভাবে শেখে এরূপ তত্ত্বীয় বিষয় যেমন শিক্ষককে জানতে হবে তেমনি প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণি পরিচালনায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে সচেতন হতে হবে। পরের পৃষ্ঠায় দুটি অংশে এই বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশাবলি উল্লেখ করা হলো-

১১-ক: শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

শিশুর বৈশিষ্ট্য

শিশুদের নিজস্ব কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে শিশুদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেমন-

- সব শিশু একরকম নয়। প্রতিটি শিশুই অপর শিশু থেকে আলাদা, তার নিজস্ব একটি সত্তা রয়েছে।
- শিশুরা নিজেদের মতো করে পৃথিবী দেখে, বড়োদের মতো করে নয়।
- শিশুরা কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- শিশুরা খেলার মাধ্যমে এবং নানারকম কাজ করে শেখে।
- শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক হয়।
- শিশুদের প্রধান চাহিদা হলো-
  - ভালোবাসা পাওয়া ও বড়োদের কাছে গ্রহণীয় হওয়া।
  - অনুসন্ধান করা, নানারকম কাজ করা ও নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করা।

প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে করণীয়-

শ্রেণিকক্ষে যদি কোনো প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তবে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্য শিশুরা যেন প্রতিবন্ধী শিশুটিকে ব্যঙ্গ না করে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। অন্যান্য শিশুদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করতে হবে যেন শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুটিকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখনে সহায়তা করতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করবেন-

১. শ্রেণিকক্ষে যদি শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তবে তাকে সামনে বসতে দেওয়া।

২. শ্রেণিকক্ষে যদি কোন শারিরীক প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তবে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ সহায়তা করা।

৩. প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রতিটি কাজের নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া।

৪. কোনো কাজ দেওয়া হলে হাতে কলমে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বা করতে সহায়তা করা।

৫. প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে অন্য শিশু বা সুযোগ থাকলে তার বাড়ির আশেপাশের অন্য যেকোনো শিশুর জুটি বেঁধে দেওয়া যেন সে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে বিদ্যালয়ে আসতে, ক্লাসে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বা খেলাধুলায়, টয়লেটে যেতে ইত্যাদি কাজে সহায়তা করতে পারে।

৬. প্রতিবন্ধী শিশুটিকে প্রয়োজনে প্রদত্ত কাজ শেষ করতে একটু বেশি সময় দেওয়া।

৭. অভিভাবক সভায় প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সবাইকে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যেন প্রতিবন্ধী শিশু ও তার পরিবারকে সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সবাই সহায়তা করতে পারে।

শিশুদের সঙ্গে সফল যোগাযোগের উপায়

শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝে সে অনুযায়ী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। শিখনের সফলতা নির্ভর করে শিশুর সঙ্গে শিক্ষকের সহজ ও সাবলীল ভাব বিনিময়ের ওপর। ভাব বিনিময় বা যোগাযোগ দু'ভাবে হতে পারে- মৌখিক এবং অমৌখিক।

মৌখিক ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো-

- শ্রবণযোগ্য ও সুস্পষ্ট স্বরে কথা বলা;
- সহজ ভাষায় সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলা;
- কথার ভাবের সঙ্গে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখা;
- শিশুদের কথা বলার মাঝখানে কথা না বলা ও মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা;
- কথা বলার সময় আদর-স্নেহের সঙ্গে কথা বলা;
- নেতিবাচক কথা বলা থেকে বিরত থাকা;
- শিশুদের এমন প্রশ্ন করা, যেখানে তাদের চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

শিশুদের জন্য প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর শোনা এবং শিশুকে প্রশ্ন করতে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে সে চিন্তা করার সুযোগ পায়। প্রশ্ন সাধারণত তিন ধরনের (বদ্ধ প্রশ্ন, মুক্ত প্রশ্ন, প্রভাবিত প্রশ্ন) হয়ে থাকে।

১. বদ্ধ প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের চিন্তা করার বা বেশি কথা বলার সুযোগ থাকে না। যেমন- এ জায়গাটা কি তোমার ভালো লাগে? এ ধরনের প্রশ্ন শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ করার দক্ষতা বিকাশে তেমন একটা সহায়তা করে না।

২. মুক্ত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্ন শিশুকে চিন্তা করতে এবং তার নিজের মতো করে উত্তর দিতে সহায়তা করে। এতে সে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। যেমন- এই জায়গাটা তোমার ভালো লাগে কেন?

৩. প্রভাবিত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তা তার পছন্দের উত্তর আশা করে অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা কর্তৃক উত্তরদাতার উত্তর প্রভাবিত হয়। যেমন- এ জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না? এ ধরনের প্রশ্ন করলে শিশুরা তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না বরং প্রশ্নকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী উত্তর দেয়। শিশুদের সব ধরনের প্রশ্নই করা উচিত হবে, তবে মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার বেশি থাকতে হবে।

অমৌখিক ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো-

- শিশুদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে যোগাযোগ করা;
- শিশুদের সঙ্গে হাসিখুশি থাকা;
- শিশুদের সামনে আন্তরিকভাবে বসা;
- শিশুদের কাছাকাছি যাওয়া;
- হাত-মাথা-মুখ নাড়াচাড়ার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা;
- কথার ভাবের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখা।

শিশুরা কীভাবে শেখে

শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ কথার মাধ্যমে শেখে। আবার যে দেখে শেখে, সে শুনে বা অন্যভাবে যে শেখে না, তা কিন্তু নয়। তেমনি যে শোনার মাধ্যমে শেখে, সে অন্যভাবেও শিখতে পারে। প্রত্যেক শিশুর শেখার ধরনেই একটা নিজস্বতা থাকে। তবে মূল কথা হলো, শিশুরা একভাবে শেখে না। জীবনে চলার পথে তারা বিভিন্নভাবে শিখে থাকে।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) বয়সের শিশুরা সাধারণত যেভাবে শেখে তা হলো:

• দেখে • শুনে • গন্ধ নিয়ে • কল্পনা করে • তুলনা করে • অংশগ্রহণ করে	• দলে কাজ করে • গল্পের মাধ্যমে • পর্যবেক্ষণ করে • ছবি পড়ে • অনুভব করে • একাকী চিন্তা করে	• নির্দেশনা থেকে • গান করে • অনুসন্ধান করে • নাচের মাধ্যমে • অনুকরণ করে • স্বাদ নিয়ে	• উপলব্ধি করে • প্রশ্ন করে • নাড়াচাড়া করে • ছড়ার মাধ্যমে • বার বার চেষ্টা করে • অভিনয়ের মাধ্যমে

শিশু তখনই সবচেয়ে বেশি শেখে, যখন সে আগ্রহ নিয়ে কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের শিখনের মূল ভিত্তি। কোনো ধারণা বা তথ্য যখন শিশুর পূর্ববর্তী অর্জিত জ্ঞান বা ধারণার ভিত্তিতে তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়, তখনই শিশু তার শিখনের পরবর্তী ধাপে সহজ ও সাবলীলভাবে প্রবেশ করে। শিশুরা সমন্বিতভাবে শেখে এবং তারা তাদের শিখনকে কোনো বিষয় বা শাখায় বিভক্ত করে না। যে কারণে খেলা হচ্ছে শিশুর শেখার অন্যতম মাধ্যম।

শিশুর শেখার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র হচ্ছে

- শিশু করতে করতে এবং খেলতে খেলতে শেখে;
- আগ্রহ হলো শিখনের মূল চালিকাশক্তি;
- খেলা হলো আনন্দময় শিখন-অভিজ্ঞতা;
- ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিভিন্ন কাজ হলো শিখনের মাধ্যম;
- পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, চিন্তা ও কল্পনা হলো শেখার কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় উপায়।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিক্ষক শ্রেণিতে এমনভাবে শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন যেন শিশুরা ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে শেখার সুযোগ পায়।

১০-খ: শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শ্রেণিকক্ষে একটি শিশুবান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে যথাযথভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষককে শিশুর বন্ধু হতে হবে। শিশুর সঙ্গে তিনি এমনভাবে মিশে যাবেন, কথা বলবেন অথবা যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) করবেন যাতে শিশু আস্থার সঙ্গে তার ওপর নির্ভর করতে পারে, যেমনভাবে সে নির্ভর করে তার মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়র ওপর। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা স্তরের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর (Facilitator)। শিক্ষক শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে পদে পদে শিশুকে নানা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাকে নানাভাবে শিখতে সহায়তা করবেন। নিচে একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

- শিশুর সঙ্গে সবসময় হাসিখুশি থাকা;
- ধৈর্যশীল হওয়া;
- বিভিন্ন কাজে শিশুদের সহায়তা করা;
- শিশুর কথা শোনা ও মতামতের গুরুত্ব দেওয়া;
- শিশুর সঙ্গে শিশুসুলভ আচরণ করা;
- শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা;
- শিশুদের স্নেহ-মমতা দিয়ে শেখানো;
- শিশুর কাছে নিজেকে আদর্শ (Role Model) হিসেবে তুলে ধরা;
- শিশুর মা-বাবা/অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

কী কী করা উচিত নয়

শিশুদের সাথে শিক্ষকের যা যা করা উচিত নয় সেগুলো হলো-

১. নেতিবাচক আচরণ		২. শাস্তি দেওয়া
• বিরক্তি প্রকাশ করা • রাগ দেখানো • অসম্মতি প্রকাশ করা • শিশু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা • নেতিবাচক কথা বলা • ধমক দিয়ে কথা বলা • রূঢ় কথা বলা	• বিদ্রুপ করা • চিৎকার করা • ভয় দেখানো • অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা • জোর করে শিশুকে বসিয়ে/থামিয়ে দেওয়া	• শিশুকে টেনে দাঁড় করানো • প্রহার করা/মার দেওয়া • চড়/থাপ্পর দেওয়া

শিক্ষকের করণীয়

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিতে একজন শিক্ষক শিশুদের শিখন-শেখানো থেকে শুরু করে শ্রেণি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। কাজের ধরন অনুসারে শিক্ষকের কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা
- উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
- বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ
- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

১১-খ ১: শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষক। শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় তার যে সব দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

শ্রেণিকক্ষ আকর্ষণীয় করে সাজানো

একটি সাজানো-গোছানো শ্রেণিকক্ষ শিশুদের মননশীলতা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের একটি নমনুাচিত্র শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নং ..... এ দেয়া আছে। শিক্ষক নমুনাচিত্রকে বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন-

- শ্রেণিকক্ষে শিশু উপযোগী বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, চার্ট ইত্যাদি টানিয়ে রাখা। তবে এগুলো শিশুর দৃষ্টি সীমার মধ্যে টানাতে হবে।
- শিশুদের আঁকা ছবি এবং বিভিন্ন হাতের কাজ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো। তবে ছবিগুলো কিছুদিন পরপর পরিবর্তন করতে হবে। মাটি বা কাগজের তৈরি উপকরণগুলো শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সুন্দর করে লাগিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক ছবি একেও সাজানো যেতে পারে।
- ইচ্ছেমতো খেলার জন্য বিভিন্ন কর্নারের উপকরণগুলো নির্ধারিত কর্নারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা।
- দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটু নিচে ব্ল্যাকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড লাগানো যেন শ্রেণিকক্ষের সবচেয়ে ছোটো শিশুটিও সহজেই তা দেখতে ও ব্যবহার করতে পারে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে সেইসব উপকরণ থেকে কিছু উপকরণ, যেমন- ফ্লিপচার্ট, ৪টি ভুবনের উপকরণ ইত্যাদি ৪+ এবং ৫+ বয়সি উভই শিশুদের জন্য শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। তবে উপকরণ ব্যবহারের পর শিক্ষক তা যথাস্থানে রেখে দিবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উকরণ ক্রয়, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষকের মতামত অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কার্যক্রম অনুযায়ী শিশুদের বসানো/দাঁড়ানো

কাজের ধরন অনুযায়ী শিশুদের কখনো বড়ো দলে আবার কখনো ছোটো দলে বসাতে হবে। বড়ো দলের সময় অর্ধবৃত্তাকার আকৃতিতে আবার কখনো গোল হয়ে বসাতে/দাঁড়াতে হবে যেন শিশুরা একে অপরকে দেখতে পায়। ছোটো দলের সময় শিশুরা গোল হয়ে এমন দূরত্বে বসবে যেন প্রতিটি দলের কাছে সহজেই যাওয়া যায়। আবার গল্প বলার সময় শিশুদের গল্পের আসরের মতো (কাছাকাছি জড়ো করে) বসাতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের ভিতর ও বাহিরের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

শ্রেণিকক্ষ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এজন্য করণীয় কাজগুলো হলো- নিয়মিত ঝাড়ু দেওয়া ও ঝুল পরিষ্কার করা, উপকরণগুলো মুছে ও গুছিয়ে রাখা। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষের বাহিরের চারপাশও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

বাহিরের খেলার জায়গা

শ্রেণিকক্ষের আশেপাশে নিরাপদ ও উন্মুক্ত জায়গায় (যেমন- মাঠ, গাছের ছায়ায় ইত্যাদি) শিশুদের নিয়ে বাইরে খেতে শিক্ষক উদ্যোগী হবেন। শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত খেলা (যেমন- গোল্লাছুট, বরফ-পানি ইত্যাদি) খেলাতে পারেন। তবে স্থানীয় খেলা নির্বাচন, খেলার সময় এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখনের সময় শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখনের স্থান

বাইরের খেলা ছাড়াও অন্যান্য কাজের (যেমন- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পরিচিতি) জন্য শিক্ষক শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন। বাইরের কাজের জন্য স্থান নির্ধারনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি আশেপাশের স্থানকে প্রাধান্য দিতে হবে। স্থানটি যাতে নিরাপদ এবং বিদ্যালয় থেকে বেশি দূরে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে বাইরের কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। যেকোনো বাইরের কাজের সময় শিক্ষককে প্রতিটি শিশুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং শিশুদের সাথে সাথে থাকতে হবে।

১১-খ ২: শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষক সাপ্তাহিক রুটিন ও প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্ধারিত কাজসমূহ পরিচালনা করবেন। কাজের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনায় শিশুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যেমন- প্রথম মাসের পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ অংশের পাঠ থেকে প্রথম সাতদিন হুবহু রুটিন অনুসরণ না করে শিশুদের মধ্যে পরিচিতির কাজ করাবেন।

১১-খ ৩: শিশুকে উৎসাহিতকরণ

প্রতিটি শিশুই কাজের স্বীকৃতি চায়। তাই শিশুকে যেকোনো কাজ করতে দিয়ে কাজ চলাকালে প্রশংসামূলক শব্দ ও বাক্য (বাহ্/সুন্দর/ভালো হচ্ছে) ব্যবহারের মাধ্যমে এবং শেষে হাততালি দিয়ে ফুল অথবা খুশির ইমোজি দেখিয়ে উৎসাহ প্রদান ও প্রশংসা করতে হবে।

১১-খ ৪: উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়বে। যেমন- পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোটো ইটের টুকরা বা পাথর ইত্যাদি। শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষক ক্লাস শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে রাখবেন। ইচ্ছেমতো খেলার জন্য চারটি ভুবনে (কর্নারে) বিভিন্ন ধরনের উপকরণের তালিকা (পৃষ্ঠা নং .....) দেওয়া আছে যেখানে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় এমন অনেক উপকরণ রয়েছে।

শিক্ষক নিজ উদ্যোগে এবং অন্যদের সহায়তায় এসব উপকরণ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। শ্রেণিতে বিভিন্ন কাজের সময় শিশুরা যেসব খেলনা তৈরি করবে শিক্ষক সেগুলোকেও ভুবনে (কর্নারে) সংরক্ষণ করবেন। এছাড়া শিক্ষক শিশুদের পিতামাতা ও স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় বিভিন্ন খেলনা সংগ্রহ করতে পারেন তবে তা হতে হবে শিশুবান্ধব এবং নিরাপদ। সংগৃহীত উপকরণগুলো দীর্ঘদিন আকর্ষণীয় ও টেকসই রাখার জন্য যথাযথ সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ সংরক্ষণে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন-

- প্রতিদিন কাজের শুরুতে খেলা বা কাজে যে উপকরণ প্রয়োজন, সে অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজিয়ে রাখবেন।
- প্রতিদিন কাজ শেষে উপকরণগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের সম্পৃক্ত করে ছোটো ছোটো দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে তা দিনের শুরুতে শিশুদের জানিয়ে দিতে হবে।

১১-খ ৫: বিভিন্ন অংশীজনের সাথে যোগাযোগ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা শিক্ষকের একার পক্ষে সম্ভব না। এ জন্য অভিভাবক ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের অংশীজন যেমন- প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার সব কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মী ও কর্মকর্তা, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অংশীজনদের সক্রিয় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়ক হবে-

- শিশু জরিপ, ভর্তি, উপস্থিতি ও নিরাপত্তা।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ, বিতরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও তৈরি।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের খেলার ব্যবস্থা।
- এসএমসি ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় এবং চিহ্নিত সমস্যাসমূহ স্থানীয়ভাবে সমাধান।
- প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান।
- এলাকায় বিদ্যমান অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসমূহ (যেমন- ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো, কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি) শিশুদের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে মতবিনিময়।
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও মেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের অংশগ্রহণে সহায়তা।

১১-খ ৬: সামাজিক সচেতনতা তৈরি

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকগণ যদি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন এবং কাজের গুরুত্ব বোঝেন, তাহলে তাদের কাছ থেকে সবসময় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন। যেমন-

- অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতি মাসে একটি করে সভা করা। সভায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা।
- বিভিন্ন সময়ে শিশুদের বাড়িতে যাওয়া এবং তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা।
- বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে নিজে উদ্যোগী হয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা এবং কুশল বিনিময় করা।

১১-খ ৭: প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয়

শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি

- শিক্ষক প্রতিদিন যে যে বিষয়/কাজ/খেলা করাবেন তার আগের দিন অবশ্যই ঐ বিষয়/কাজ/খেলা অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবেন। এতে শ্রেণি পরিচালনা সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় উপকরণের প্রয়োজন হলে (যেমন- ফুল, বিচি, কাঠি ইত্যাদি) শিক্ষক সেই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আগের দিন শিশুদের কী কী উপকরণ নিয়ে আসতে হবে তা বলে দিবেন।

শিখন শেখানো KvhKg পরিচালনা

- শিখন-শেখানোর সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয়/কাজ/খেলা রুটিন অনুযায়ী শিশুদের করাবেন।
- প্রতিদিনের কাজের শুরুতে শিক্ষক কেন্দ্রে উপস্থিত শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে ও দূর করতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য কোনো ধাঁধা, ঘটনা, গান বা গল্পের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- জাতীয় সংগীত এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে প্রতিদিনের কাজ শুরু করবেন।
- শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কাজকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে শিশুরা প্রতিটি কাজের নির্দেশনা বুঝতে পারছে কি না এবং সঠিকভাবে করতে পারছে কি না শিক্ষক অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় শিশুদের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবেন।
- সপ্তাহের শেষ দিনে যতটুকু সম্ভব নির্ধারিত বিষয়গুলো/কাজগুলো নিয়ে পুনরালোচনা করবেন।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে জায়গা থাকলে সেখানে খেলা ও ব্যায়াম করাবেন। যদি বাইরে জায়গা না থাকে তাহলে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে করাবেন।
- শিশুদের পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দিবেন। বিশেষ করে গল্প বলার সময় গল্পের চরিত্র বা ঘটনা শিশুদের অভিজ্ঞতার সাথে মেলাতে সাচেষ্ট হবেন।
- মিলেমিশে থাকা, পারস্পারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে শিক্ষক শিশুদের নিকট বিভিন্ন গল্প ও উদাহরণ উপস্থাপন করবেন।
- শিশুদের ছোটো-খাটো ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে শিক্ষক সচেতন থাকবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ভালো লাগা, খারাপ লাগা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিনিময় করতে শিক্ষক শিশুদের উদ্বুদ্ধ করবেন।
- বড়োদের সম্মান করা, ছোটোদের স্নেহ করা, সকলে মিলে-মিশে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক শিশুদের নিয়মিত বলবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে সচেষ্ট করবেন।
- সত্য কথা বলা, অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না ধরা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছোটো ছোটো মজার গল্প বা ঘটনা শিক্ষক শিশুদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

সমাপনী

- শিশুদের খেলনা, উপকরণ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার জন্য তাদের উৎসাহিত করবেন। সব ধরনের চার্ট এবং উপকরণ শ্রেণিতে ব্যবহারের পর সেগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে রাখবেন।
- শিক্ষক হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করবেন, শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে বলবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিবেন।

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

পরিচিতি	নিজের পরিচিতি	বিদ্যালয় পরিচিতি	সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি	শিখন শেখানো সামগ্রী পরিচিতি
দৈনিক সমাবেশ	কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব	জাতীয় সংগীত	ভাব বিনিময়	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ এর বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। পরিচিতির কাজগুলো শিক্ষক প্রথম মাসে করাবেন। পরবর্তী সময়ে সারা বছর দৈনিক সমাবেশের কাজগুলো করাবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৭.১ কৌতুহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
৯.২ নিজের রাগ, দুঃখ, আপত্তি, অস্বস্তি ও ভুলে ক্ষেত্রে যথাযথ আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা।
৯.৩ বিপজ্জনক ও নিরাপদ বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

ক। পরিচিতি

কাজ । ১ নিজের পরিচিতি

শিখনফল ২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে উপস্থিত সব শিশুর সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক স্পষ্ট করে নিজের নাম বলে পরিচয় দিবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের নাম বলতে বলবেন।
- একজন নিজের নাম বললে তার পরের জনের নাম জিজ্ঞেস করতে বলবেন। যেমন- আমার নাম ....., তোমার নাম কী?
- শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে নিজের ছবি (সম্ভব হলে) আনতে বলবেন এবং সবার ছবি নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের ২ নং পৃষ্ঠা খুলে 'আমার ছবি' অংশটি বের করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষক পৃষ্ঠাটি বের করতে সহায়তা করবেন।
- আমার বইয়ে ছবির বক্সে শিশুদের তার নিজের ছবি আঁকতে বলবেন।
- ছবি আঁকা শেষ হলে ছবির নিচে শিক্ষক শিশুর নাম লিখে দিয়ে তাদের বলবেন এখানে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে।

কাজ । ২ বিদ্যালয় পরিচিতি

শিখনফল

২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
৭.১.১ নিজের বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শ্রেণিতে বিদ্যালয় সম্পর্কে পরিচিত হয়ে থাকলেও কোন কোন শিশু ৫+ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন ভর্তি হতে পারে এবং শিক্ষক পুনরায় সকল শিশুদের বিদ্যালয় পরিচিতি অংশটি পরিচালনা করবেন।

- শিক্ষক শিশুদের সামনে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন সহজ ও মজা করে উপস্থাপন করবেন যাতে শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বিদ্যালয়কে আপন ভাবতে পারে। শিশুরা বিদ্যালয়ে আসার প্রথম মাসে শিক্ষক তাদেরকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন। এছাড়াও বিদ্যালয় ও এর আশপাশ বা নিকট পরিবেশের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিবেন। যেমন- বিদ্যালয়ের নাম, বিদ্যালয়ের অবস্থান (ঠিকানা), শিশুরা কোন শ্রেণির ইত্যাদি বলবেন এবং শিশুদের নিকট থেকে পরবর্তী সময়ে শুনবেন।
- দৈনিক সমাবেশ ও জাতীয় সংগীতের পর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে 'ইউ (U)' আকারে বসবেন। তারপর বলবেন- আজ আমরা আমাদের বিদ্যালয় সম্পর্কে জানব। যেমন- আমাদের বিদ্যালয়ের নাম কী? মাঠে কী আছে? পুকুরটি কোথায়? বিদ্যালয়ের পিছনে কী কী গাছ আছে? টিউবওয়েল কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন কের শিশুদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন। তারপর শিক্ষক নিজে শিশুদের বিদ্যালয় সম্পর্কে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে লাইন করে বিদ্যালয়ের চারপাশ ঘুরে ঘুরে কোথায় কী কী আছে তা দেখাবেন। যেমন- টয়লেট কোথায়, কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয়; খাবার পানি কোথায় পাওয়া যাবে; খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন, প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকদের বসার জায়গা ও অন্য সুযোগ- সুবিধা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দিবেন।
- পুকুর বা জলাশয় থাকলে শিশুদের সেটা দেখিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- এ কাজটি প্রথম ১৫/২০ দিন ধরে চলতে পারে। পরিচিতিমূলক কাজটি যেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয় সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন। পরিচিতির সময় বিষয় সংশ্লিষ্ট মজার অভিজ্ঞতা বা গল্প শিশুদের কাছ থেকে শুনবেন এবং শিক্ষক নিজেও বলবেন।

কাজ । ৩ সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি

শিখনফল

২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
৩.২.৩ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

শিশুদের বিদ্যালয়ে আগমনের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক তাদের প্রত্যেকের নাম, বাবা-মায়ের নাম ও তার প্রিয় বন্ধুদের নাম জানার জন্য ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো এমনভাবে করবেন যাতে শিশুরা মজা পায় এবং আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দেয়। আলাপের মতো করে ধারাবাহিকভাবে এ কার্যক্রমটি চলতে থাকবে। এছাড়া প্রতিদিনের বিভিন্ন খেলার যে কার্যক্রম থাকবে তার ভিতর দিয়েও শিশুরা সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচিত হবে।

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের নাম ধরে ডাকবেন।
- শিশুরা তার সহপাঠীদের নাম জানবে এবং তাদের বন্ধুদের নাম বলবে।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে বছরের শুরুর দিকে নামের খেলা করবেন। এক্ষেত্রে শিশু প্রথমে নিজের নাম বলে পাশের বন্ধুকে নির্দেশ করে তার নাম জানতে চাইবে। যেমন- একজন শিশু বলবে, আমার নাম সুমি, বন্ধু তোমার নাম কী? পাশের বন্ধু বলবে, আমার নাম রিপন বন্ধু তোমার নাম কী? এভাবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা নামের খেলাটি বছরের শুরুর দিকে খেলবে।
- শিক্ষক শিশুকে নিজের নাম, বাবা-মা, ভাইবোনের নাম বলতে উৎসাহিত এবং সহায়তা করবেন।
- পরিবারের নিকটআত্মীয় (দাদা-দাদি/দাদা-ঠাকুমা, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু/মাসি-মেসো, ফুপু-ফুপা/পিসা-পিসি) সম্পর্কে বলতে সহায়তা করবেন। এছাড়াও যদি অন্য ধর্মের শিশু থাকে তবে তারা যে সম্বোধন করে সে অনুযায়ী বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক নিজের নাম শিশুদের বলবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে এসে শিশুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং প্রতিটি শিশুকে নিজের নাম বলতে বলবেন।

কাজ । ৪ শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি

শিখনফল ৭.১.১ নিজের, বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, এসো লিখতে শিখি অনুশীলন খাতা, গল্পের বইয়ের সেট, স্বরবর্ণ চার্ট, ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট, সংখ্যা চার্ট, ফ্লিপচার্ট, ফ্লাস কার্ড

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- শিক্ষক বলবেন- আমার বই এবং এসো লিখতে শিখি অনুশীলন খাতা প্রত্যেক শিশু একটি করে পাবে এবং শ্রেণিকক্ষে যখন যে কাজ করতে বলব তখন তোমরা আমার বই ও এসো লিখতে শিখি অনুশীলন খাতা নিয়ে সেই কাজ করবে। এরপর শিশুদের

আমার বই ও এসো লিখতে শিখি অনুশীলন খাতা নেড়েচেড়ে দেখতে বলবেন।

- এরপর শিক্ষক শিশুদের সামনে ফ্লাস কার্ডের সেট, ফ্লিপচার্ট, স্বরবর্ণ চার্ট, ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট ও সংখ্যা চার্ট দেখাবেন এবং বলবেন, ক্লাসের বিভিন্ন সময় এই গুলো আমরা ব্যবহার করবো।
- শিক্ষক উপকরণগুলো শিশুদের নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ দিবেন।
- খেলনা সামগ্রীসমূহ শিশুদের দেখাবেন এবং বলবেন এগুলো তোমাদের খেলনা। এসব খেলনা দিয়ে তোমরা সবাই মিলেমিশে খেলবে।
- শিখন সামগ্রীগুলো যত্ন সহকারে ব্যাবহারের বিষয়ে শিশুদের সচেতন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন।
  - শিখন সামগ্রীসমূহ বছর ব্যাপী ব্যাবহার করা হবে।
  - কীভাবে ব্যাবহার করা হলে শিখন সামগ্রীসমূহ পরিপাটি রাখা যায়।
  - কী কী উপায়ে শিখন সামগ্রী যত্ন নেয়া যায়।

খ। দৈনিক সমাবেশ

কাজ । ১ কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব

শিখনফল

২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
২.২.৫ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।
২.২.৬ বন্ধু তৈরি করতে এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে।
৩.২.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও নিকটজনের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।
৯.৩.১ বিপজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস শনাক্ত করতে পারবে।
৯.৩.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিকটজনের কাছে সহায়তা চাইতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- শিশুদের বলবেন, তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমাদের বাড়িতে বাবা-মা ও ভাই-বোনেরা কেমন আছে? এরপর দৈনিক ৩/৪ জন শিশুকে বলার সুযোগ দিবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক সব শিশুকে বলতে উৎসাহিত করবেন।

- শিক্ষক শিশুদের ভালোলাগা/খারাপ লাগার অনুভূতি প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে ভাব বিনিময়ের যথাযথ পরিবেশ তৈরি করে আলোচনা করবেন।
- যদি বিপদজ্জনক কোনো ঘটনা (পানিতে পড়া, কুকুর কামড়ানো, অপরিচিত কারো সাথে একা না যাওয়া, রাস্তা পারাপারে দূর্ঘটনা) ঘটে তবে শিক্ষক শিশুদের সতর্ক করে দিবেন, যাতে এমন অবস্থায় পড়তে না হয় এবং এধরনের পরিস্থিতিতে বড়োদের সহায়তা নিতে বলবেন।
- দৈনন্দিন জীবনে শিশুর দেখা/অভিজ্ঞতার কোনো ঘটনা থাকলে তা যেন বলতে আগ্রহী হয় এবং বলতে পারে শিক্ষক তা লক্ষ রাখবেন।
- ভালো ঘটনাকে প্রশংসা করবেন যাতে সবাই ভালো কিছু শিখতে ও করতে আগ্রহী হয়। নৈতিকতা বা আদর্শ নির্ভর ঘটনা/খবর উপস্থাপনে শিক্ষক শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিশুদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়েছে কি না? হলে তা নিরসন করবেন এবং এমন যেন না হয়, সে বিষয়ে শিশুদের বলবেন।
- শিক্ষক বলবেন সবাই সবার বন্ধু এবং সবাই মিলেমিশে খেলাধুলা করবে। খেলার মধ্য দিয়ে নানা বিষয় সম্পর্কে জানবে এবং শিখবে।

কাজ । ২ জাতীয় সংগীত

শিখনফল

৩.৪.৩ সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।
৬.১.৯ জাতীয় সংগীত পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক সব শিশুকে একে অপরের পিছনে দুই/তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং সবার উদ্দেশ্যে বলবেন, আমরা এখন জাতীয় সংগীত গাইব। জাতীয় সংগীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই হাত দুই পাশে নিচের দিকে রেখে সোজা হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবেন।
- শিক্ষক নিজে জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে (সুর, তাল, লয় বজায় রেখে) গাইবেন।
- জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি সকল শিশুকে বুঝিয়ে/দেখিয়ে দিবেন।
- শিশুরা প্রতিদিন শিক্ষকের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গেয়ে দিনের কাজ শুরু করবে।

- জাতীয় সংগীত শেষ করার পর শিক্ষক শিশুদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে করে দেখিয়ে দিবেন এবং বলবেন, তোমরা জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে ভালোবাসবে এবং সম্মান করবে।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন আমাদের জাতীয় পতাকা আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি। শিক্ষক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখাবেন এবং তার অবদান সর্ম্পকে বলবেন।

কাজ । ৩ ভাব বিনিময়

শিখনফল

২.২.১ পরিবার, শিক্ষক ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন প্রকার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৩.৪.১ পরিবারের রীতি-নীতি পালন করতে পারবে।
৩.৪.২ সামাজিক রীতি-নীতি সর্ম্পকে বলতে পারবে।
৩.৪.৩ সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের জানা বিভিন্ন ঘটনা/গল্প বলতে বলবেন এবং অন্যদের তা শুনতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের প্রশ্ন করবেন- আমরা বিদ্যালয় বন্ধ হলে বা ঈদ, পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়োদিনের ছুটির সময় কোথায় বেড়াতে যাই?
- শিশুরা অনেক জায়গার নাম বলবে কিন্তু শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শিশুরা দাদা ও নানা বাড়ি বেড়াতে যাই এ শব্দগুলো বলে।
- শিশুরা যখন দাদা বাড়ি বলবে তখন শিক্ষক বলবেন, দাদা বাড়িতে কে কে আছে। দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু-ফুপা ও আরও অনেকে আছে। শিশুর ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শিশুদের সাথে কথা বলবেন।
- আবার শিশুরা যখন নানা বাড়ি বলবে তখন নানা বাড়িতে কে কে থাকে যেমন- নানা- নানী, মামা-মামি ও আরও অনেকে আছে। শিশুর ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শিশুদের সাথে কথা বলবেন।
- এছাড়া শিক্ষক বিভিন্ন উৎসব ও জাতীয় দিবস নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিশুদের নিজেদের এলাকায় উদযাপিত বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন এবং অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ৪ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল

৭.১.১ নিজের, বাড়ি ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে।
৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে নিম্নলিখিত ছড়াটি সুর করে বলতে বলতে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের বারান্দা পরিষ্কার করবেন এবং বাড়িতেও যেন শিশুরা এভাবে করে তা শিক্ষক শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।

টুকরো কাগজ, ময়লা জিনিস
পড়ে আছে ঐ
চুপটি করে তুলে নেব
করব না হইচই।
আশেপাশের নোংরা পচা
দেখতে কিছু পেলে
তুলে নিয়ে ঝুড়ির মাঝে
সবাই দেব ফেলে।

- কাগজের টুকরা ছাড়াও পড়ে থাকা অন্য জিনিসের নাম উল্লেখ করে শিক্ষক পরিচ্ছন্নতার কাজ করে শিশুদের শেখাবেন।
- শিশুদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন- পোশাক, জুতা পায়ে স্কুলে আসা, গোসল করা, হাত ধোয়া, চুল, নখ, দাঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি বিষয় খেয়াল করবেন।
- শিক্ষক শিশুদেরকে দিনের কার্যক্রম শেষে উপকরণ ও খেলনা যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে বলবেন।
- খেলা অধ্যায়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে খেলা রয়েছে তা এখানেও খেলা যেতে পারে।
- শিশুদের দিয়ে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের অনুশীলন করানো। যেমন- বোতাম লাগানো-খোলা, চুল আঁচড়ানো, শ্রেণিকক্ষে ঢোকার আগে জুতা খুলে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা এবং প্রস্থানের সময় সঠিকভাবে জুতা পরা।
- প্রতিটি কার্যক্রমের শেষে শিশুদের বই, খাতা, পেন্সিল, খেলনা ও অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে বলবেন। শিশুরা সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখতে পারছে কিনা তা শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।
- শিশু একক বা দলীয়ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা

ব্যায়াম

খেলা

- ইচ্ছেমতো খেলা
- নির্দেশনার খেলা

ব্যায়াম

একটি কর্মক্ষম, হাসি-খুশি, সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য প্রত্যেক মানুষের সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যায়াম করা সুস্থ্য দেহ ও সুস্থ মন বজায় রাখার একটি অন্যতম উপায়। ছোটোবেলা থেকেই ব্যায়ামের চর্চার মাধ্যমে শিশুদের পেশী সঞ্চালনে দক্ষতা এবং শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক জড়তা নিরসন, আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য ব্যায়াম একটি কার্যকর মাধ্যম। এসব বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) পর্যায়ে শিশুদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে ১০টি ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য মোট ১০টি ব্যায়ামের চিত্রসহ নিয়মাবলি দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন রুটিন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে অন্য কার্যক্রম শুরুর আগে পর্যায়ক্রমে ব্যায়ামগুলো করাতে হবে। প্রতিটি ব্যায়াম কয়েকটি ধাপে কীভাবে করাতে হবে তার নিয়মাবলী চিত্রসহ শিক্ষক সহায়িকার (..... পৃষ্ঠায়) দেয়া আছে। ব্যায়াম করার সময় ধাপগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের জন্য ব্যায়ামের গুরুত্ব-

- হাত ও পায়ের পেশী সবল হবে।
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (যেমন- হাত, পা, ঘাড়, কোমর) সঞ্চালিত হবে।
- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- শারীরিক কার্যক্ষমতা বাড়বে।
- অলসতা দূর হবে ও সতেজতা বৃদ্ধি পাবে।
- শরীরের ভারসাম্য রক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- শৃঙ্খলাবোধ বাড়বে।
- মনোযোগ বাড়বে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হবে।
- পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিশুদের জন্য নির্বাচিত ব্যায়ামগুলো হলো-

১. ব্যায়াম: হাঁটা
২. হাতের ব্যায়াম: ফুলকলি
৩. হাতের ব্যায়াম: হাত নাড়ানো
৪. হাত ও ঘাড়ের ব্যায়াম: প্যাঁচা
৫. ঘাড়ের ব্যায়াম: ঘাড় নাড়ানো
৬. কোমরের ব্যায়াম: কোমর দোলানো
৭. পায়ের ব্যায়াম
৮. মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম
৯. হাত ও পিঠের ব্যায়াম: হাতি
১০. হাত পা ও পিঠের ব্যায়াম: ডান-বাম দৃষ্টি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত ও বাধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম, তুলনামূলক কম জটিল (Moderately complex) খেলাধুলা করতে পারা।

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।

১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।

৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।

৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।

শিখনফল

১.১.১ সাবলীলভাবে অন্যের সহায়তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।
১.১.২ সাবলীলভাবে অন্যের সহায়তা ছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।
১.২.৩ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোটো ছোটো কাজ করতে ও মডেল তৈরি করতে পারবে।
১.৩.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশনা অনুসরণ করে ছোটো ছোটো কাজ করতে পারবে।
৩.১.১ বয়স উপযোগী কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।
৩.১.২ পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন, এবং শিক্ষকের আদেশ/নির্দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে।
৩.২.৪ বয়স উপযোগী কাজে বন্ধু/সমবয়সী ও নিকটজনের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।

শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

- শিশুর অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্যই নিজে ব্যায়ামগুলো করে দেখাবেন।
- ব্যায়ামের জন্য শিশুদের সাড়িতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক লম্বায় ছোটো শিশুরা সামনের দিকে এবং লম্বায় বড়োদের পর্যায়ক্রমে পিছনের দিকে দাঁড় করাবেন।
- যে সকল শিশু পূর্বে (৪+ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে) ব্যায়ামটি করে অভ্যস্থ তাদের দিয়ে ব্যায়ামটি করাবেন।
- ব্যায়াম করানোর সময় শিশুদের শরীরের কোনো অংশে ব্যথা বা অন্য কোনো রকম সমস্যা অনুভূত হচ্ছে কি না শিক্ষক তা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।
- প্রতিটি ব্যায়ামের পর শিশুদের কিছু সময় বিশ্রাম দিবেন।
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় মাস অনুযায়ী ব্যায়ামের তালিকার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষক শিশুদের সেই অনুসারে ব্যায়াম করাবেন।
- শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাদের বাড়িতেও নিয়মিত ব্যায়ামগুলো করার জন্য উৎসাহিত করবেন। এ ব্যাপারে অভিভাবক সভার সময় অভিভাবকদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু থাকলে এবং সেসব শিশুরা ব্যায়াম করতে না পারলে শিক্ষক তাদের অন্য শিশুদের ব্যায়াম শুরু করার সময় অন্য কোনো উপযোগী কাজ যেমন- আঁকিবুকি করা, ইচ্ছেমতো খেলা করতে দিবেন।

ব্যায়াম-১: হাঁটা

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	চিত্র
ধাপ ১: শিশুরা কাঁধে হাত রাখার পরিমাণ দূরত্ব রেখে একজন আরেকজনের পিছনে থেকে গোল হয়ে দাঁড়াবে। ধাপ ২: 'এক' বলার পর মেরুদণ্ড সোজা রেখে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করবে। ধাপ ৩: 'দুই' বলার পর শিশুরা আগের চেয়ে একটু জোরে হাঁটবে। ধাপ ৪: 'তিন' বলার পর শিশুরা থেমে যাবে। ধাপ ৫: 'চার' বলার পর শিশুরা একটি লাফ দিয়ে আবার হাঁটতে থাকবে। ধাপ ৬: পাঁচ বলার পর থেমে যাবে।	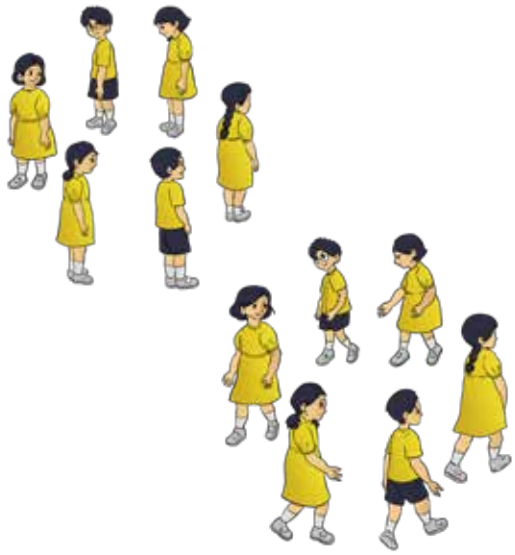
পরবর্তী সময়ে শিশুরা প্রত্যেকটি ব্যায়ামের পর এ ব্যায়ামটি করবে।	

ব্যায়াম-২: হাতের ব্যায়াম- ফুলকলি

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা কাঁধে ও পাশে হাত রাখার পরিমাণ দূরত্ব রেখে দুই বা তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	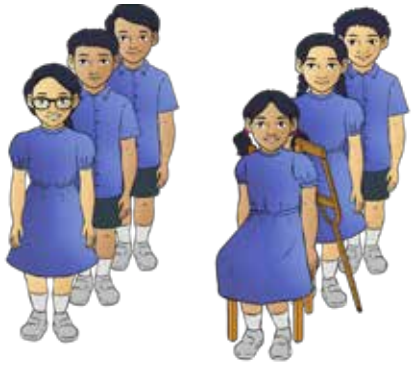
২	‘এক’ বললে শিশুরা মাথার ওপর আড়াআড়িভাবে হাত তুলবে এবং ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুতি নিবে।	
৩	‘কলি’ বললে শিশুরা হাতের আঙুলগুলো একসঙ্গে ফুলের কলির মতো করবে।	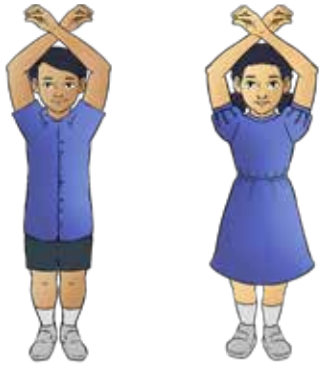

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘ফুল’ বললে আঙুলগুলো খুলে ফুলের মতো করবে। এভাবে তিনবার ‘কলি’ এবং তিনবার ‘ফুল’ এর মতো করবে।	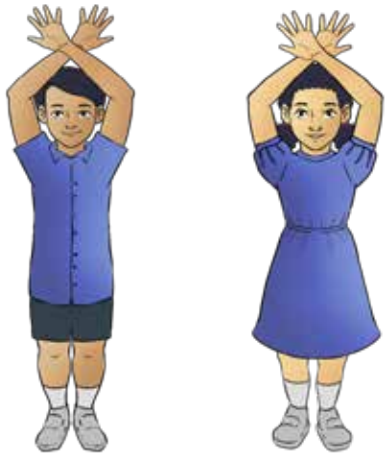
৫	‘দুই’ বললে শিশুরা হাত নামিয়ে ফেলবে।	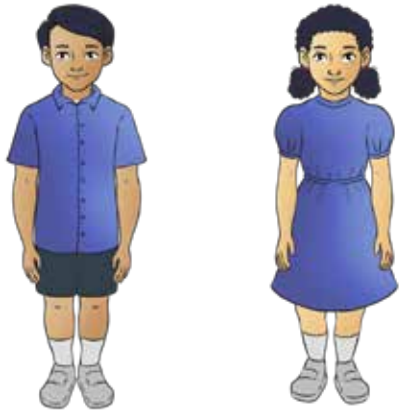
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৩: হাতের ব্যায়াম- হাত নাড়ানো

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	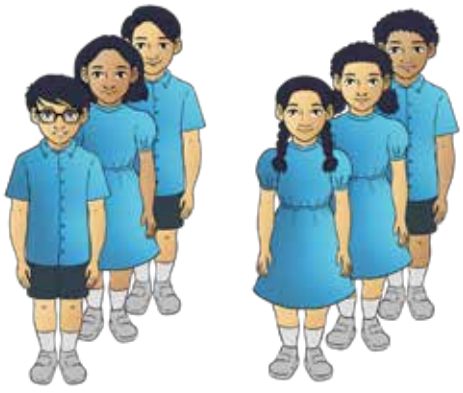
২	‘এক’ বললে শিশুরা দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত করবে।	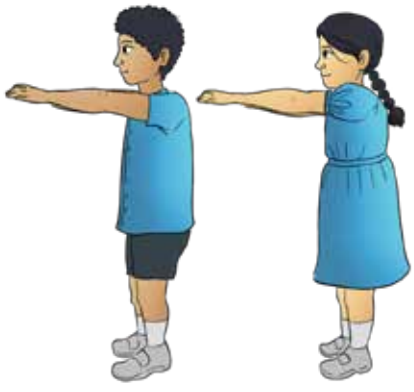
৩	‘দুই’ বললে শিশুরা দুই হাত দুই পাশে প্রসারিত করবে।	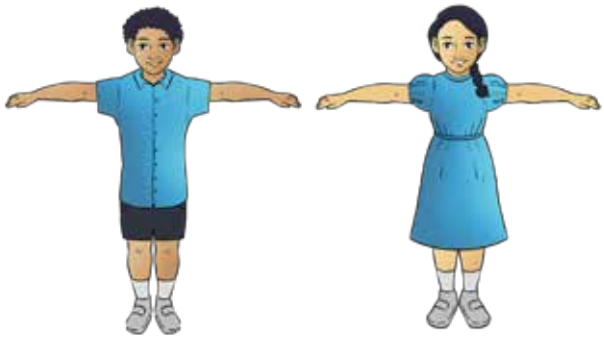

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	'তিন' বললে শিশুরা দুই হাত মাথার উপরে তুলে তালি দিবে।	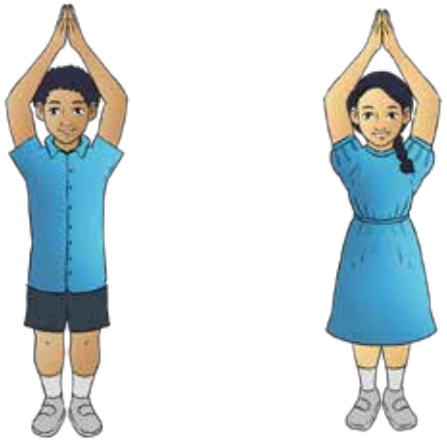
৫	'চার' বললে শিশুরা আবার দুই হাত দুই পাশে প্রসারিত করবে।	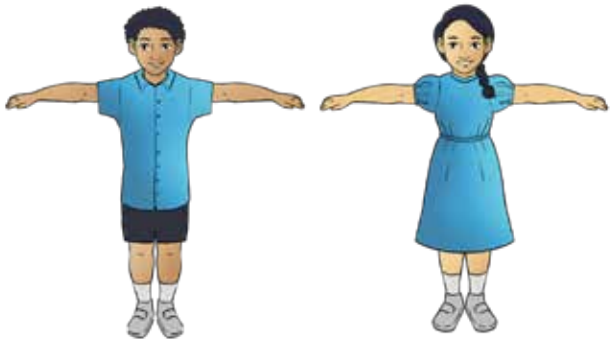

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৬	‘পাঁচ’ বললে শিশুরা হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	
এভাবে শিশুরা এক থেকে পাঁচ গণনা করে ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৪: হাত ও ঘাড়ের ব্যায়াম- প্যাঁচা

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা সোজা হয়ে দুই বা তিন লাইনে দাঁড়াবে।	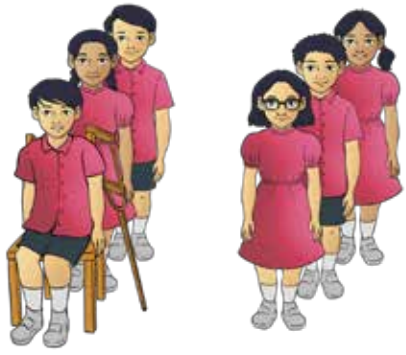
২	‘এক’ বলার সাথে সাথে ডান হাত বাম কাঁধে রাখবে।	
৩	‘দুই’ বলার পর কাঁধ ধরা অবস্থায় ধীরে ধীরে বাম দিকে যতদূর সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাবে এবং ঐ অবস্থানে দুই/তিন বার শ্বাস নিবে এবং ছাড়বে।	

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বলার সাথে সাথে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	
৫	‘চার’ বলার সাথে সাথে বাম হাত ডান কাঁধে রাখবে।	

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৬	‘পাঁচ’ বললে আগের মতো ডান দিকে যতদূর সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাবে এবং ঐ অবস্থানে দুই/তিন বার শ্বাস নিবে এবং ছাড়বে।	
৭	‘ছয়’ বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মাথা পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনবে এবং হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার করবে। এরপর এক নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৫: ঘাড়ের ব্যায়াম- ঘাড় নাড়ানো

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন লাইনে কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে	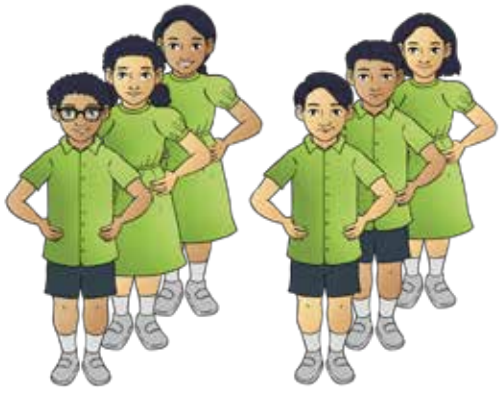
২	‘এক’ বললে শিশুরা মাথা বাম দিকে বাঁকাবে।	
৩	‘দুই’ বললে মাথা সোজা করবে।	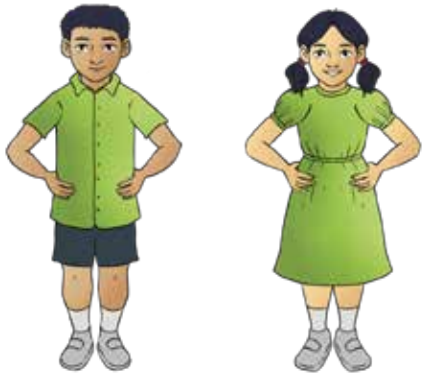

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বললে মাথা ডান দিকে বাঁকাবে।	
৫	‘চার’ বললে মাথা সোজা করবে।	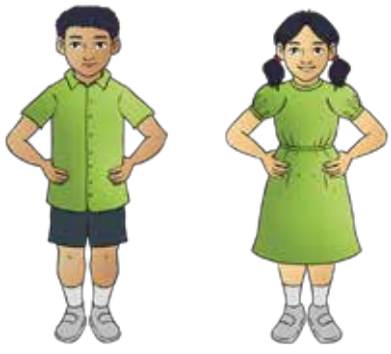
৬	‘পাঁচ’ বললে শিশুরা মাথা সামনের দিকে ঝুকাবে।	

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৭	'ছয়' বললে মাথা সোজা করবে।	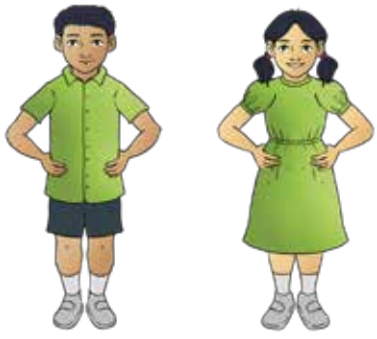
৮	'সাত' বললে মাথা পেছনের দিকে বাঁকাবে।	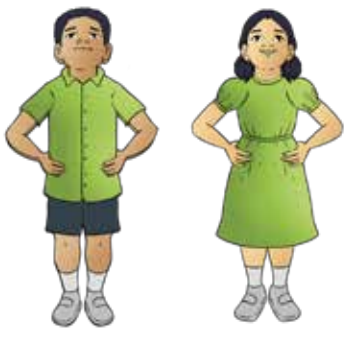
৯	'আট' বললে মাথা সোজা করবে।	
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার করবে। এরপর এক নম্বর ব্যায়ামটি করবে। সতর্কতা- ঘাড় কাত করা বা বাঁকানো সময় খুব আস্তে আস্তে করতে হবে।		

ব্যায়াম-৬: কোমরের ব্যায়াম- কোমর দোলানো

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা কোমরে দুই হাত রেখে দুই বা তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	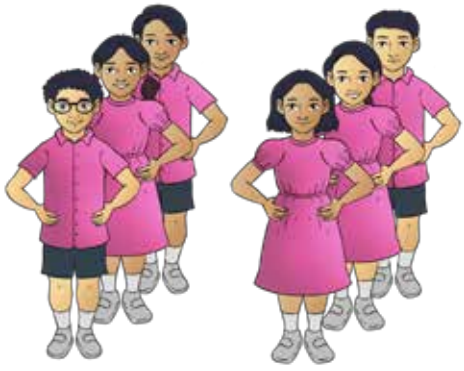
২	‘এক’ বললে শিশুরা হাত দিয়ে কোমর ধরে রেখে শরীরের উপরের অংশ যতদূর সম্ভব পিছনে বাঁকা করবে।	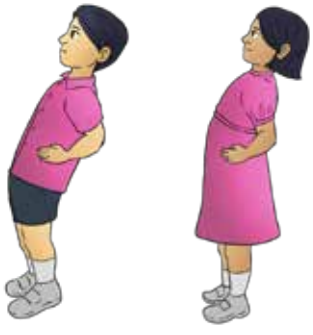
৩	‘দুই’ বললে শিশুরা হাত দিয়ে কোমর ধরেই সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	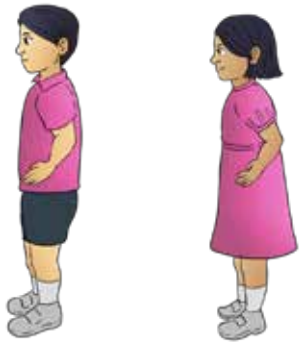

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বললে শিশুরা হাত দিয়ে কোমর ধরে রেখে যতদূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে যাবে।	
৫	‘চার’ বললে হাত দিয়ে কোমর ধরে রেখে সোজা হবে।	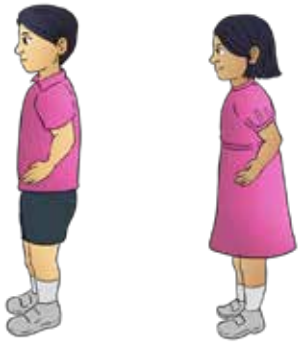
৬	‘পাঁচ’ বললে শিশুরা কোমর থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	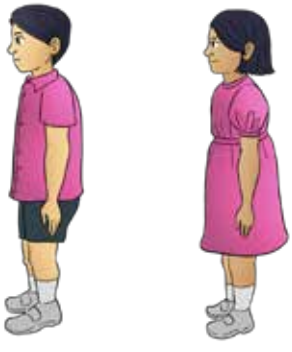
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৭: পায়ের ব্যায়াম

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন লাইনে দুই হাত দুই পাশে রেখে দুই পা ফাঁকা করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	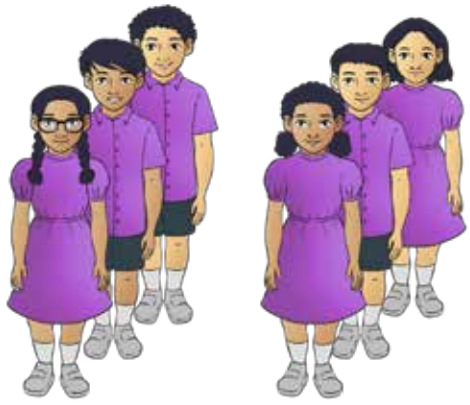
২	‘এক’ বলার সাথে সাথে কোমড়ে দুই হাত দিয়ে দুই পা একসাথে মিলিয়ে সোজ হয়ে দাঁড়াবে।	
৩	‘দুই’ বলার সাথে সাথে শিশুরা কোমরে হাত রেখে সামনে এক লাফ দিবে।	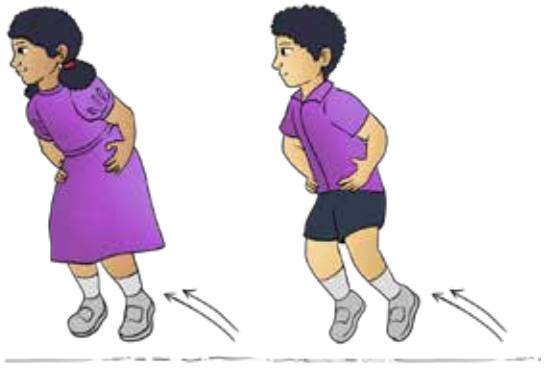

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	'তিন' বলার সাথে সাথে কোমড়ে হাত রেখে পিছনে লাফ দিয়ে আগের অবস্থায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	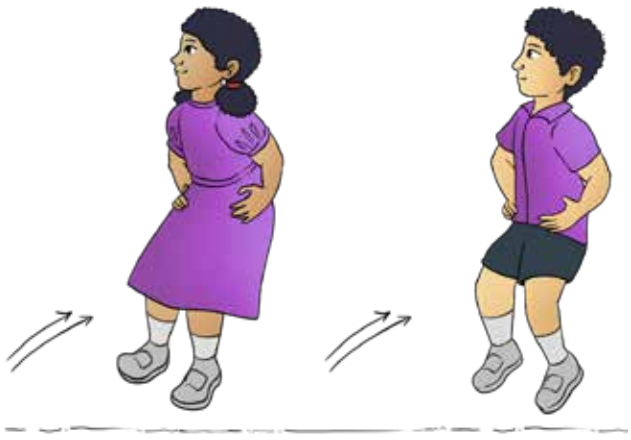
৫	'চার' বলার সাথে সাথে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি কমপক্ষে চার বার অনুশীলন করবে। এরপর 'এক' নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৮: মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	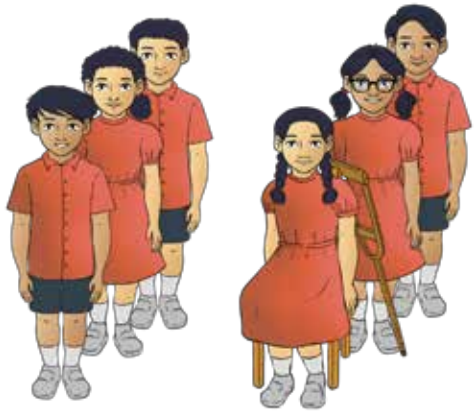
২	‘এক’ বললে শিশুরা দুই হাত দিয়ে মাথা ধরবে।	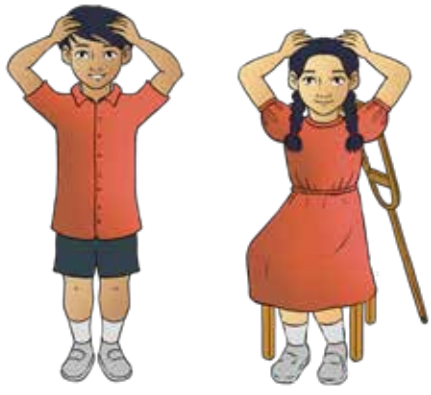
৩	‘দুই’ বললে শিশুরা মাথায় দুই হাত রেখেই ঘাড়সহ মাথা ডান দিকে ঘুরাবে।	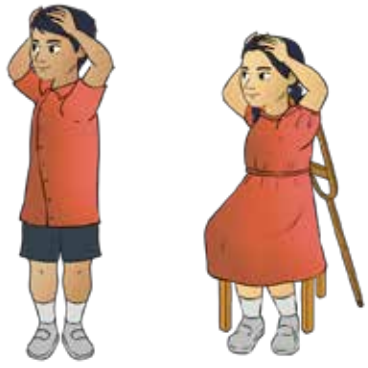

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বলার সাথে ঘাড়সহ মাথা বাম দিকে ঘুরাবে।	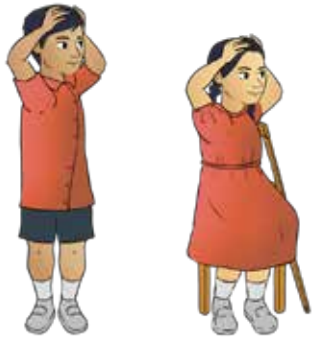
৫	‘চার’ বলার সাথে সাথে মাথা সোজা করবে।	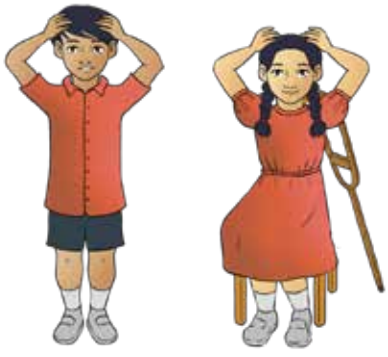
৬	‘পাঁচ’ বলার সাথে সাথে দুই হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	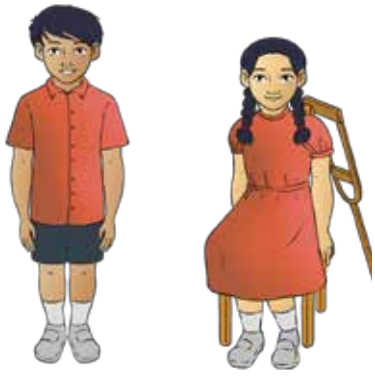
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি কমপক্ষে চার বার অনুশীলন করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-৯: হাত ও পিঠের ব্যায়াম- হাতি

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা একজন আরেকজনের পিছনে কাঁধে হাত রেখে জায়গা নেবে এবং সোজা হয়ে দুই বা তিন লাইনে দাঁড়াবে।	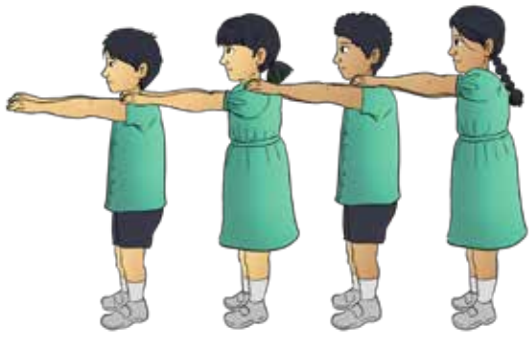
২	‘এক’ বলার পর শিশুরা বাহু মাথার সাথে লাগিয়ে দুই হাত সোজা উপরে তুলে প্রস্তুত হবে।	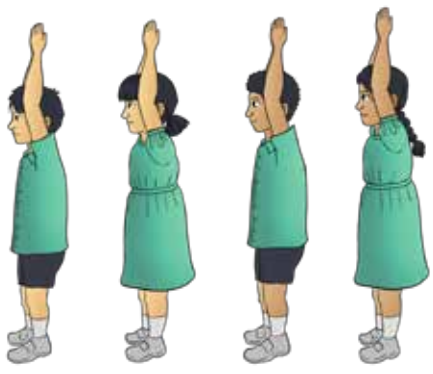
৩	‘দুই’ বলার পর শিশুরা দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে সামনে ঝুঁকবে। তাদের দৃষ্টি সব সময় হাতের দিকে থাকবে।	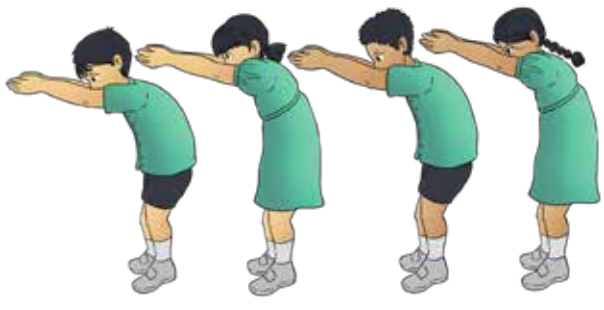

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	‘তিন’ বললে দুই হাত উপরের দিকে রেখে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	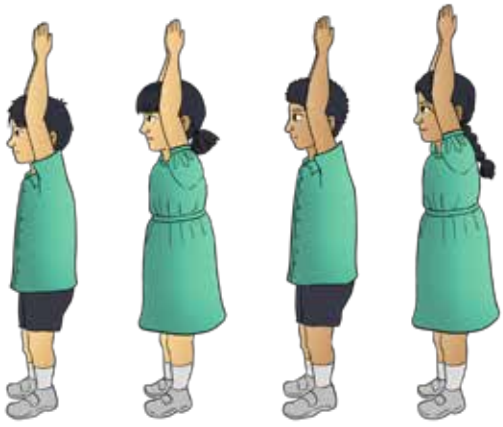
৫	‘চার’ বললে শিশুরা হাত নিচে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	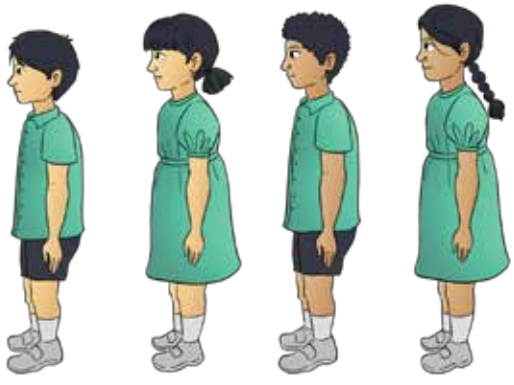
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর ‘এক’ নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

ব্যায়াম-১০: হাত ও পিঠের ব্যায়াম- ডান-বাম দৃষ্টি

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা দুই বা তিন লাইনে কোমরে হাত দিয়ে দুই পা একটু বেশি ফাঁকা করে দাঁড়াবে।	
২	বামে ঘোরো বলার সাথে সাথে সবাই বাম পায়ের পাতা বাম দিকে ঘুরিয়ে দৃষ্টি বামদিকে রেখে বামদিকে ঘুরে দাঁড়াবে।	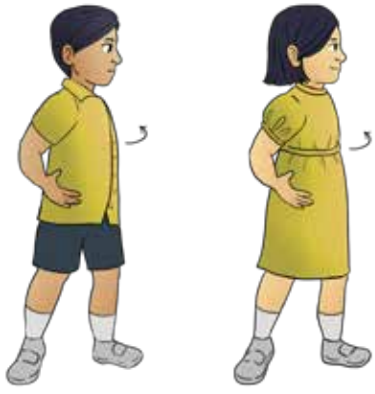
৩	'এক' বলার সাথে সাথে বাম পায়ের উপর ভর করে সামনে ঝুঁকবে।	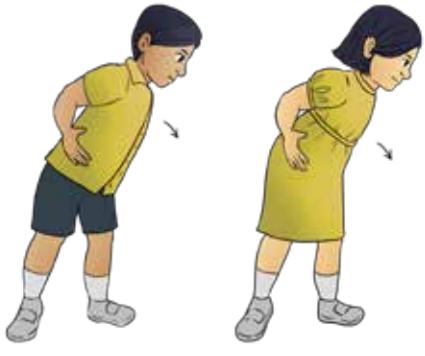

ধাপ	করণীয়	চিত্র
৪	'দুই' বলার সাথে সাথে ১ নং চিত্রের মতো কোমরে হাত রেখে তুই পা ফাঁকা করে দাঁড়াবে।	
৫	এবার ডানে ঘোরো বলার সাথে সাথে সবাই ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দৃষ্টি ডানদিকে রেখে ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াবে।	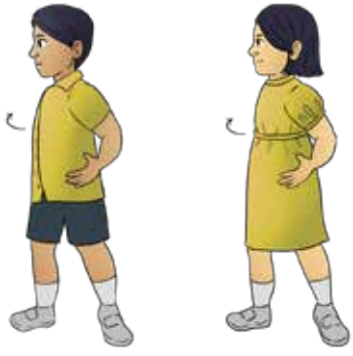
৬	'এক' বলার সাথে সাথে ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকবে।	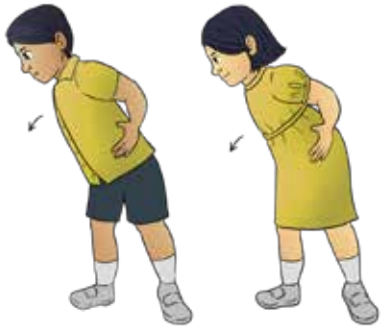
৭	'দুই' বলার সাথে সাথে ১ নং চিত্রের মতো কোমরে হাত রেখে দুই পা ফাঁকা করে দাঁড়াবে।	
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি ডানে তিন বার ও বায়ে তিন বার করবে। এরপর এক নম্বর ব্যায়ামটি করবে।		

খেলা

খেলাধুলা করা হলো প্রতিটি শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। শিশুরা খেলতে খেলতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানে ও শেখে। খেলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পর্যায়ে শিশুর জন্য খেলা হলো শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো খেলা। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোটো বা বড়ো দলে খেলতে ভালোবাসে। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে খেলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এসব খেলাকে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) ইচ্ছেমতো খেলা (খ) নির্দেশনার খেলা।

ক) ইচ্ছেমতো খেলা

শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং .....) বর্ণিত ইচ্ছেমতো খেলার নিয়মাবলি অনুসরণ করে শিশুদের নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনা করবেন।

খ) নির্দেশনার খেলা

শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং .....) বর্ণিত খেলার পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের নিয়ে ভিতরের খেলা এবং বাহিরের খেলা পরিচালনা করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাধামুক্ত ও বাধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ব্যায়াম, খেলাধুলা করতে পারা।

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।

১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।

২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।

৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।

৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।

৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোটো ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।

৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ-বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যার্টান এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।

৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

শিখনফল

১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।

১.২.৩ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে ছোটো ছোটো কাজ করতে ও মডেল তৈরি করতে পারবে।

১.৩.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশনা অনুসরণ করে ছোটো ছোটো কাজ করতে পারবে।

২.২.৫ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।

৩.১.১ বয়স উপযোগী কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।

৩.১.২ পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন, এবং শিক্ষকের আদেশ/নির্দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে।

৩.২.৫ খেলাধুলায় বন্ধু/সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।

৪.১.৯ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

৪.১.১০ প্যাটার্ন/ আকৃতি আঁকতে পারবে।

৫.১.১১ পরিবেশের বৃত্তাকার, চতুর্ভুজাকার, ত্রিভুজাকার বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।

৫.১.১৪ রং ও আকার-আকৃতির ভিত্তিতে নতুন নতুন নকশা/প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবে।

৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

৬.১.২ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপকরণ থেকে রং তৈরি করে ব্যবহার করতে পারবে।

৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

ক) ইচ্ছেমতো খেলা

প্রতিটি শিশুই নিজের মতো করে খেলতে বেশি পছন্দ করে। ইচ্ছেমতো খেলার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, কল্পনা শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বশিখনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য ইচ্ছেমতো খেলাটিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইচ্ছেমতো খেলায় শিশুর যেসব দক্ষতা অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-

- **সৃজনশীলতা**
- **কল্পনাশক্তি**
- **আত্মবিশ্বাস**
- **আত্মসচেতনতা**
- **সক্রিয় অংশগ্রহণ**
- **বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব**
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ**
- **আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ**
- **সহযোগিতার মানসিকতা**

ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনার নিয়ম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে খেলা একটি দৈনন্দিন কাজ। ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিশুরা ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে ৪টি ভুবনে (কর্নারে) যেমন- কল্পনার ভুবন (কর্নার), রঙের ভুবন (কর্নার), গল্পের ভুবন (কর্নার) এবং বাহিরের ভুবন (পানি ও বালির কর্নার) সাজিয়ে রাখা উপকরণ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলবে। শিক্ষক শিশুদের শুধু ৪টি ভুবনের (কর্নারের) নাম বলবেন। শিশুরা তাদের পছন্দমতো ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে সেখানে রাখা উপকরণ নিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো খেলবে। তবে কেউ ইচ্ছে করলে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে যেকোনো জায়গায় খেলতে পারবে। তাছাড়া খেলার সময় শিশুরা এক ভুবনের (কর্নারের) উপকরণ অন্য ভুবনে (কর্নারে) নিয়ে যেতে পারবে। শিশুরা যাতে এককভাবে, জোড়ায় বা ছোটো দলে তাদের পছন্দ অনুযায়ী মুক্তভাবে খেলতে পারে সেটাই ইচ্ছেমতো খেলার মূখ্য বিষয়। ৪টি ভুবনে (কর্নারে) বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে রাখা হলেও শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যেকোনো উপকরণ নিয়ে খেলতে পারবে এবং তাদের পছন্দমতো কিছু তৈরি করতে পারবে। এ খেলায় শিশুর বন্ধু নির্বাচনে, খেলার ভুবন (কর্নার), উপকরণ ও বিষয় নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ সময় শিক্ষক তাদের কোনো ধরনের নির্দেশনা না দিয়ে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করবেন, যা শিশুদের খেলায় অংশগ্রহণে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে। এসব বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখেই ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনা করতে হবে।

ইচ্ছেমতো খেলায় শিক্ষকের করণীয়

ইচ্ছেমতো খেলা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের কাজ মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- প্রস্তুতিমূলক কাজ
- খেলা চলাকালীন কাজ
- শিশুদের বিশেষ আচরণের ক্ষেত্রে কাজ

প্রস্তুতিমূলক কাজ

- চারটি ভুবনকে (কর্নারকে) উপকরণ দিয়ে সাজাবেন।
- ভুবনের (কর্নারের) সব উপকরণ একসাথে না দিয়ে কিছু উপকরণ রেখে দিবেন। পরে বাকি উপকরণ দিয়ে আবার কিছু উপকরণ তুলে রাখবেন। এভাবে ভুবনের (কর্নারের) উপকরণে বৈচিত্র্য আনবেন।
- প্রতিটি ভুবনের (কর্নারের) ধরন অনুযায়ী উপকরণগুলো এক জায়গায় রাখবেন, যেমন-বড়ো ব্লকগুলো এক জায়গায়, কিউবগুলো আরেক জায়গায়, তিনকোণাগুলো আরেক জায়গায় রাখা। কিছু উপকরণ আলাদা প্যাকেটে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- উপকরণগুলো কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইনে সাজিয়ে রাখবেন না, এতে শিশুরা মনে করতে পারে উপকরণগুলো দিয়ে এভাবেই ডিজাইন করতে হয়। শিশুর স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া জরুরি।
- চারটি ভুবন (কর্নার) সম্পর্কে সব শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন এবং পরিচিত করাবেন।
- কোনো ভুবনে (কর্নারে) নতুন উপকরণ যোগ হলে তা শিশুদের জানাবেন।
- অভিনয়মূলক খেলার সময় পোশাক বা মুখোশ নির্বাচন, তৈরি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।

খেলা চলাকালীন কাজ

- শিশুদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী ৪টি ভাগে ভাগ হতে বলবেন। এক্ষেত্রে কোনো শিশুর বিশেষ কোনো ভুবনে (কর্নারে) খেলতে আগ্রহ দেখালে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।
- কোন শিশু কী খেলবে বা কার সাথে খেলবে, তাকে তার পরিকল্পনা করতে বলবেন এবং শিশুদের দলে বা জুটিতে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ইচ্ছেমতো ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিশু যেন একদিনে ঘুরে ঘুরে সবগুলো কর্নারে খেলে সেভাবে তাদের উৎসাহিত করবেন।
- কোনো নির্দিষ্ট ভুবনে (কর্নারে) যদি বেশি ভিড় হয়, তাহলে খালি ভুবনে (কর্নারে) গিয়ে শিক্ষক নিজেই খেলবেন। শিক্ষককে খেলতে দেখে ২/১ জন শিশু তার সঙ্গে খেলতে উৎসাহী হবে। যদি কোনো শিশু ভুবনে (কর্নারে) খেলতে উৎসাহী না হয় তাহলে তাকে জোর করবেন না।
- শিশুরা যদি কোনো উপকরণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, সেক্ষেত্রে তাদের কোনো একটি আকর্ষণীয় উপকরণ দিয়ে আকৃষ্ট করে কাড়াকাড়ি থামাবেন।
- কোনো শিশু খেলতে উৎসাহিত না হলে তাকেও অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করবেন।
- শিশুরা যা খেলছে বা তৈরি করছে, তা তার বন্ধুদের বা শিক্ষকের কাছে বলতে বা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুরা যেন অন্য শিশুর মতো একই ধরনের খেলা অনুকরণ না করে নিজস্ব কিছু করে, তাদের খেলায় যেন সৃজনশীলতা থাকে সেদিকে খেলায় রাখবেন।
- শিশুরা যেন একই খেলা বারবার বা প্রতিদিন না করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।
- শিশুদের অভিনয়মূলক ও কল্পনা করে দীর্ঘ সময় নিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- গল্পের ভুবনে (কর্নারে) যেসব বই থাকে, শিশুরা বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখার সময় তারা যদি চায় শিক্ষক তাঁদের গল্প পড়ে শোনাবেন।
- রঙের ভুবনে (কর্নারে) খেলার সময় শিশুরা যেসব ছবি আঁকে সেই ছবিতে তাদের নাম ও তারিখ লিখে দিয়ে সেগুলো শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টানানোর ব্যবস্থা করবেন।

খেলা শেষের কাজ

- ইচ্ছেমতো খেলা শেষে শিক্ষক ঝুনঝুনি/ঢোল বাজিয়ে অথবা হাততালি দিয়ে বিভিন্ন ভুবন (কর্নার) থেকে শিশুদের একত্রিত করার জন্য উৎসাহিত করবেন, যাতে তারা আনন্দের সঙ্গে পরবর্তী খেলায় বা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ৪টি ভুবনের (কর্ণারের) উপকরণগুলো গুছিয়ে রাখবেন।
- সবশেষে শিশুদের হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে বলবেন।

বিশেষ নির্দেশনা

ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিক্ষক শিশুদের কোনো ধরনের নির্দেশনা না দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। তবে খেলার সময় শিশুদের একই উপকরণ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা না দিয়ে এবং মুক্ত প্রশ্ন করে উৎসাহিত করবেন। যেমন-

- কোনো শিশু ব্লক দিয়ে কিছু তৈরি করলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "ব্লক দিয়ে তুমি কী বানিয়েছো? ব্লক দিয়ে তুমি আর কী কী বানাতে চাও?"
- একইভাবে বাহিরের ভুবনে (পানি ও বালির কর্নারে) শিশুরা খেললে, তাদের কাছে জানতে চান, "তুমি পানির বোতলটি নিয়ে কী করতে চাও? পানি ভরেছো কি না? কীভাবে ভরেছো? কত মগ/কাপ পানি বোতলে ঢেলেছো দেখাতে বলতে পারেন"।
- কোনো শিশু কিছু আঁকলে তার কাছে জানতে চাইতে পারেন, কী আঁকছো? তোমার আঁকা ঘরের মধ্যে কে কে আছে? তারা কী করছে ইত্যাদি।
- কোনো শিশু বোতাম দিয়ে খেললে, তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এখানে কী কী রং আছে? কার হাতে বোতাম বেশি রয়েছে? শিশুদের বোতাম গুনে দেখাতে বলবেন।
- ইচ্ছেমতো খেলা শেষে শিশুরা যাতে উপকরণগুলো বিভিন্ন ভুবনে (কর্নারে) গুছিয়ে রাখে এবং তারা যেন পরিষ্কার পরিছন্ন থাকে সে বিষয়ে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

শিশুদের বিশেষ আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ

ইচ্ছেমতো খেলার সময় সাধারণত শিশুরা স্বপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলা বা কাজে অংশগ্রহণ করে। কিছু শিশু ভিন্ন ধরনের আচরণ করতে পারে। ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিশুর এসব ভিন্ন ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় নিচের ছকে দেওয়া হলো-

শিশুদের ভিন্ন ধরনের আচরণ	শিক্ষকের করণীয়
১. **উদ্বেগপূর্ণ আচরণ:** দুশ্চিন্তাযুক্ত থাকা, মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকা, অযথাই কান্নাকাটি করা।	১. এই ধরনের শিশুদের আলাদাভাবে সময় দিয়ে অন্যদের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন। যেমন- তোমার কী মন খারাপ? তোমার কেমন লাগছে? তুমি কাকে বন্ধু পেলে খুশি হবে? তুমি কী খেলতে বা করতে চাও? ইত্যাদি। অন্য শিশুদের এই ধরনের শিশুদের সঙ্গে নিয়ে খেলতে বলবেন। প্রয়োজনে ঐ শিশুর সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করবেন।
২. **উদ্দেশ্যহীন আচরণ:** শিশু নিজে নিজে না খেলা, অন্য শিশুর খেলা না দেখা, উদ্দেশ্যহীন বা অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়ানো।	২. এই ধরনের শিশুদের অনির্দেশনামূলক কথার মাধ্যমে খেলায় অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন- তুমি কী করছ? সবাই তো খেলছে, তুমি কী খেলতে চাও? কার সঙ্গে খেলতে চাও? কী দিয়ে খেলতে চাও? ইত্যাদি।

শিশুদের ভিন্ন ধরনের আচরণ	শিক্ষকের করণীয়
৩. **দর্শকসুলভ আচরণ:** নিজে নানারকম কাজ বা খেলায় অংশগ্রহণ না করে অন্যের খেলা/কাজ দেখে বা অন্যের কথা শুনে সময় কাটাতে পছন্দ করা। অন্যের খেলা দেখে এরা বেশি মজা পায়। এই শিশুদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস কম থাকে।	৩. এই ধরনের শিশুদের অনির্দেশনামূলক কথার মাধ্যমে খেলায় অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন- তুমিও তাদের মতো খেলতে পারো, কোন খেলাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে? চলো আমরা সেই খেলাটি খেলি ইত্যাদি।
৪. **আগ্রাসী আচরণ:** খেলার সময় অন্যের জিনিস কেড়ে নেওয়া বা ভেঙে ফেলা, অন্য শিশুকে মারা বা আঘাত করা হঠাৎ অন্য শিশুদের সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়া।	৪. এই ধরনের শিশুদের আলাদাভাবে সময় দিয়ে আদর যত্ন সহকারে কথা বলে ব্যবস্থাপনা করবেন এবং অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে উৎসাহিত করবেন। যেমন- তুমি কী নিয়ে খেলতে চাও? যারা সুন্দর করে খেলে আমি তাদের খুব পছন্দ করি। তুমি অন্যদের সঙ্গে খেলতে চাইলে তারাও তোমার সঙ্গে খেলবে। আচ্ছা তুমি কোন কর্নারে খেলতে চাও? কাকে তুমি সাথী হিসেবে পেতে চাও? ইত্যাদি শিশুর ভালো দিকগুলো জেনে তার ভিত্তিতে শিশুকে প্রশংসা করবেন। তাকে এই বিশ্বাস দিতে হবে যে, কেউ তাকে অপছন্দ করে না (সবাই তাকে পছন্দ করে)। এভাবে শিশুর আচরণ যতদিন পরিবর্তন না হয়, ততদিন কাজটি করবেন। অন্য কারো সঙ্গে খেলতে না চাইলে প্রথম কিছুদিন শিক্ষক নিজে শিশুর সঙ্গে খেলবেন।

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য শিশুদের যত বেশি ধরনের উপকরণ দেওয়া যাবে, তারা তত বেশি কল্পনা করে সৃজনশীল কাজ করতে পারবে। এই উপকরণগুলো হতে হবে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়। ইচ্ছেমতো খেলার জন্য প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকরণ থাকতে হবে। শিশুদের সুবিধার্থে উপকরণগুলো চারটি ভুবনে (কর্নারে) সাজিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কল্পনার ভুবন (কর্নার), রঙের ভুবন (কর্নার), পানি ও বালির ভুবন (কর্নার), গল্পের ভুবনে (কর্নারে) অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণের নমুনা তালিকা দেওয়া হলো।

উপকরণ সংগ্রহ

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য উপকরণগুলো সবসময় বাইরে থেকে নাও পাওয়া যেতে পারে বা আংশিক পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক অভিভাবকদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে যা সহজলভ্য বা তৈরি করা সম্ভব, সেসব উপকরণ বিভিন্ন ভুবনে (কর্নারে) সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন- মাটি দিয়ে তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, চুলা, পুতুল, কাঠের ব্লক, বাঁশের টুকরা, পাতার তৈরি বিভিন্ন বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, পাথর, বিচি, কাগজের তৈরি মুখোশ, বোতলের তৈরি ঝুনঝুনি, বোতাম, দড়িলাফ খেলার দড়ি ইত্যাদি। শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের খেলনা বানিয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করে কিংবা সমাবেশে তাদের দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করিয়ে বিদ্যালয়ে শিশুদের খেলার জন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া শিশুরা চারু ও কারু ক্লাসে যে সব উপকরণ তৈরি করবে, তা শ্রেণিতে ইচ্ছেমতো খেলার জন্য রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে শিশুদের খেলার জন্য ব্লক, পুতুল, খেলনা মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন- কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে কিংবা কাঠের দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাঠ সংগ্রহ করে ব্লক বানানো কিংবা ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে খেলনা নেওয়া ইত্যাদি। উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, স্বল্পমূল্য, নিরাপদ এবং শিশুর বিকাশ উপযোগিতার দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে।

চারটি ভুবন (কর্নার) ও উপকরণের তালিকা

ভুবন (কর্নার) ও ভুবন (কর্নার) ভিত্তিক উপকরণ

(ক) কল্পনার ভুবন (কর্নার)

❖ কেনা উপকরণ

১. প্লেট ৩টি (প্লাস্টিক)
২. চামচ ৩টি (স্টিল)
৩. গ্লাস ৩টি (প্লাস্টিক)
৪. হাঁড়ি-পাতিলের সেট (এলুমিনিয়াম)
৫. আসবাবপত্রের সেট (চেয়ার, টেবিল, আলনা, খাট ইত্যাদি)
৬. পশু-পাখির সেট (প্লাস্টিক)
৭. পুতুল সেট (বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি)
৮. টেলিফোন, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি মডেল
৯. বিভিন্ন যানবাহনের সেট (বাস, রেলগাড়ি, রিকশা, সিএনজি ইত্যাদি) মডেল
১০. ডাক্তারি সেট, পুষ্টিকর খাবারের চার্ট
১১. বিভিন্ন খেলনা বাদ্যযন্ত্র, যেমন- একতারা, ঢোল ইত্যাদি
১২. কাঠের ব্লক (বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি এবং রঙের ব্লক)
১৩. জীবজন্তু (প্লাস্টিকের)
১৪. টেনিস বল

❖ তৈরি করা ও প্রাকৃতিক উপকরণ

১. পুতুল (কাপড়, তুলা, কাগজ ও মাটির তৈরি)
২. মাছ (কাপড়, কাগজ, সুপারি গাছের খোলের তৈরি)
৩. হাড়ি-পাতিল (প্লাস্টিক/মাটির তৈরি)
৪. বিভিন্ন ফল (প্লাস্টিক/মাটির তৈরি)
৫. বিভিন্ন ফুল (কাগজের তৈরি, প্রকৃতি থেকে পাওয়া)
৬. পাখি (কাগজের তৈরি)
৭. পালকি (কাঠ ও বাঁশের তৈরি)
৮. নৌকা (কাগজের তৈরি)
৯. চামচ (নারকেল মালার তৈরি)
১০. কৌটা
১১. মালা (কাগজ/ঝড়ে পড়া ফুলের মালা/পাট কাঠির মালা/পুতির মালা)
১২. মুকুট (কাগজের/সোলার তৈরি)
১৩. দাড়িপাল্লা (নারকেলের মালার তৈরি)
১৪. পাখা, কুলা (কাগজ/খেজুর পাতা, তাল পাতা ও বাঁশের তৈরি)
১৫. চেয়ার, টেবিল ও খাট (কার্টুন/কাগজের বাক্সের তৈরি)
১৬. ঝুড়ি, পাটি, ছিকা (বাঁশ, বেত, পাটের তৈরি)
১৭. বিচি রাখার জন্য কাপড়/কাগজের ব্যাগ
১৮. ঝুনঝুনি এবং ডুগডুগি (দুধের কৌটা ও বাঁশের তৈরি)
১৯. মাটির পিরামিড
২০. বাঁশের চরকি
২১. মাছ, ফল, ফুল, পাখির পাজেল (কাগজের তৈরি)
২২. পাথর (বিভিন্ন রং করা)
২৩. ম্যাচিং কার্ড
২৪. সংখ্যার কার্ড (১ থেকে ১০ পর্যন্ত)
২৫. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছবি সম্বলিত পাজেল ও কার্ড (বৈশাখি মেলা, শহিদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধের ছবি ইত্যাদি)
২৬. বিভিন্ন ধরনের বিচি
২৭. বল (বিভিন্ন রংয়ের কাপড়ের তৈরি)

ভুবন (কর্নার) ও ভুবন (কর্নার) ভিত্তিক উপকরণ

(খ) রঙের ভুবন (কর্নার)

❖ কেনা উপকরণ

১. কগজ (সাদা/রঙিন)
২. ছবি আকার বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- রং পেন্সিল, ক্রেয়ন, জলরং
৩. বিভিন্ন রঙের বল
৪. প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন রঙের বস্তু (ফুল, পাতা, সবজি ইত্যাদি)
৫. পেন্সিল, তুলি

ভুবন (কর্নার) ও ভুবন (কর্নার) ভিত্তিক উপকরণ

(গ) গল্পের ভুবন (কর্নার)

❖ কেনা উপকরণ

১. গল্পের বই (১০টি)
২. বিভিন্ন রকমের ছবি
৩. কাগজের তৈরি মুকুট এবং মুখোশ
৪. পাপেট (কাগজের বা কাপড়ের তৈরি)
৫. ফ্লাস কার্ড

(ঘ) পানি ও বালির ভুবন (কর্নার)

❖ কেনা উপকরণ

১. ২টি বড়ো গামলা (প্লাস্টিক)
২. ২টি গ্লাস (প্লাস্টিক)
৩. প্লাস্টিকের তৈরি মাছ- ১০টি
৪. প্লাস্টিকের তৈরি নৌকা- ৪টি
৫. প্লাস্টিকের তৈরি ফানেল- ৪টি
৬. প্লাস্টিকের তৈরি ছাকনি- ২টি
৭. প্লাস্টিকের তৈরি বোতল/বাটি- ৬টি
৮. পানিতে ভাসে ও ডুবে এমন বিভিন্ন বস্তু

❖ তৈরি করা ও প্রাকৃতিক উপকরণ

১. বোতল ৫টি (প্লাস্টিক)
২. বোতলের ছিপি (৫-১০টি)
৩. বোতলের অংশ (ফানেল হিসেবে ব্যবহারের জন্য)
৪. পানির ঝরনা (প্লাস্টিক বোতল ও বাঁশের তৈরি)
৫. নৌকা (কাগজের, পাতার)
৬. বালি এবং পানি (গামলার অর্ধেক করে)
৭. পেঁপে গাছের ডাটা, পানি মাপার কৌটা ইত্যাদি

বিঃ দ্রঃ- চারটি ভুবনে (কর্ণারে) ব্যবহৃত খেলনাগুলো যেন ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য নিরাপদ হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

খ) নির্দেশনার খেলা

নির্দেশনার খেলার মাধ্যমে শিশুরা একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানে ও শেখে। এছাড়াও নির্দেশনার খেলা শিশুর ভাব গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, আবেগ-অনুভূতি, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষা করার মনোভাব তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্দেশনার খেলাকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নির্দেশনার খেলাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১) ভিতরের খেলা
২) বাহিরের খেলা

শিক্ষক, শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং .....) বর্ণিত নির্দেশনার খেলার পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ করে খেলায় শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১. ভিতরের খেলা

ভিতরের খেলাগুলো সাধারণত শ্রেণিকক্ষের ভিতরে নিয়ম অনুযায়ী এবং আনন্দদায়ক উপায়ে খেলা করা হবে। খেলাগুলো সহজ থেকে কঠিন এই ধারাক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। খেলার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় রেখে বহুল প্রচলিত ১০টি 'ভিতরের খেলা' এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভিতরের খেলার তালিকা

১. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক
২. কাকে তুমি বন্ধু চাও?
৩. রাজা-রানি খেলা
৪. রহস্য ভরা থলে
৫. পাখি উড়ে
৬. তোমরা কি সব পারো?
৭. আয়না
৮. রঙ ছোয়া
৯. যত পারো তুলে নাও
১০. বর্ণ চেনার খেলা

ভিতরের খেলা খেলা পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

বার্ষিক এবং সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক পর্যায়ক্রমে খেলাগুলো পরিচালনা করবেন। শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক নিজেও খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ, ভীতিহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি খেলা পরিচালনা করবেন। তবে সব খেলার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মসমূহ শিক্ষক মেনে চলবেন-

- খেলা পরিচালনা করার আগে খেলা পরিচালনার নির্দেশনা (পদ্ধতি) ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- উপকরণের প্রয়োজন হলে আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।
- খেলা শুরু করার আগে খেলার নিয়মাবলি শিশুদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে খেলাটি শিশুদের দিয়ে খেলাবেন। পরবর্তীতে শিশুদের নেতৃত্বেও খেলাটি খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- সব শিশু যাতে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যেকোনো খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- কোনো খেলা শিশুদের আয়ত্ত্বে এসে গেলে তাদের দিয়ে খেলা পরিচালনা করাবেন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিশু যেন খেলা পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যদি কোনো শিশুর শারীরিক সমস্যা থাকে তবে তাকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন।
- খেলায় ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

খেলা । ১ রেলগাড়ি ঝিক ঝিক

উপকরণ লেখা কার্ড (কানপুর, নখপুর, চুলপুর, দাঁতপুর ইত্যাদি)

পদ্ধতি

- শিশুরা লাইনে দাঁড়িয়ে একজনের কাঁধে আরেকজন হাত রেখে লম্বা রেলগাড়ি বানাবে।
- শিক্ষক মুখে....."পু-উ-উ-উ-উ-উ-উ ঝিক্ ঝিক্" বলবেন এবং রেলগাড়ি চলতে থাকবে। রেলগাড়ির সামনে যে শিশুটি থাকবে সে হবে ইঞ্জিন। ইঞ্জিন যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে রেলগাড়ি চালাবে অন্যরা সবাই একই অঙ্গভঙ্গি করবে। শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন স্টেশনের নাম লেখা কার্ড থাকবে, যেমন-নখপুর, চুলপুর, দাঁতপুর, কানপুর, চোখপুর, নাকপুর ইত্যাদি নামের স্টেশন। শিক্ষক রেলগাড়ির সামনে গিয়ে একটি কার্ড উঁচু করে ধরবেন ও তা জোরে জোরে পড়বেন। যেমন- নখপুর স্টেশন। কার্ড দেখার পর শিশুদের তৈরি রেলগাড়ি ধীরে ধীরে স্টেশনে এসে থামবে।
- স্টেশনে থামার পর শিক্ষক এক এক করে সব শিশুদের নখ পরীক্ষা করবেন। যাদের নখে ময়লা আছে বা নখ বড়ো তাদেরকে রেলগাড়ি থেকে নেমে যেতে বলবেন।
- আবার শিক্ষক "পু-উ-উ-উ-উ-উ-উ ঝিক্ ঝিক্" বললে রেলগাড়ি আবার চলতে শুরু করবে।
- এভাবে শিক্ষক একে একে সব কার্ড দেখান এবং একইভাবে তাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করবেন। যারা স্টেশন পার হতে পারবে অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তারাই জিতবে।
- শিশুরা খেলাটিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশুদের মধ্য থেকেই পর্যায়ক্রমে একেকজনকে দিয়ে খেলাটি পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।
- যে সব শিশু স্টেশন পার হতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী দিনেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন হয়ে আসতে উৎসাহিত করবেন যাতে সকল স্টেশন পার হতে পারে।

খেলা । ২ কাকে তুমি বন্ধু চাও?

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

খেলার পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে হাত ধরে করে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। যেকোনো একজন আগ্রহী শিশুকে গোলের মাঝখানে গিয়ে বসতে বলবেন।
- এরপর গোলে দাঁড়ানো শিশুদের নিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে নিচের ছড়াটি আবৃত্তি করবেন।
- মাঝে বসা শিশুটি ছড়ার সাথে মিল রেখে অভিনয় করবে এবং কথা বলবে।

মালা গো মালা
এসো করি খেলা
একটি মেয়ে বসে আছে
তার কোনো বন্ধু নেই (মাঝের শিশুটি কান্নার ভঙ্গি করবে)
ওঠো গো ওঠো (মাঝের শিশুটি দাঁড়াবে)
চোখের পানি মোছ (শিশুটি চোখের পানি মুছবে)
হাত দিয়ে সালাম করো (শিশুটি সবাইকে সালাম করবে)
হাতে কী? (শিশুটি একটি বস্তুর নাম বলবে। যেমন: কমলা)
কমলার রং কী? (শিশুটি তখন শব্দ বলবে। যেমন: হলুদ)
এখন কাকে তুমি বন্ধু চাও? (শিশুটি আরেকজন শিশুকে দেখিয়ে বলবে- তোমাকে)

- মাঝের শিশুটি যাকে বন্ধু বানালো তাকে এবার মাঝখানে গিয়ে বসতে বলবেন এবং একই নিয়মে খেলাটি চালিয়ে যাবেন। সবাই যাতে মাঝখানে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন ফল বা ফুলের নাম বলে সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।
- শিশুরা ছড়া বলতে পারলে এবং খেলাটিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশুদেরকে দিয়ে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- শিশুরা যখন বর্ণ বা অক্ষরের ধারণা পাবে তখন বস্তুর পরিবর্তে বর্ণ বা অক্ষর দিয়ে খেলাটি করাবেন। যেমন- হাতে কী (শিশুটি একটি বর্ণ বা অক্ষরের নাম বলবে। যেমন- (ক) ক দিয়ে কী হয় (শিশুটি তখন শব্দ বলবে। যেমন- কলা/কমলা/কলম)
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৩ রাজা-রানি খেলা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- শিক্ষক সকল শিশুকে বুঝিয়ে দিবেন যে, রাজা বলার সাথে সাথে দাঁড়াতে হবে এবং রানি বলার সাথে সাথে বসতে হবে। যদি কোন শিশু উল্টো করে অর্থাৎ রাজা বলার পর বসে পরে অথবা রানি বলার পর দাঁড়িয়ে যায় তবে সেই শিশু আউট হয়ে যাবে।
- শিক্ষক শিশুদের উদ্দেশ্যে রাজা বললে সকল শিশু দাঁড়াবে আর রানি বললে শিশুরা বসবে। এই ভাবে শিক্ষক রাজা ও রানি বলবেন এবং মাঝে মাঝে শিক্ষক তাড়াতাড়ি বা উল্টো করে (যেমন- রাজা-রানি/রানি-রাজ) বলবেন।
- এইভাবে বলার সময় যেসকল শিশুরা নির্দেশনা অনুযায়ী অনুসরণ করতে পারবে না তারা আউট হয়ে যাবে।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক হাততালি দিয়ে খেলা শেষ করবেন।

খেলা । ৪ রহস্যভরা থলে

উপকরণ ছোটো বল, টেনিস বল, বিচি, চামচ, ছোটো পাথর, ব্লক, কাঠি, রাবার ও পেন্সিল সহ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহযোগ্য উপকরণ

পদ্ধতি

হাতের কাছে থাকা বিভিন্ন উপকরণ (যেমন- ছোটো বল, টেনিস বল, বিচি, চামচ, ছোটো পাথর, ব্লক, কাঠি, ইরেজার, পেন্সিল ইত্যাদি) একটি কাপড়ের ব্যাগ বা থলের ভিতর রাখুন। উপকরণ নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখবেন- এগুলো যেন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিভিন্ন আকার-আকৃতির হয়।

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। এবার গোলে বসা যেকোনো একজন শিশুর কাছে গিয়ে তাকে থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি জিনিস ধরতে বলবেন। লক্ষ্য রাখুন শিশুটি যেন বস্তুটি দেখতে না পারে এবং হাত থলে থেকে না বের করে।
- শিশুটিকে প্রশ্ন করুন, 'এটি দিয়ে কী করে', 'শক্ত না নরম', 'কিসের তৈরি', 'গোল না লম্বা' ইত্যাদি। সবশেষে জিনিসটির নাম কী তা জানতে চান।
- উত্তর বলার পর সবাইকে বস্তুটি দেখাতে বলবেন এবং সঠিক হলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে প্রত্যেক শিশুকে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে প্রশ্ন করে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিশুকে দিয়ে খেলাটি পরিচালনা করবেন।

খেলা ৫ পাখি উড়ে

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে একে অপরের হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- শিক্ষক যখন বলবেন "কাক উড়ে" তখন শিশুরা দুই হাত পাখি উড়ার মতো করে দোলাবে। যখন বলবে "হাতি উড়ে" তখন হাত না উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।
- যে সব প্রাণী উড়ে সেগুলোর নাম বলার পর হাত দোলাবে, যেমন- কবুতর, চড়ুই, ময়না, কাক, চিল ইত্যাদি। আর যে সব প্রাণী/বস্তু উড়ে না সেগুলোর নাম বলার পর হাত উঠালে খেলা থেকে আউট হয়ে যাবে। যেমন-হাতি, ঘর, টেবিল, বই ইত্যাদি।
- এভাবে বিভিন্ন জীব, জন্তু, জিনিস এবং পাখির নাম বলে খেলাটি খেলবে। যেসব শিশু সঠিকভাবে করতে পারবে তাদেরকে অন্যরা হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবে।
- প্রথম দিকে শিক্ষক নিজে খেলাটি পরিচালনা করবেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে একজন একজন করে শিশুরা খেলাটি একইভাবে পরিচালনা করবে।

খেলা । ৬ তোমরা কী সব বলতে পারো?

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন- তালি ও তুড়ি বাজানোর তালের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলে খেলাটি খেলতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক কয়েকবার করে দেখিয়ে দিবেন।
- একজন দলনেতা হবে। দলনেতা ১, ২, ৩, ৪ বলে খেলা শুরু করবে। খেলার সময় সবাই একসাথে দুইটি করে তালি এবং দুইটি করে তুড়ি দিবে। তালি দেয়ার সময় কেউ কথা বলতে পারবে না। শুধু তুড়ি দেওয়ার সময় বলবে-
- দলনেতা: তোমরা কী সব (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  বলতে পারো (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  একটি করে (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  ফুলের নাম (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  যেমন ধরো (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  গো....লা....প (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  যেমন ধরো (দুই তুরি)
  (দুই তালি)
  এবার অন্যজন বলবে : ব....কু....ল
  (দুই তুরি)
  দলনেতা : যেমন ধরো (দুই তালি)
  পরেরজন বলবে : হাসনা..... হেনা

- এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে। তালে তালে বলার সময় যদি কেউ ফুলের নাম বলতে ভুল করে তখন দলনেতা বিষয় পরিবর্তন করে ফল, মাছ, সবজি, পাখি কিংবা পশু ইত্যাদি যেকোনোটি নিয়ে আবার খেলা শুরু করবে।
- প্রথমে শিক্ষক দলনেতা হয়ে খেলাটি পরিচালনা করবেন। শিশুরা খেলাটিতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তাদের দিয়ে পরিচালনা করতে দিবেন।

খেলা । ৭ আয়না

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদেরকে ইউ আকৃতিতে বসতে অথবা দাঁড়াতে বলবেন। শিক্ষক বলবেন- আয়নার সামনে দঁড়িয়ে আমরা কী কী করি? শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন (যেমন- দাঁত মাজা, চুল আচড়ানো, হাত-মুখ ধোয়া, সাজগোজ করা ইত্যাদি)।
- এরপর শিক্ষক বলবেন- আমরা এখন যে খেলাটি খেলবো তার নাম "আয়না"। আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যা করি আয়নাতে তাই দেখা যায়।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন তোমরা এখন আমার আয়না হয়ে যাবে, আমি যা করবো তোমরাও তাই করবে। (অর্থাৎ শিক্ষক যদি হাত তালি দেন শিশুরাও হাত তালি দিবে। শিক্ষক যদি হাত নাড়ান তাহলে শিশুরা ও হাত নাড়বে।)
- এভাবে শিক্ষক কিছুক্ষণ খেলাটি করে দেখান। এরপর যেকোনো একজন শিশুকে আপনার জায়গায় নিয়ে আসবেন। শিশুটিকে তার ইচ্ছেমতো করে অঙ্গাভঙ্গি করতে বলুন। অন্যরা ঐ শিশুর অঙ্গাভঙ্গি অনুকরণ ও অনুসরণ করবে।
- পর্যায়ক্রমে সব শিশুকে খেলাটি পরিচালনা করার সুযোগ দিন।
- যে শিশু খেলাটি পরিচালনা করবে সে এমন স্থানে দাঁড়াবে যেন অন্য শিশুরা তাকে দেখতে পায়।
- প্রত্যেক শিশুকে পর্যবেক্ষণের সময় তার কাজের প্রশংসা করুন। এমনকি যে শিশু খেলা পরিচালনা করবে তাকে ও অন্য শিশুদের দ্বারা প্রশংসা করতে উৎসাহিত করবেন।

প্রথমদিকে এভাবেই খেলাটি চলতে থাকবে। শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিক্ষক এ খেলাটিকে আরও চ্যালেঞ্জিং করার জন্য একটু ভিন্নভাবে নির্দেশনা দিন। যেমন-

- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, "আমি মুখে যা বলব তা তোমরা করবে না, আমি আসলে যা করব তোমরা তাই করবে।"
- এরপর শিক্ষক মুখে বলবেন, "হাত তালি" কিন্তু আপনি তুড়ি বাজান। শিশুদের তুড়ি বাজাতে হবে। অথবা মুখে বলবেন, "নাক ধরি" কিন্তু আপনি চুল ধরবেন, শিশুদের চুল ধরতে হবে। যারা সঠিকভাবে করতে পারবে না তারা আউট হয়ে যাবে।

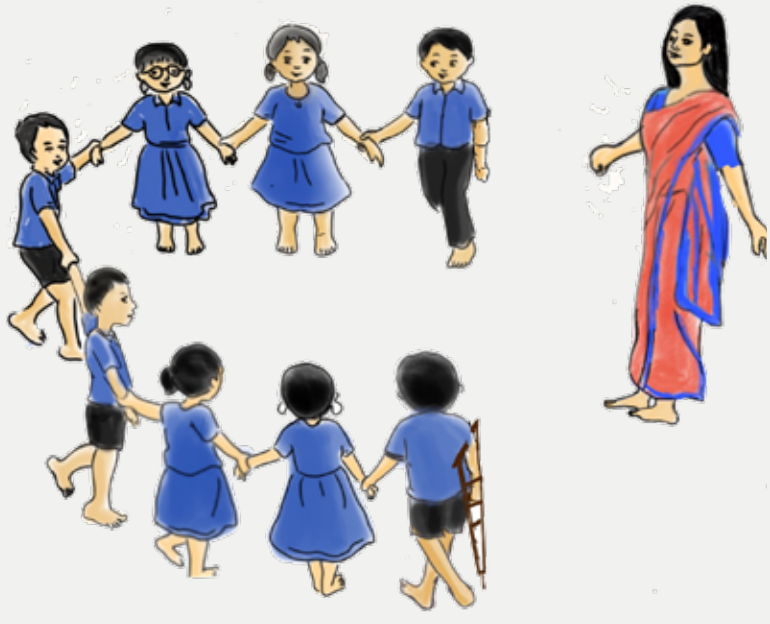

খেলা । ৮ রং ছোয়া

উপকরণ বাদ্যযন্ত্র বা ঝুনঝুনি ও বিভিন্ন রঙের বস্তু

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন।
- মিউজিক বা বাজনা বাজানোর সাথে সাথে সবাইকে গোল হয়ে হাঁটতে বলবেন। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা না থাকলে ঝুনঝুনি অথবা তালে তালে হাততালির মাধ্যমে কাজটি করা যেতে পারে। শিক্ষকের মোবাইলে মিউজিকের ব্যবস্থা থাকলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মিউজিক বা বাজনা থামার সাথে সাথে শিক্ষক একটা রঙের নাম বলবেন। এবার প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে ঐ রঙের যে কোন জিনিস ছুঁতে বা দেখাতে বলবেন।
- আবার পূর্বের মতো বাজনা বাজিয়ে খেলা শুরু করবেন এবং অন্য একটা রঙের নাম বলবেন।
- একটা জিনিস একজনের বেশি ছুঁতে পারবে না এমন নিয়ম বেঁধে দেয়া যেতে পারে। এতে খেলাটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে।
- প্রথমদিকে শিশুদের খুব পরিচিত রং যেমন- সাদা, লাল, সবুজ ইত্যাদির নাম বলুন। পর্যায়ক্রমে সব রঙের নাম বলবেন।
- প্রথম প্রথম কয়েকবার আপনি নিজে খেলা পরিচালনা করবেন। এরপর আপনি শিশুদেরকে দিয়ে খেলা পরিচালনা করাবেন।

খেলা । ৯ যত পারো তুলে নাও

উপকরণ

বিভিন্ন ধরনের পাতা, কার্ড, বর্ণ, সংখ্যা, ব্লক, স্কেল, পেন্সিল, চক ও আশেপাশের বিভিন্ন ছোটো ছোটো বস্তু এবং বাঁশি বা ঝুনঝুনি

পদ্ধতি

- মাঝখানে একটি গোল এঁকে তাতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ/জিনিস রাখুন। যেমন- বিভিন্ন ধরনের পাতা, কার্ড, বর্ণ, সংখ্যা, ব্লক, স্কেল, পেন্সিল, চক ইত্যাদি।
- শিশুদের সংখ্যা অনুযায়ী দুইটি দলে ভাগ করবেন।
- গোল হতে সমান দূরত্বে প্রত্যেকটি দলের জন্য একটি করে জায়গা ঠিক করে দিন এবং খেলা শুরুর পূর্বে স্ব-স্ব দলকে সেখানে অবস্থান/অপেক্ষা করতে বলবেন।
- শিশুদের বলুন যে বাঁশি বা ঝুনঝুনি বাজানোর সাথে সাথে প্রতিটি দল থেকে একজন একজন করে এসে গোলের ভিতরে রাখা যেকোনো একটি উপকরণ/জিনিস তুলে নিয়ে তার নিজের দলে ফিরে যাবে।
- যে শিশুটি উপকরণ/জিনিস নেয়ার জন্য আসবে সে শিশুটি দলে ফিরে না আসা পর্যন্ত একই দলের অন্য শিশু যেতে পারবেনা।
- বাঁশি বা ঝুনঝুনি বাজানোর সাথে সাথে খেলা শুরু করবেন।
- একজন একটির বেশি উপকরণ আনতে পারবে না। এভাবে দুদলের শিশুরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (শিক্ষক বাশি বাজানো পর্যন্ত) একজন একজন করে সব উকরণ বা বস্তু অথবা বেশি সংখ্যক উকরণ বা বস্তু তুলে আনবে।
- নির্দিষ্ট সময়ের পর শিক্ষক বাঁশি বাজাবেন এবং এক এক করে সবগুলো দলের কাছ থেকে শুনবেন কোন দল কত ধরনের ও কতগুলো জিনিস বা উপকরণ নিয়েছে।
- শিশুরা গণনা করবে এবং সংগৃহীত উপকরণের সংখ্যা ও নাম বলবে। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। যে দল যত ধরণের এবং যত বেশি উপকরণ/জিনিস তুলেছে সেই দলই বিজয়ী হবে।

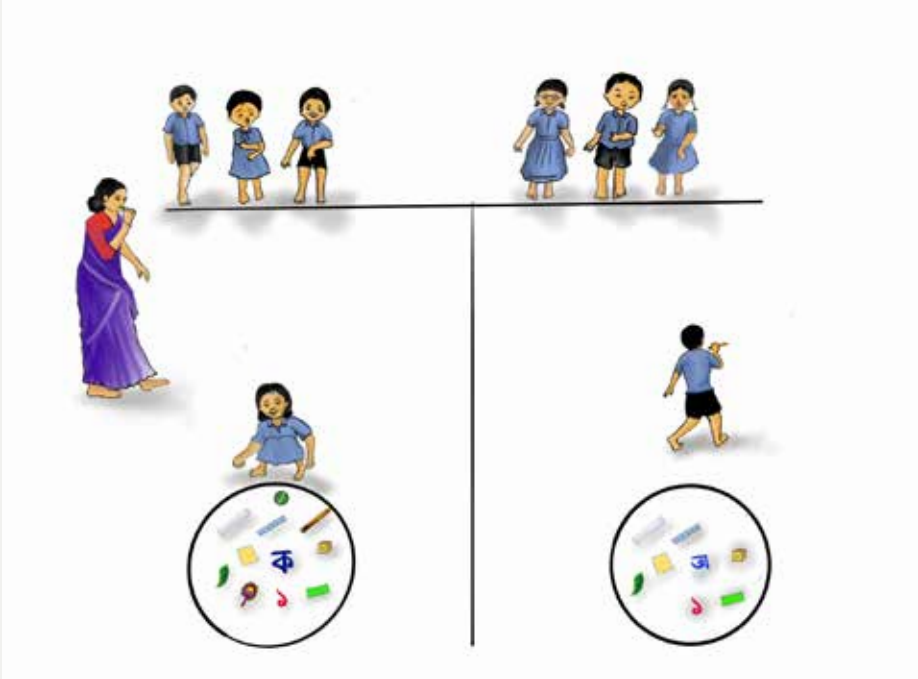

খেলা । ১০ বর্ণ চেনার খেলা

উপকরণ ফ্লাস কার্ড, হাতে তৈরি বর্ণ ও শব্দ কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। সবাইকে একটি করে বর্ণের কার্ড দিবেন। বর্ণ কার্ড দেওয়ার সময় শিক্ষক অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে কার্ডগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হয়েছে এই বর্ণগুলির সাথে শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়েছে।
- এবার আপনি একটি পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করবেন এবং শিশুদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। প্রয়োজনে শব্দ কার্ড তৈরি করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। এবার যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি যাদের কাছে আছে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যেমন- বলুন, "কলম"। তখন যেসব শিশুদের কাছে "ক" বর্ণের কার্ড থাকবে তারা হাত তুলবে।
- এভাবে বিভিন্ন পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করুন ও লক্ষ্য রাখবেন যাতে শিশুরা সবাই বর্ণ সনাক্ত করার সুযোগ পায়।
- শিশুরা যখন খেলার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে খেলা পরিচালনা করতে দিবেন।

২. বাহিরের খেলা

বাহিরের খেলাগুলো সাধারণত শ্রেণিকক্ষের বাইরে খোলা মাঠে পরিচালনা করতে হবে। তবে প্রচণ্ড রোদ বা বৃষ্টির কারণে শ্রেণিকক্ষে বাহিরের খেলা করা যেতে পারে। এই খেলাগুলো সহজ থেকে কঠিন এই নিয়ম অনুসারে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে। খেলার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় রেখে এখানে মোট ১০টি 'বাহিরের খেলা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাহিরের খেলার তালিকা

১. ফুল টোকা
২. কানামাছি ভোঁ ভোঁ
৩. ইঁদুর বিড়াল
৪. গুটি নিয়ে ঘরে আসি
৫. ইচিং বিচিং
৬. আকৃতি বানাই
৭. গুপ্তধন লুকানো
৮. জাল ও মাছ
৯. নৌকা নিয়ে খেলা
১০. ব্যাঙ লাফ

বাহিরের খেলা পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

বার্ষিক এবং সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক পর্যায়ক্রমে খেলাগুলো পরিচালনা করবেন। এই খেলাগুলো খেলার জন্য শিশুরা যাতে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছোটাছুটি করতে পারে, সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হবে। তবে বাহিরের জায়গার অভাব থাকলে শ্রেণিকক্ষের ভিতরেই খেলাগুলো করাতে হবে। খেলা শেষে শিশুদের পরিষ্কার পরিছন্ন করে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসতে হবে। শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক নিজেও খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ ভীতিহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি খেলা পরিচালনা করবেন। তবে সব খেলার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মসমূহ শিক্ষক মেনে চলবেন-

- খেলা পরিচালনা করার আগে খেলার নির্দেশনা পড়ে খেলাটি পরিচালনার পদ্ধতি ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- উপকরণের প্রয়োজন হলে আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।
- খেলা শুরু করার আগে খেলার নিয়মাবলি শিশুদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে খেলাটি শিশুদের দিয়ে খেলাবেন।
- খেলায় সব শিশু যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যেকোনো খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- কোনো খেলা শিশুদের আয়ত্ত্বে এলে তাদের দিয়ে খেলা পরিচালনা করাবেন। পর্যায়ক্রমে যাতে প্রত্যেক শিশু খেলা পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যদি কোনো খেলার পদ্ধতিতে শিশু বাদ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি থাকে সেক্ষেত্রে শিশু যেন মন খারাপ না করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বাদ হয়ে যাওয়া শিশু/শিশুদের সেসময় হাততালি দিয়ে অন্য বন্ধুদের উৎসাহিত করতে বলবেন।
- যদি কোনো শিশুর শারীরিক সমস্যা থাকে তবে তাকে খেলতে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন।
- খেলায় ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

খেলা । ১ ফুল টোকা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুরা দুইটি দলে ভাগ হয়ে মুখোমুখি দুই লাইনে বসবে। দুই লাইনের মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁকা থাকবে। প্রত্যেক দলে শিক্ষক একজন করে দলনেতা নির্বাচন করে দিবেন।
- দলনেতা নিজ নিজ দলের প্রত্যেকের একটি করে সুন্দর নাম রাখবে যেমন- একদল রাখবে পাখির নামে নাম, আবার অন্যদল ফুলের নামে নাম ইত্যাদি। তবে একদলের সদস্যদের নাম অন্যদলের সদস্যরা জানতে পারবে না।
- এক দলের নেতা অন্য দলের যেকোনো একজনের পিছনে দাঁড়িয়ে চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে ধরবে। নিজের দলের একজনকে নতুন দেওয়া নাম ধরে ডাকবে। যেমন, "আয়রে আমার গোলাপ ফুল"। যার নাম ধরে ডাকবে সে এসে যার চোখে হাত চাপা দিয়ে ধরা হয়েছে, তার কপালে আঙুল দিয়ে টোকা (মৃদু স্পর্শ) দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে।
- দলনেতা চোখের উপর হাত চাপা ছেড়ে দিয়ে কে টোকা দিয়েছে তার নাম বলতে বলবে। যদি বলতে পারে তবে সে দুই পায়ের উপর ভর করে এক লাফে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে বসবে। বলতে না পারলে যে শিশু টোকা দিয়েছে সে একলাফে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করা যায় লাফ দিয়ে সেখানে গিয়ে বসবে।
- পুনরায় অন্য দলের দলনেতা একই নিয়মে বিপক্ষ দলের একজনের চোখে হাত চাপা দিয়ে ধরবে। এভাবে একই নিয়মে খেলা চলবে।
- খেলতে খেলতে যে দল অন্য দলের প্রথম বসার স্থানে গিয়ে আগে পৌঁছাতে পারবে সে দলই খেলায় বিজয়ী হবে।

খেলা । ২ কানামাছি ভোঁ ভোঁ

উপকরণ নরম ও পাতলা পরিষ্কার কাপড়/ফিতা/রুমাল

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাবেন এবং মাটিতে বড়ো করে একটি গোল আঁকবেন।
- এরপর বলবেন, আজ আমরা মজা করে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলাটি খেলব।
- তারপর শিশুদের মধ্য থেকে আগ্রহী একজনকে কানামাছি হতে বলবেন। কানামাছি শিশুটির চোখ নরম কাপড় দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে দিবেন।
- এবার সবাই কানামাছিকে ছুঁতে চেষ্টা করবে আর সুর করে বলবে, "কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পারো তাকে ছোঁ"। কানামাছি চেষ্টা করবে, যেকোনো একজনকে ধরতে। যদি কানামাছি কাউকে ধরে ফেলতে পারে তাহলে নতুন শিশুটি কানামাছি হবে। এভাবে খেলাটি কয়েকবার খেলবেন।
- সবশেষে হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

খেলা । ৩ ইঁদুর বিড়াল

উপকরণ বাঁশি অথবা ঝুনঝুনি

পদ্ধতি

- শিশুদের হাত ধরে করে একটি গোল তৈরি করবেন।
- শিশুদের মধ্য থেকে টস বা লটারির মাধ্যমে একজনকে ইঁদুর ও একজনকে বিড়াল নির্বাচন করবেন। বাকিরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবে।
- ইঁদুর গোলের মাঝখানে এবং বিড়াল গোলের বাইরে থাকবে।
- আপনি বাঁশি/ঝুনঝুনি বাজিয়ে বলে শিশুদের খেলাটি শুরু করতে বলবেন।
- বিড়াল ইঁদুরকে ধাওয়া করবে। ইঁদুর নিজেকে রক্ষার জন্য বৃত্তের বাইরে বা ভিতরে যাওয়া আসা বা দৌড়াদৌড়ি করবে।
- ইঁদুর ভিতর বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করার সময় গোলের বাহিরে খেলোয়াড়রা হাত উঁচু করে বাহিরে যাওয়ার ও ভিতরে ঢোকার জন্য সাহায্য করবে এবং বিড়ালকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে।
- বিড়াল, ইঁদুরকে ধরতে বা ছুঁতে পারলে অন্য দুইজন ইঁদুর-বিড়াল হবে। এভাবে খেলাটি চালিয়ে যাবে।
- প্রতিটি শিশু যেনো বিড়ার ও ইঁদুর হওয়ার সুযোগ পায় তা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

খেলা । ৪ গুটি নিয়ে ঘরে আসি

উপকরণ চক পাউডার ও গুটি

পদ্ধতি

- শিশুদেরকে লটারির মাধ্যমে দুই দলে ভাগ করবেন।
- চিত্র অনুযায়ী দুই দলের জন্য দুইটি বড়ো বৃত্তাকার ঘর এবং বড়ো বৃত্তাকার ঘরের সামনে সমান দূরত্বে পর পর সাতটি স্পট (ছোটো বৃত্তাকার ঘর) আঁকতে হবে।
- প্রতিটি বড়ো ঘরে সাতটি করে গুটি রাখা থাকবে।
- দুই দলের শিশুরা তাদের নিজ নিজ বড়ো ঘরের পেছনে অবস্থান করবে।
- শিক্ষকের দেওয়া সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে দুইদল একসঙ্গে খেলা শুরু করবে।
- বড়ো ঘর থেকে একটি একটি করে গুটি নিয়ে ছোটো ঘরগুলোতে বসাতে হবে।
- গুটি নেওয়ার সময় এবং বসানোর সময় অবশ্যই বসতে হবে।
- একজন গুটি নিয়ে ছোটো ঘরে বসিয়ে ফিরে আসার পর অন্যজন গুটি বসাতে যেতে পারবে।
- সকল ঘরে গুটি বসানো শেষ হলে একই নিয়ম অনুসরণ করে ছোটো ঘর থেকে বড়ো ঘরে গুটি আনতে হবে।
- যেই দল আগে কাজ শেষ করতে পারবে সেই দল বিজয়ী হবে।
- পর্যায়ক্রমে দলের প্রতিটি সদস্যকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

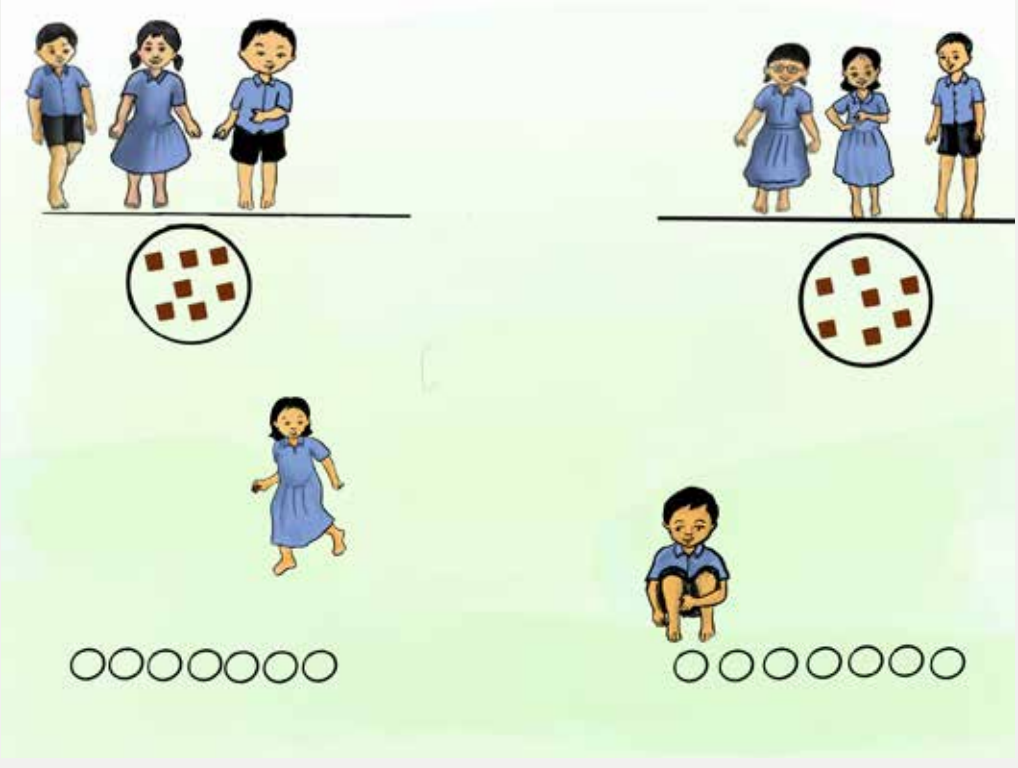

খেলা । ৫ ইচিং বিচিং চিচিং চা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- প্রথমে দুইজন শিশুকে একে অপরের পায়ে পা লাগিয়ে মুখোমুখি বসতে বলবেন।
- অন্য শিশুরা প্রথমে শুধু পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হবে।
- এরপর জোড় পায়ের উপর প্রথম একজনের এক হাত, তারপর দুই হাত, এভাবে পর্যায়ক্রমে তিন এবং চার হাত সংযুক্ত হবে। প্রতিটি উচ্চতা সংযুক্ত করার পর এর উপর দিয়ে অন্যদলকে লাফিয়ে পার হতে হবে।
- লাফাতে লাফাতে যার পা যে ধাপে স্পর্শ করবে সে সেখান থেকে আউট হবে।
- এইভাবে শেষ পর্যন্ত যারা পার হতে পারবে তারা সফল হবে।
- যে দুইজন বসে ছিল তাদেরকে এবার একে অপরের পা স্পর্শ করে মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা রেখে বসতে বলবেন।
- সফলভাবে পার হতে পারা খেলোয়াড়রা পর্যায়ক্রমে জোড় পায়ের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে লাফাবে এবং বলবে "ইচিং বিচিং চিচিং চা প্রজপতি উড়ে যা।"
- এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে। এবং পর্যায়ক্রমে সব শিশুর একবার করে ছড়া বলা সহ লাফানো হলে খেলাটি শেষ হবে।

খেলা । ৬ আকৃতি বানাই

উপকরণ বিভিন্ন আকৃতির কার্ড যেমন- গোল, তিনকোনা ও চারকোনা

পদ্ধতি

- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন যেন প্রত্যেক দলে কমপক্ষে ৮ জন শিশু থাকে।
- শিক্ষক আগেই গোল, চারকোণা এবং তিনকোণা আকৃতির কার্ড তৈরি করে রাখবেন।
- শিক্ষক যখন সেই কার্ড দেখাবেন প্রতিটি দল হাতে হাত রেখে সেই আকৃতি তৈরি করবে।
- যেই দল আগে আকৃতি তৈরি করবে তাদের প্রশংসা করবেন।
- কার্ড ছাড়াও গোল, চারকোণা এবং তিনকোণা মুখে বলে ও খেলাটি খেলানো যেতে পারে।
- শিশুরা যখন খেলায় খেলায় অভ্যস্ত হবে তখন তাদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে খেলাটি পরিচালনা করতে দেওয়া যেতে পারে।

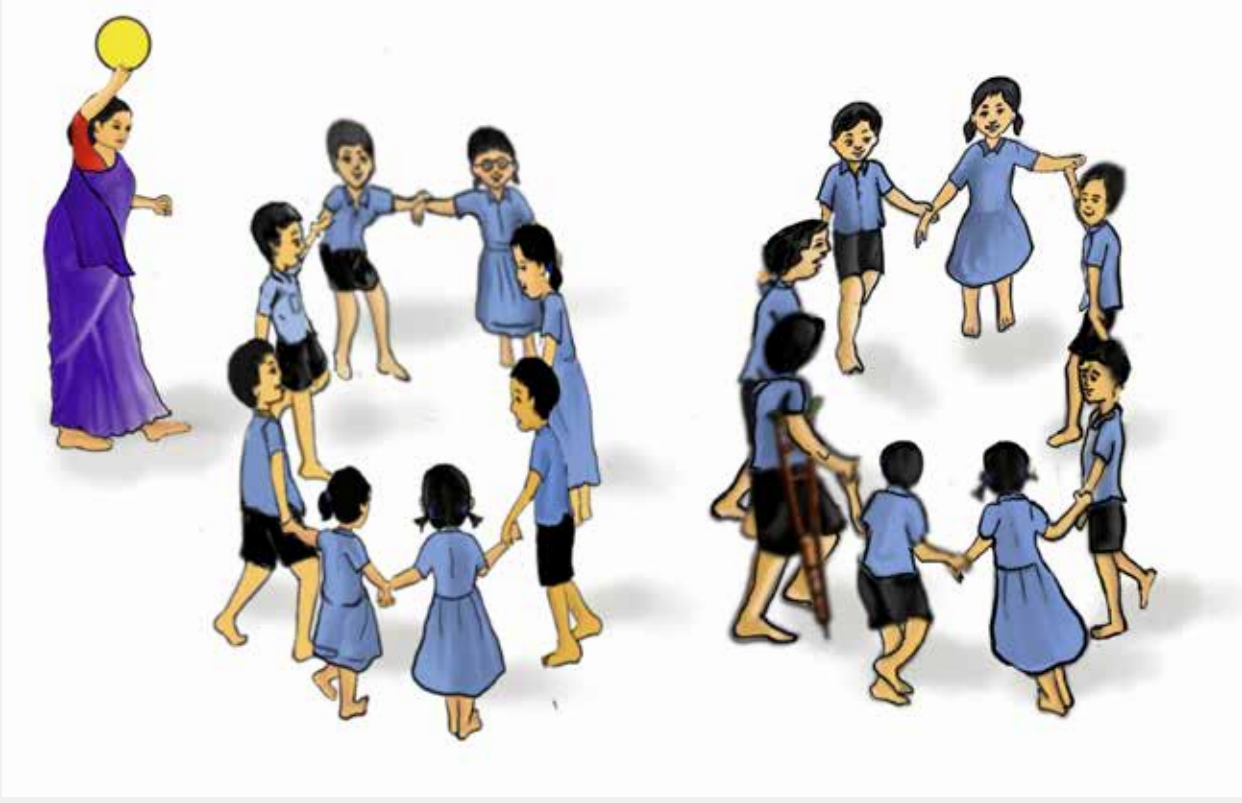

খেলা । ৭ গুপ্তধন লুকানো

উপকরণ বল/পাথর/যেকোনো একটি খেলনা

পদ্ধতি

- খেলোয়াড়রা দুটি সমান দলে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবে।
- নির্দিষ্ট দূরত্বে একদল অন্য দলের মুখোমুখি বসবে, দুই দলের দুই জন দলনেতা থাকবে। নেতাদের কাছে গুপ্তধন থাকবে।
- প্রত্যেক নেতা তার নিজ দলের একজনের কাছে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে।
- গুপ্তধন লুকানোর সময় সে তার দলের প্রত্যেকের কাছে যাবে। এরপর অপর দলের যে কোন একজনকে বলতে হবে গুপ্তধন কার কাছে আছে।
- যদি সে সঠিক ভাবে বলতে পারে, তাহলে তার দল একটি পয়েন্ট পাবে। সঠিকভাবে বলতে না পারলে যে দল গুপ্তধন লুকিয়েছিল তারা একটি পয়েন্ট পাবে।
- অনুরূপভাবে অন্য দলও তাদের দলের যে কোন একজনের কাছে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে এবং অন্য দলকে বলতে হবে গুপ্তধন কার কাছে আছে।
- সঠিকভাবে বলতে পারলে তারাও এক পয়েন্ট পাবে। এভাবে কিছুক্ষণ খেলা চলতে থাকবে।
- খেলা শেষে যারা বেশি পয়েন্ট পাবে তারা জয়ী হবে।

খেলা । ৮ জাল ও মাছ

উপকরণ বাঁশি অথবা ঝুনঝুনি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের সংখ্যানুযায়ী দুটি দলে ভাগ করবেন।
- টসের মাধ্যমে এক দল জাল হবে এবং অন্য দল মাছ হবে। যে দল জাল হবে, তারা এক অপরের হাত ধরে জাল বানিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবে।
- মাছ দলের সবাই গোলের বাহিরে মুক্তভাবে ছোটাছুটি করবে।
- এবার শিক্ষক বাঁশি/ঝুনঝুনি/১ ২ ৩ বলার সঙ্গে সঙ্গে জাল দল মাছ দলকে তাড়া করে জালে আটকাতে চেষ্টা করবে। জাল দল যত বেশি মাছ আটকাতে পারবে, জালটি তত বড়ো হতে থাকবে অর্থাৎ তারা জাল দলে চলে আসবে।
- মাছ দল নিজেদের জাল হতে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করবে।
- এভাবে পরবর্তীতে জাল দল মাছের দল হবে এবং মাছ দল জাল দলে হয়ে একইভাবে খেলাটি খেলবে। (জাল দিয়ে মাছ আটকানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কারো গায়ে আঘাত না লাগে)

খেলা । ৯ নৌকা নিয়ে খেলা

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদেরকে নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। এবার শিক্ষক শিশুদের বলবেন-মনে করো আমরা একটি বড়ো নৌকার মধ্যে আছি। তখন হঠাৎ ঝড় আসছে। এখন আমাদের বাচঁতে হলে কয়েকজন করে একসাথে হতে হবে।
- শিক্ষক যত সংখ্যা বলবে ততজন করে শিশুরা হাত ধরে একসাথে হবে। যেমন, যদি 'তিন' বলে তখন সাথে সাথে তিনজন করে শিশু হাত ধরে একসাথে হবে।
- যেসব শিশুরা হাত ধরে তিনজনের গ্রুপ হতে পারবেনা বা যারা একসাথে হতে পারবে না তারা ডুবে যাবে অর্থাৎ খেলা থেকে বাদ যাবে।
- এভাবে 'দুই', 'তিন' ও 'চার' সংখ্যা পর্যন্ত বলে খেলাটি পরিচালনা করবেন।
- শিশুরা যখন খেলাটির সাথে অভ্যস্ত হযে যাবে, তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে খেলাটি পরিচালনা করতে দিন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিশুকে খেলাটি পরিচালনা করার সুযোগ দিন।

খেলা । ১০ ব্যাঙ লাফ

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের বাহিরে নিয়ে যাবেন।
- এরপর শিক্ষক মাঠের দুপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে সোজা দাগ দিবনে।
- তারপর শিশুদের একপাশে দাগ বরাবর ব্যাঙের মতো করে লাইন ধরে বসতে বলবেন। এরপর শিশুদের ব্যাঙের মতো বসা অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে অপর পাশের দাগের কাছে আসতে বলবেন। এভাবে শিশুরা ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ করে এগিয়ে যাবে। যে শিশু আগে অপর পাশের দাগ পর্যন্ত যেতে পারবে সে বিজয়ী হবে।
- শিক্ষক ১, ২, ৩ বলে অথবা বাঁশি বাজিয়ে মজা করে খেলাটি খেলাবেন ও শিশুদের হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাকে খেলতে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে ছোট ছোট দলে ভাগ করে খেলাটি খেলাবেন।

সামাজিক ও আবেগিক

আমার পরিবার

আবেগ অনুভূতির প্রকাশ

মিলেমিশে থাকা

সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দের প্রকাশ

শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ

শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ বিকাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে, অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে, বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পারে। শিশু বিভিন্ন ঝুঁকি ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। সামাজিক-আবেগিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-regulation) দক্ষতার বিকাশ ঘটে। আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক দক্ষতা শিশুকে আচরণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তার আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তার নমনীয়তা প্রকাশে সাহায্য করে। নিজের মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারার দক্ষতা অর্জন করা প্রতিটি শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দক্ষতাটির ফলাফল সুদূরপ্রসারী এবং জীবনব্যাপী। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা এই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পারিবারিক বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি শিশু ধীরে ধীরে সামাজিক দক্ষতাগুলো অর্জন করে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশতে পারা, ভাব বিনিময় করা, নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমেই তার সামাজিকীকরণ শুরু হয়। নিজের পরিচয় জানা, পরিবাবের সদস্যদের পরিচয় জানা, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা, নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারা; পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ চিহ্নিত করতে পারা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারা এসব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করতে পারা।

২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।

২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা।

শিখনফল

২.১.১ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
২.১.৩ বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে পারবে।
২.১.৪ পরিবার ও বন্ধুদের নিকট নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারবে।
২.২.১ পরিবার, শিক্ষক ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন প্রকার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
২.২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন বস্তু ও খাবার ভাগাভাগি করতে পারবে।
২.২.৩ পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করতে পারবে।
২.২.৪ পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের নিকট সহযোগিতা চাইতে পারবে।
২.২.৫ পরিবরের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।
২.২.৬ বন্ধু তৈরি করতে এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে।
২.৩.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারবে।
২.৩.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ চিহ্নিত করতে পারবে।
২.৩.৩ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারবে।
২.৩.৪ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারবে।

কাজ । ১ কুশল বিনিময় করি

শিখনফল

২.১.১ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কাছে তাদের প্রত্যেকের বাড়ির বিভিন্ন সদস্য সম্পর্কে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে চাইবেন।
- শিশুদের উত্তরের আলোকে পরিবার সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা....)/ভিডিও প্রদর্শন করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের কৌশলগুলো (যেমন- সালাম/আদাব/করমর্দন) বুঝিয়ে বলবেন।
- এরপর নিজে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়ের কৌশল চর্চা করবেন এবং সহপাঠীদের সাথে কুশল বিনিময় করতে উৎসাহিত করবেন।
- আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কীভাবে কুশল বিনিময় করতে হয়, সে সম্পর্কে শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।
- তারপর শিশুদের চারটি দলে ভাগ করবেন (যেমন- দল-১: পরিবারের সদস্য; দল-২: আত্মীয় স্বজন; দল-৩: বন্ধু; দল-৪: প্রতিবেশী) এবং দলগুলোকে কুশল বিনিময়ের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- প্রতিটি দলে ঘুরে ঘুরে শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন যাতে তারা ভূমিকাভিনয়ে সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করতে পারে।
- এবার একে একে প্রতিটি দলের ভূমিকাভিনয় দেখাতে বলবেন।
- পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সঙ্গে কুশল বিনিময়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করবেন

কাজ । ২ বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করি

শিখনফল

২.১.৩ বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুর কাছে জানতে চাইবেন- বিভিন্ন কাজে (যেমন- বাড়িতে বয়সে বড় কেউ কোনো কিছু আনতে বললে, বাবা-মা খেতে ডাকলে, বড় ভাই-বোন কোনো কাজ করে দিতে বললে) তারা বাড়িতে বড়দের কথা শুনে কিনা? এরপর শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন এসব কাজে তারা বড়দের কীভাবে সহায়তা করে। উত্তর শোনার পর তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন- বড়দের সাথে কুশল বিনিময় করা, বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা এবং তাদের কথা মেনে চলা এগুলো হলো বড়দের সম্মান করা।
- তারপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন তারা বাড়িতে কীভাবে বড়দের সম্মান করে? তাদের উত্তর শোনার পর বুঝিয়ে বলবেন সবসময় আমাদের বড়দের সম্মান করতে হবে।
- এরপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন- তারা বাড়িতে ছোটদেরকে কীভাবে স্নেহ করে? উত্তর শোনার পর তাদের বুঝিয়ে বলবেন- ছোটদের সাথে নিজ থেকে কুশল বিনিময় করা, তাদেরকে খেলায় বন্ধু হিসেবে নেওয়া, কোনো কঠিন কাজে তাদের সহায়তা করা, তাদের কথা শোনা ও প্রয়োজনে সাহায্য করাই হলো ছোটদের স্নেহ-আদর-ভালোবাসা প্রকাশ করা।
- তারপর ছোটদের স্নেহ করা সংক্রান্ত ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা....) দেখিয়ে স্নেহ করার বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিশুদের চারটি দলে ভাগ করবেন (যেমন- দল-১: বড়দের সম্মান হিসেবে কোনো কাজ করে দেওয়া; দল-২: বড়দের সম্মান হিসেবে তাদের কথা শোনা; দল-৩: ছোটদের আদর করা সম্পর্কিত কোনো কাজ; দল-৪: ছোটদের ভালোবাসা সম্পর্কিত কোন কাজ) এবং দলগুলোকে সংশ্লিষ্ট কাজের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- পরিশেষে বড়দের সম্মান করা, ছোটদের আদর-স্নেহ করা ও ভালোবাসা এই বিষয়গুলো চর্চা করতে বলবেন।

কাজ । ৩ নিজের প্রয়োজনের কথা বলি

শিখনফল ২.১.৪ পরিবার ও বন্ধুদের নিকট নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞাসা করবেন- বাড়িতে তাদের কিছু প্রয়োজন হলে কার কাছে চায়? কী চায়? উদাহরণ হিসেবে প্রত্যেক শিশুকে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে নিজের কথাও বলবেন। তারপর শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন- তারা প্রয়োজনে বন্ধুদের নিকট কোনো কিছু চায় কিনা?
- এবার শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, তাদের কোন সমস্যা হলে (যেমন- শারীরিক সমস্যা, মন খারাপ ইত্যাদি) কার কাছে জানায়, যেমন- বাড়িতে সমস্যা হলে পিতামাতার কাছে, বিদ্যালয়ে সমস্যা হলে শিক্ষক এবং বন্ধুর কাছে ।

- শিশুদেরকে দুইটি দলে ভাগ করবেন। দলগতভাবে নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিশুদের সহযোগিতা করবেন।
  - প্রথম দলকে শিশুদের পরিবারের সদস্য সেজে অভিনয় করতে বলবেন এবং নিজের প্রয়োজন প্রকাশের বিষয়টি তুলে ধরতে বলবেন, যেমন- ক্ষুধা পেলে বড়দের কাছে খাবার চাওয়া, শরীর খারাপ লাগলে তা বলতে পারা ইত্যাদি।
  - দ্বিতীয় দলকে বিদ্যালয়ে অবস্থাকালীন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে বলবেন, যেমন- কারো রং পেন্সিল প্রয়োজন হলে, কারো খেলনা প্রয়োজন হলে, কারো ইরেজার প্রয়োজন হলে বন্ধুর কাছে চাওয়া; আবার কারো শৌচাগারে/ টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, শরীর খারাপ লাগলে শিক্ষকের কাছে বলতে পারা ইত্যাদি।
- কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বা কোন সমস্যায় পড়লে তা পরিবারের সদস্য/বন্ধু/ শিক্ষকের কাছে বলতে বলবেন।

কাজ । ৪ আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি

শিখনফল ২.২.১ পরিবার, শিক্ষক ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লাশকার্ড/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন- আমরা কখন হাসি? কখন কান্না করি? কখন রেগে যাই? কখন ভয় পাই? কখন অবাক হই? কখন বিরক্ত বোধ করি? তাদের উত্তর শোনার পর নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।
- এরপর শিশুদের বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের প্রতীকগুলো/ইমোজি (হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, অবাক, বিরক্তি) ছবি/ফ্ল্যাশ কার্ড প্রদর্শন করে বুঝিয়ে বলবেন।
- ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার পর শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের (হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, অবাক, বিরক্তি) ভূমিকাভিনয় করাবেন।

আবেগ অনুভূতি প্রকাশের প্রতীক বা চিহ্ন

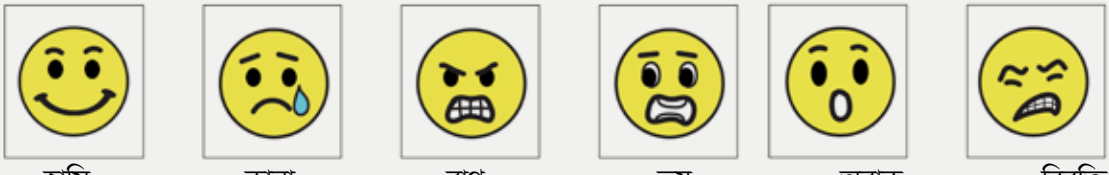

হাসি | কান্না | রাগ | ভয় | অবাক | বিরক্তি

কাজ । ৫ মিলেমিশে থাকি

শিখনফল

২.২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন বস্তু ও খাবার ভাগাভাগি করতে পারবে।
২.২.৩ পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করতে পারবে।
২.২.৪ পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা চাইতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে শিক্ষক অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন এবং শিশুদের সাথে কুশল বিনিময়ের চর্চা করবেন।
- এরপর শ্রেণিকক্ষের চার কর্নারে প্রদর্শিত খেলনা শিশুদের সামনে দিয়ে সবাইকে ভাগ করে নিতে বলবেন।
- কিছু শিশু হয়তো একই খেলনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। তাদের মিলেমিশে ভাগাভাগি করে খেলার কথা বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিশুদেরকে বাইরে এনে 'ইচ্ছেমতো আঁকা' শিক্ষক সহায়িকার বাইরের খেলাটির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিবেন। শিশুদের বলবেন, খেলাটি খেলার সময় বন্ধুদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণ ভাগাভাগি করবে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করবে। সবশেষে শিশুদের বলবেন, কখনো কিছু প্রয়োজন হলে বন্ধুদের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারবে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে।
- একইভাবে পরিবারের সবাই মিলেমিশে থাকা এবং পরিবারের বড়দের ও ছোটদের সাথে খাবার বা অন্য কোনো জিনিস ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টি গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলবেন।
- দলে অথবা জোড়ায় মিলেমিশে থাকার অভিনয় করাবেন এবং বাড়িতেও চর্চা করতে বলবেন।
- পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে কীভাবে সাহায্য করতে হয় (যেমন- কোনো জিনিসপত্র এগিয়ে দেওয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কোন কাজে সাহায্য করা, কারো অসুখ হলে তাদের জন্য ঔষধ এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি) শিশুদের তা বুঝিয়ে বলবেন।
- তারপর শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে পরিবারে সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করার বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন।
- প্রত্যেকটি দলকে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করার ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- শিশুদেরকে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকতে এবং প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে সহযোগিতা করতে বলবেন।

কাজ । ৬ এসো বন্ধুত্ব করি

শিখনফল

২.২.৫ পরিবরের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।
২.২.৬ বন্ধু তৈরি করতে এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে।

উপকরণ

গল্পের বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শ্রেণিকক্ষের চারটি ভূবনে (কর্নারে) প্রদর্শিত কিছু খেলনা শিশুদেরকে দিয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করবেন এবং সেগুলো সব শিশুকে ভাগ করে নিতে বলবেন।
- এক্ষেত্রে কিছু শিশু একই খেলনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদের মিলেমিশে ভাগাভাগি করে খেলার কথা বুঝিয়ে বলবেন।
- একইভাবে পরিবারেও সবাই মিলেমিশে থাকা এবং পরিবারের বড়দের ও ছোটদের সঙ্গে খেলনা, খাবার বা অন্য কোনো জিনিস ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টি 'ঘুড়িটা আমার' গল্পটি পড়ে শোনাবেন এবং বুঝিয়ে বলবেন।
- গল্প পড়ে শোনানো শেষে, শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে গল্পটির অভিনয় করতে বলবেন।
- সবশেষে মিলেমিশে খেলা এবং বন্ধুদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বিষয়টি আলোচনা করবেন।

কাজ । ৭ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করি ও সাড়া দেই

শিখনফল

২.৩.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারবে।
২.৩.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ চিহ্নিত করতে পারবে।
২.৩.৩ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারবে।
২.৩.৪ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারবে।

উপকরণ

ছবি/চিত্র/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে বলবেন- খেলার সময় কোনো বন্ধু ব্যথা পেলে, আমাদের কী করা উচিত? খেলায় হেরে গেলে বা জিতে গেলে আমরা কীভাবে আবেগ প্রকাশ করবো? বাড়িতে কেউ তোমার কাছ থেকে কোন কিছু কেড়ে নিলে তুমি কী করবে? ইত্যাদি পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

- শিশুদের উত্তরগুলো শুনবেন। কীভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে হয় এবং কীভাবে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ বুঝতে পারা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- শিশুদের দিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশের ভূমিকাভিনয় করাবেন (যেমন- আনন্দের ঘটনা বা দুঃখজনক ঘটনায় পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের আবেগ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের নিকট প্রকাশ; বিভিন্ন ঘটনায় পরিবারের সদস্য, বন্ধুদের খুশি হওয়া, দুঃখ পাওয়া, রাগ হওয়ার ভূমিকাভিনয়)।
- তারপর শিশুদের দু'টি দলে ভাগ করে একটি খেলার আয়োজন করবেন, যেমন- ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ করা খেলা (শিক্ষক সহায়িকা খেলা নং ...পৃষ্ঠা নং-)। খেলায় একদল জিতবে, একদল হারবে, তখন শিশুদের আবেগ পর্যবেক্ষণ করবেন।
- পরবর্তীতে, খেলায় হেরে গেলে বা জিতে গেলে আমরা কীভাবে আবেগ প্রকাশ করবো, তা শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলবেন, যেমন- জিতে গেলে আমরা আনন্দ করবো আর হেরে গেলে আমরা মন খারাপ করবো না।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

আনন্দের সাথে কাজ করি

বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকি

ভালো কাজ করি

পারিবারিক রীতি-নীতি জানি ও অনুসরণ করি

সামাজিক রীতি-নীতি মানি ও অনুসরণ করি

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অন্যান্য শিক্ষাস্তরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনে সৎ, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুর জীবনধারায় ভালো কাজের অভ্যাস গঠন ও কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের ৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অধীনে ১৩টি শিখনফল রয়েছে। এই শিখনফলসমূহ হচ্ছে- বয়স উপযোগী কাজ আন্তরিকতার সাথে করতে পারবে, পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন এবং শিক্ষকের আদেশ/নির্দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে, পরিবারের, আত্মীয় ও নিকটজনের গ্রহণযোগ্য অনুরোধ আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারবে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ও নিকটজনের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে, পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও নিকটজনের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বয়সোপযোগী কাজে বন্ধু/সমবয়সি ও নিকটজনের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ, খেলাধুলায় বন্ধু/সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণ, ভালো কাজ সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজের অনুশীলন, সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে ভালো কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ, পরিবারের রীতি-নীতি পালন, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে বলতে পারবে এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলসমূহ অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের শিখনফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিখনক্ষেত্রের ৩.১.১, ৩.১.২, ৩.১.৩, ৩.২.১, ৩.২.২, ৩.২.৩, ৩.২.৪, ৩.২.৫, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৪.১, ৩.৪.২, ৩.৪.৩ শিখনফলসমূহ অর্জিত হবে। উল্লেখ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিভিন্ন শিখনফল সামগ্রিক শ্রেণি কার্যক্রমের সঙ্গেও সম্পর্কিত। আন্তঃক্ষেত্রীয়ভাবে বিন্যস্ত এই শিখনফলসমূহ মূলত সারা বছর জুড়ে শ্রেণির বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। পাশাপাশি শিশুর পরিবারের বিভিন্ন কাজ ও দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিখনফলসমূহ অর্জিত হবে।

দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার লক্ষ্যে অল্প বয়স থেকেই শিশুদের জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং জাতীয় দিবস (যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি) উদযাপনে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও শিক্ষক ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে এবং চারু-কারু কাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা, ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদির সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করাবেন এবং এগুলো তাদের রং করতে উৎসাহিত করবেন।

শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত শিখনফলসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিশুরা যেন শ্রেণির বিভিন্ন কাজ, ছোটো ছোটো নির্দেশনা ও খেলার মধ্য দিয়ে এই শিখনফলসমূহ অর্জন করে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।
৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

কাজ । ১ আনন্দের সাথে কাজ করি

শিখনফল

৩.১.১ বয়স উপযোগী কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।
৩.১.২ পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন, এবং শিক্ষকের আদেশ/নির্দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে।
৩.১.৩ পরিবার, আত্মীয় ও নিকটজনের গ্রহণযোগ্য অনুরোধ আনন্দের সাথে রক্ষা করতে পারবে।

উপকরণ

ভিডিও/পোস্টার ও ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে 'ইউ' আকৃতিতে বসবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন- আমরা প্রতিদিন কী কী কাজ করি?
- শিশুরা প্রতিদিন কী কী কাজ করে তা বলতে বলবেন। শিশুদের বলার পর প্রয়োজনে শিক্ষক কয়েকটি উদাহরণ দিবেন, যেমন- বাবা মা ও অন্যান্য গুরুজনকে সালাম দেওয়া, তাঁদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা, নিজের খেলনা ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, শ্রেণিতে শিক্ষকের আদেশ-নির্দেশসহ পরিবারে বাবা-মার আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলা। প্রয়োজনে ফ্লিপচার্ট দেখিয়ে শিশুরা কী কী কাজ করে তা বলতে পারে।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন আগ্রহী শিশুকে ডেকে পরিবারে ভালো কাজ অনুশীলনের জন্য কাউকে মা, কাউকে বাবা ও কাউকে দাদি-দাদি, ভাই-বোনের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। যেমন- একজন বাবার ভূমিকায় অভিনয় করে ঘরে আসবেন এবং অন্যরা ছেলে মেয়ের ভূমিকায় থেকে তাঁকে সালাম দিবে অথবা দাদা-দাদিকে তাঁদের কাজে সাহায্য করার ভূমিকাভিনয় করবে ইত্যাদি। এভাবে শিক্ষক পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে আরও উদাহরণ দিয়ে শিশুদের ভূমিকাভিনয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কিত ভিডিও বা পোস্টার ব্যবহার করতে পারেন।
- সবশেষে শিশুরা যেন তাদের বয়স উপযোগী বিভিন্ন কাজে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে সে বিষয়ে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ২ বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকি

শিখনফল

৩.২.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও নিকটজনের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।
৩.২.৪ বয়স উপযোগী কাজে বন্ধু/সমবয়সী ও নিকটজনের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।
৩.২.৫ খেলাধুলায় বন্ধু/সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৩.৩.২ সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে ভালো কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে 'ইউ' আকৃতিতে বসবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে তোমরা কী কী কাজ করো?
- শিশুরা সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে কী কী কাজ করে তা বলবে। শিক্ষক শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের বলার পর প্রয়োজনে শিক্ষক কয়েকটি উদাহরণ দিবেন, যেমন- বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকা, খেলার সময় খেলনা ভাগ করে নেওয়া, হাসিমুখে কথা বলা, ঝগড়া না করা, খেলার সময় কেউ পড়ে গেলে অথবা আঘাত পেলে তাকে তোলা, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা ও যত্নশীল হওয়া ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে কিছু খেলনা দেবেন এবং নিজেদের মধ্যে খেলনাগুলো ভাগ করে নিতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে শিশুদেরকে উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকার নতুন নতুন ধারণার ও কাজের উদাহরণ দিয়ে শিশুদের জুটিতে ও দলে ভাগ করে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ৩ ভালো কাজ করি

শিখনফল

৩.২.৩ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।
৩.৩.১ ভালো কাজ সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে 'ইউ' আকৃতিতে বসবেন।
- এবার শিশুরা প্রতিদিন কী কী ভালো কাজ করে তা জিজ্ঞেস করবেন।
- শিশুদের কথা শিক্ষক শুনবেন এবং তাদের করা কাজগুলোর সাথে আর কী কী ভালো কাজ করা যায় তার উদাহরণ দেবেন। যেমন- নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, হাতের নখ কাটা, সময়মতো বিদ্যালয়ে আসা, সময়মতো খাবার খাওয়া, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, অসুস্থ বন্ধুকে সহায়তা করা, মা-বাবাকে বাড়ির কাজে সহায়তা করা, বাড়ির মুরুব্বীদের (দাদা, দাদি, নানা, নানি) প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেয়া, শিক্ষক ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি।
- এবার শিশুদের বলবেন এখন আমরা সবাই মিলে একটি ভালো কাজ করব। শিশুদেরকে শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে কোনো ময়লা (যেমন- কোন কাগজের টুকরো বা জিনিস) পড়ে থাকলে তা তুলে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে বলবেন এবং অন্যান্য জিনিস (যেমন- বই, খেলনা ইত্যাদি) গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে উৎসাহিত করবেন।

- এভাবে শিশুদের প্রতিদিন তাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- অনুরূপভাবে শিশুরা যেন বাড়িতেও তার নিজের জিনিসপত্র সবসময় গুছিয়ে রাখে এবং ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে সে সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক নানা রকম ভালো কাজের নতুন নতুন উদাহরণ দিয়ে শিশুদের জুটিতে ও দলে ভাগ করে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ৪ পারিবারিক রীতি-নীতি জানি ও অনুসরণ করি

শিখনফল

৩.১.২ পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন, এবং শিক্ষকের আদেশ/নির্দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে।
৩.৪.১ পরিবারের রীতি-নীতি পালন করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে 'ইউ' আকৃতিতে বসবেন।
- শিশুদের তাদের পরিবারে কে কে আছেন তা জিজ্ঞাসা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিজের পরিবারের সদস্যদের কথা আগে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এবার শিশুদের বিভিন্ন উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে পরিবারের বিভিন্ন রীতি-নীতি (যেমন- পরিবারে সবাই একসাথে খাওয়া, গল্প করা, শিশুদের নিয়ে খেলা করা, শিশুরা বড়োদের কথা শুনা, ছোটোদের স্নেহ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার গল্প বলবেন) সম্পর্কে কথা বলবেন।
- এরপর শিশুদেরকে তাদের পরিবারে এরকম রীতি-নীতির সম্পর্কে বলতে বলবেন। শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক পরিবারের সদস্যদের আদেশ/নির্দেশ/অনুরোধ করা, বড়োদের সম্মান করা, ছোটোদের স্নেহ করা, সবার সাথে মিলেমিশে থাকা, অসহায় মানুষকে সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন এবং শিশুদের জুটিতে ও দলে ভাগ করে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ৫ সামাজিক রীতি-নীতি মানি ও অনুসরণ করি

শিখনফল

৩.৪.২ সামাজিক রীতি-নীতি সর্ম্পকে বলতে পারবে।
৩.৪.৩ সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

উপকরণ

চিত্র, ছবি ও ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে 'ইউ' আকৃতিতে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদেরকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব যেমন- পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা, জাতীয় দিবসসমূহ (স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস) উদযাপন ইত্যাদি সম্পর্কে বলবেন ।
- শিশুদেরকে আরও কিছু উৎসবের নাম বলতে উৎসাহিত করবেন এবং আমরা এইসব উৎসবে কী কী করি তা বলতে বলবেন।
- এরপর শিশুদের বিভিন্ন উৎসবের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন এবং শিশুরা এইসব উৎসব কীভাবে উদযাপন করে তা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদেরকে নিয়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারির গানটি গাইবেন ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের শহিদ মিনারে বা শ্রেণিতে কাল্পনিক শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ভূমিকাভিনয় করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের উপর শিশুদের নিয়ে ভূমিকাভিনয় করবেন।

ভাষা ও যোগাযোগ

শোনা ও বলা

প্রাক-পঠন

প্রাক-লিখন

ভাষার কাজ (শোনা-বলা, প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন)

ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগের অন্যতম বাহন হলো ভাষা। শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শ্রেণিতে আসে তখন সে ভাষার বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করে আসে। যেমন- মাতৃভাষায় কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও কথা বলার মাধ্যমে তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা। তার এই শোনা ও বলার দক্ষতাকে আরও বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা শিক্ষকের যেমন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তেমনি বর্ণমালার আনুষ্ঠানিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তাঁর দায়িত্ব। এর মানে এই নয় যে, শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই সাবলীলভাবে পড়তে ও লিখতে শিখে যাবে বরং এই শ্রেণিতে শিক্ষকের কাজ হবে আনন্দের সাথে ছড়া ও গান করা, মজা করে গল্প বলা, অর্থপূর্ণভাবে প্রাক-পঠনের বিভিন্ন কাজ করা এবং প্রাক-লিখনের নানা কাজে শিশুকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা। যাতে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগমূলক দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক সূচনার ভিত্তি মজবুত হয়। কেননা শিশু ভাষার এই দক্ষতাগুলো যত ভালোভাবে অর্জন করবে অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনও তার জন্য সহজ হবে।

শিশুদের ভাষার বিকাশে গান, গল্প ও ছড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছন্দের তালে তালে শিশুরা ছড়া ও গান শুনতে ও বলতে পছন্দ করে এবং এই বয়সি শিশুরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শ্রেণিতে ২২টি ছড়া, ১৫টি গান (শিক্ষক সহায়িকাতে ১৪টি গান ও আমার বইয়ের ১টি ছড়া গান) এবং ২২টি গল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশুদের নিয়ে গান, গল্প ও ছড়া বলার কাজ এবং প্রাক-পঠন ও লিখনের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করার সময় শিক্ষক খুব সতর্কতার সঙ্গে শিশুকে সহায়তা করবেন। এ সময় শিশুর সঙ্গে শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে কথা বলা এবং শিশুকে কথা বলার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর কথা মন দিয়ে শোনা ও শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এবং প্রশ্ন করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া অনেক জরুরি। ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শোনা-বলা, প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখন এই তিনটি ভাগে বিভিন্ন কাজ ও খেলা রয়েছে। এই কাজ ও খেলার জন্য প্রতিদিন ক্লাস রুটিনে মোট ৩৫ মিনিট (ছড়া, গান ও গল্পের জন্য ১৫ মিনিট এবং শোনা-বলা, প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখনের জন্য ২০ মিনিট) সময় বরাদ্দ রয়েছে। নিচে ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং প্রতিটি কাজের শিখনফলসহ পদ্ধতিসমূহ বর্ণিত হলো।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।
৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।
৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোটো ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৪.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদান করতে পারা।
৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

ক। শোনা ও বলা

শোনা ও বলার দক্ষতা হলো ভাষার বিকাশের একটি অন্যতম উপায়। শিশুরা তার পরিবার ও চারপাশের পরিবেশ থেকে নানাভাবে কথা শুনে শুনে বলতে শুরু করে এবং ধাপে ধাপে এই শোনা ও বলার মধ্যদিয়ে শিশু ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগ করতে শিখে। যা পরবর্তীতে তার ভাষার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের শোনা ও বলার দক্ষতা বিকাশের জন্য গান, গল্প ও ছড়ার পাশাপাশি কথোপকথন, অভিজ্ঞতার গল্প, নাম থেকে ধ্বনি, ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি এবং ধারাবাহিক গল্প বলা নামে কিছু কাজ রাখা হয়েছে। নিচে এই কাজগুলো শিখনফলসহ শিক্ষক কীভাবে করাবেন তার পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক শিশুদের নিয়ে মজা করে খেলার মাধ্যমে এই কাজগুলো করাবেন। শিশুদের সঙ্গে বেশি বেশি কথা বলবেন এবং তাদেরকেও কথা বলতে এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

ছড়া

প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের ভাষার বিকাশে ছড়ার ভূমিকা ব্যাপক। শিশুরা ছড়া শুনতে ও বলতে পছন্দ করে। ছড়া শোনা ও বলার মাধ্যমে শিশুদের শোনার দক্ষতা বাড়ে এবং তাদের শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পায়। ছড়ার মাধ্যমে শিশুরা নতুন নতুন শব্দ শুনতে ও বলতে পারে। এই বয়সে শিশুদের সাথে ছড়া বলার মূল উদ্দেশ্য হলো উৎসাহ ও আনন্দের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গি ও মজা করে ছড়া বলতে পারা, ছড়া মুখস্থ করা নয়। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য ২২টি ছড়া পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। ক্লাস রুটিনের নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে শিশুরা এই ছড়াগুলো চর্চা করবে।

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে ছড়া বলা ও চর্চার আগে শিক্ষক প্রতিটি ছড়া ভালোভাবে নিজে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো ছড়াটি শিশুদের সামনে শুদ্ধ উচ্চারণে অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে কয়েকবার বলবেন। ছড়ার বিষয়বস্তু নিয়ে সহজভাবে কথা বলবেন যাতে ছড়াটির প্রতি শিশুদের আগ্রহ তৈরি হয়।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ছড়াটি কয়েকবার বলবেন এবং হাততালি দিয়ে শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- অতঃপর ছড়াটির দুই বা চার লাইন শিক্ষক নিজে শুদ্ধ উচ্চারণে বলবেন এবং শিশুদেরও বলতে বলবেন। প্রথম দুই লাইন সবার আয়ত্ত্ব হলে পরের দুই বা চার লাইন চর্চা করাবেন।
- এভাবে দুই বা চার লাইন করে পুরো ছড়াটি চর্চা করাবেন।
- যে শিশুরা ছড়াটি আগে আয়ত্ত্ব করতে পারবে, তাদেরকে সামনে ডেকে ছড়াটি বলতে উৎসাহ দেবেন। এই ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুকে ছড়া বলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ছড়াটি আয়ত্ত্বে আসার পর হাততালি দিয়ে, অঙ্গাভঙ্গিসহ মজা করে তাদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে অডিও শুনিয়ে/ভিডিও দেখিয়ে ছড়া বলতে সহায়তা করবেন।
- নির্ধারিত ছড়া ছাড়াও শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ছড়া একই নিয়মে শিশুদের নিয়ে মজা করে চর্চা করতে পারেন।

নির্বাচিত ছড়ার তালিকা

১. হাট্টিমা টিম টিম
২. আম পাতা জোড়া জোড়া
৩. টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া
৪. নোটন নোটন পায়রা
৫. ইঁদুর ছানার ছড়া
৬. ঐ দেখা যায় তাল গাছ
৭. মৌমাছি মৌমাছি
৮. আয় আয় চাঁদ মামা
৯. সাঁতার না শিখলে
১০. আয়রে আয় টিয়ে
১১. গোল কোরোনা
১২. ওয়ান গেল মাছ ধরতে
১৩. সকালে উঠিয়া আমি
১৪. Twinkle twinkle, little star
১৫. মজার দেশ
১৬. ABCDEFG
১৭. চোখ দিয়ে দেখি আমি
১৮. লালশাক কচুশাক
১৯. নখ কাটি চুল ছাঁটি
২০. গাছে গাছে ফুল ফোটে
২১. রেলগাড়ি রেলগাড়ি
২২. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো

ছড়া-১

হাট্টিমা টিম টিম

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।

ছড়া-২

আম পাতা জোড়া জোড়া

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া
ওরে বুবু সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে।

ছড়া-৩

টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া

টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া
ঠোঁটটি তোমার লাল,
আজকে তুমি যাওগো উড়ে
আবার এসো কাল।

ছড়া-৪

নোটন নোটন পায়রাগুলো

নোটন নোটন পায়রাগুলো
ঝোটন বেঁধেছে,
ওপাড়েতে ছেলেমেয়ে
নাইতে নেমেছে
দুই ধারে দুই রুই কাতলা
ভেসে উঠেছে!
কে দেখেছে? কে দেখেছে?
দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল
ছুঁড়ে মেরেছে,
উহ্ বড্ড লেগেছে।

ছড়া-৫

ইঁদুর ছানার ছড়া

এক দুই তিন
মায়ের সাথে ইঁদুর ছানা নাচছে তা ধিন ধিন।
চার পাঁচ ছয়
বিড়াল এলো, ছুটল সবাই পেয়ে ভীষণ ভয়।
সাত আট নয়
একটি ছানা আটকে গেছে কী হয়! কী হয়!
আট নয় দশ
ইঁদুর ছানা গেলো পালিয়ে, বিড়ালের আফসোস্!

ছড়া-৬

ঐ দেখা যায় তাল গাছ

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমাদের গাঁ,
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বগির ছা।
ও বগি তুই খাস কি?
পান্তা ভাত চাস্ কি?
পান্তা আমি খাইনা
পুঁটি মাছ পাই না
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

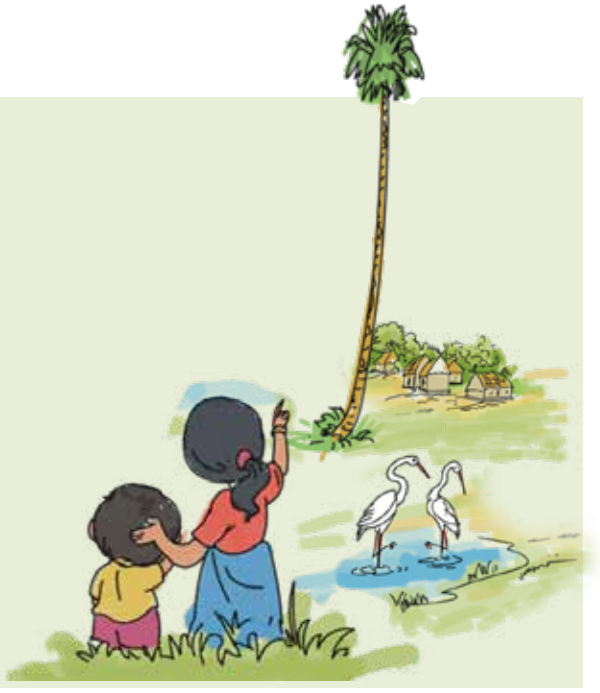

ছড়া-৭

মৌমাছি মৌমাছি

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ঐ ফুল ফোটে বনে,
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময়তো নাই।

ছড়া-৯

সাঁতার না শিখলে

সাঁতার না শিখলে
নামব না পুকুরে
পকুরে না নামলে
সাঁতরাব কী করে?
শিখব, শিখব, আছে আয়োজন
জীবনের জন্য সাঁতার শেখা প্রয়োজন।

ছড়া-৮

আয় আয় চাঁদ মামা

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো,
মাছ কাটলে মুড়ো দেবো,
কালো গাইয়ের দুধ দেবো,
দুধ খাবার বাটি দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

ছড়া-১০

আয়রে আয় টিয়ে

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে,
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাইনা দেখে ভোঁদর নাচে।
ওরে ভোঁদর ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

ছড়া-১১

গোল কোরোনা

গোল কোরোনা গোল কোরোনা
ছোটন ঘুমায় খাটে,
এই ঘুমকে কিনতে হলো
নওয়াব বাড়ির হাটে।
সোনা নয় রূপা নয়
দিলাম মোতির মালা,
তাইতো ছোটন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা।

ছড়া-১২

ওয়ান গেল মাছ ধরতে

ওয়ান গেল মাছ ধরতে
টু গেল তার সাথে,
থ্রি বসে নৌকা চালায়
বৈঠা নিয়ে হাতে।
ফোর পড়ল গাছ থেকে
ফাইভ বসে কাঁদে,
সিক্স বসে রকেট চালায়
পূর্ণিমারই চাঁদে।
সেভেন জলে সাঁতার কাটে
এইট কাটে ধান,
নাইন বসে তবলা বাজায়
টেন ধরেছে গান।

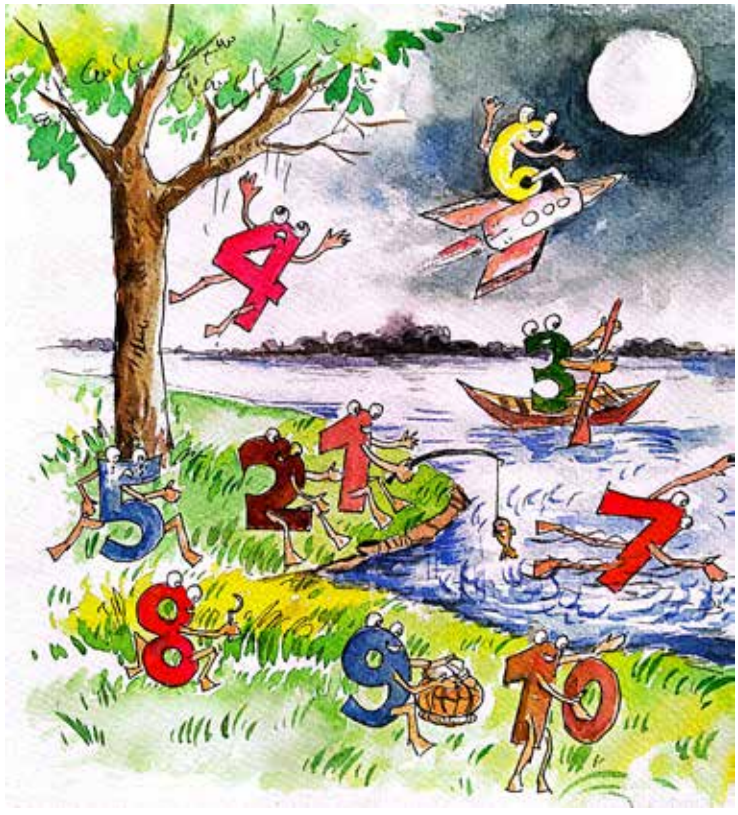

ছড়া-১৩

সকালে উঠিয়া আমি

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ছড়া-১৪

Twinkle Twinkle

Twinkle twinkle, little star
How I wonder what you are?
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle twinkle, little star,
How I wonder what you are?

ছড়া-১৫

মজার দেশ

এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো।

আকাশ সেথা সবুজবরণ
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চরে রুই কাতলা
জলের মাঝে চিল!

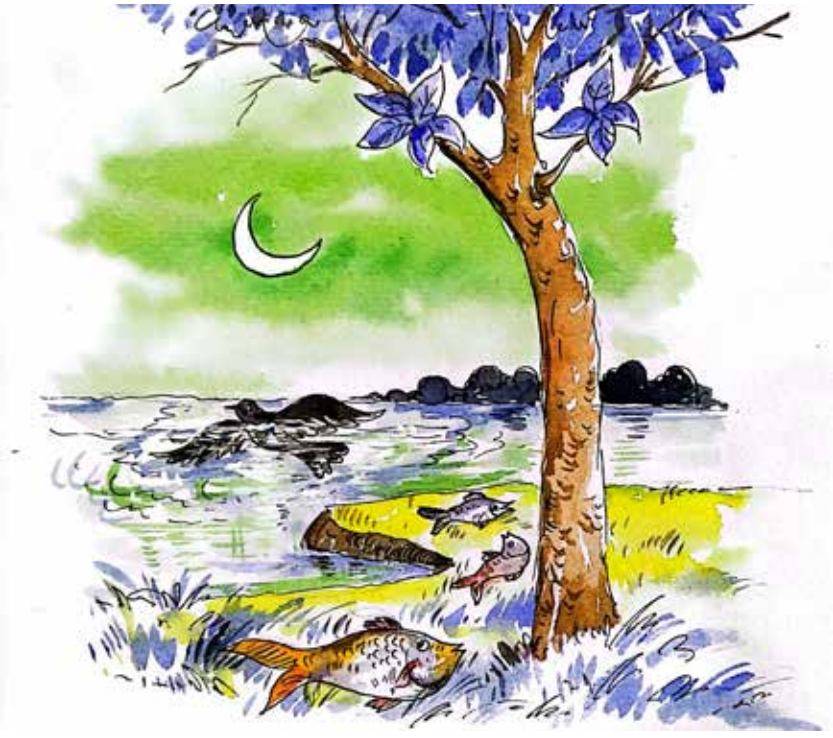

ছড়া-১৬

A B C D E F G

A B C D E F G
H I J K L M N O P
L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
Now I know my ABCs
Next time won't you sing with me?

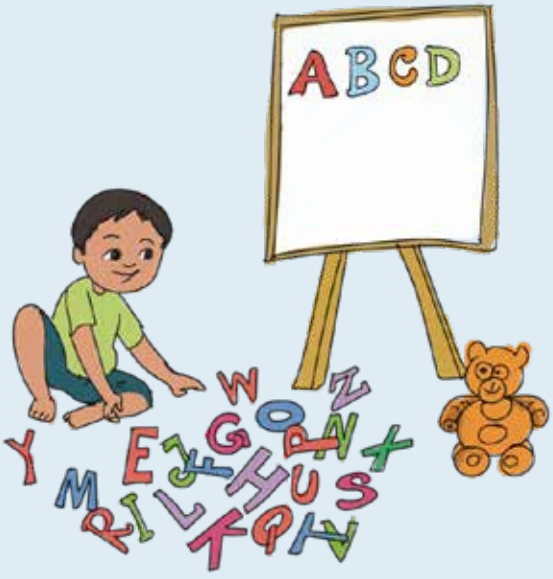

ছড়া-১৭

চোখ দিয়ে দেখি আমি

চোখ দিয়ে দেখি আমি
কান দিয়ে শুনি
হাত দিয়ে কাজ করি
লিখি আর গুনি।
পা দিয়ে হাঁটি আর
দৌড়-ঝাঁপ করি,
মুখ দিয়ে খাই আর
কথা বলি, পড়ি।

ছড়া-১৮

লালশাক কচুশাক

লালশাক কচুশাক
ফুলকপি খাই,
লাউ আর সিম খেয়ে
বড় মজা পাই।
মিষ্টিকুমড়া খাই
আরো খাই শসা,
টুকটুকে লাল গাজর
খেতে ভারি মজা।
করলা তেঁতো লাগে
তবু খেতে হয়,
টমেটোর কতগুণ
জানো নিশ্চয়!

ছড়া-১৯

নখ কাঁটি চুল ছাঁটি

নখ কাঁটি চুল ছাঁটি
থাকবো মোরা পরিপাটি।
ভালো করে দাঁত মাজি
জামা কাপড় পরে সাজি
হাত ধুয়ে খাবার খাই
জুতা পরে স্কুলে যাই।

ছড়া-২০

গাছে গাছে ফুল ফোটে

গাছে গাছে ফুল ফোটে
ওড়ে মৌমাছি,
মাছ খেয়ে মাছরাঙা
করে নাচানাচি।
আকাশেতে চিল ওড়ে
দাঁড়িয়ে থাকে বক,
আতাফল মিঠা এত
তেঁতুল কেন টক?

ছড়া-২১

রেলগাড়ি রেলগাড়ি

রেলগাড়ি রেলগাড়ি
ঝিক ঝিক ঝিক
আকাশেতে তারা হাসে
ফিক ফিক ফিক।
রেলের সঙ্গে তারা চলে
তারার সঙ্গে রেল
বসে বসে আমরা চলি
কেমন মজার খেল।

ছড়া-২২

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।

গান

শিশুদের ভাষার বিকাশে বিশেষ করে শোনা ও বলার দক্ষতা অর্জনে গান বিশেষভাবে সহায়তা করে। গানের মাধ্যমে শিশুরা যেমন নতুন নতুন শব্দ শুনতে ও বলতে পারে, তেমনি সুর ও ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তাই শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক আনন্দের সঙ্গে মজা করে গান করবেন। শিক্ষক শিশুদের গান করতে ও গানের সঙ্গে নাচতে উৎসাহিত করবেন। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য ১৫টি গান (শিক্ষক সহায়িকাতে ১৪টি গান ও আমার বইয়ের ১টি ছড়া গান) রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ছড়া গান ও দেশাত্মবোধক গান রয়েছে। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী সপ্তাহে এক দিন করে মাসে দুইটি করে গান করবেন এবং পূর্বের শেখা গানগুলো অনুশীলন করবেন। উল্লেখ্য যে, সহায়িকায় নির্ধারিত গান ছাড়া শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত আঞ্চলিক/দেশাত্ববোধক গানও একই নিয়মে শিশুদের শেখাতে পারেন।

শিখনফল

৩.৪.৩ সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৬.১.৭ সুর ও ছন্দের তালে তালে বয়স উপযোগী গানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৬.১.৮ ছন্দের তালে তালে বয়স উপযোগী গানের সাথে নাচতে পারবে।
৬.১.১০ স্থানীয় সাধারণ বাদ্যযন্ত্র শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা, ঘুঙুর, তবলা, হারমনিয়াম ও স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে)

পদ্ধতি

- শিশুদের গান শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি গান নিজে ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং গানের মূল বিষয়বস্তু সহজভাবে তাদের বুঝিয়ে বলবেন।
- এরপর পুরো গানটি শিশুদের সামনে গাইবেন এবং গানটি তাদের কেমন লাগলো তা জানতে চাইবেন।
- এবার শিক্ষক গানটির প্রথম অংশ শিশুদের সাথে নিয়ে মজা করে গাইবেন। প্রথম অংশ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করার পর পরবর্তী অংশ গাইবেন। গানের কথা, সুর, ছন্দ, আয়ত্ত্বে এলে শিশুরা হাততালি দিয়ে সকলে মিলে গাইবে।
- গানের কোনো কথা যদি কঠিন মনে হয় তবে শিক্ষক সহজভাবে শিশুদের তা বুঝিয়ে বলবেন।
- এভাবে পুরো গানটি শিশুদের নিয়ে সুর ও ছন্দের তালে তালে অনুশীলন করবেন।
- প্রয়োজনে অডিও শুনে/ভিডিও দেখে গান গাইতে শিশুদের সহায়তা করবেন।
- গানটি আয়ত্ত্বে আসার পর শিশুদের একাকী ও দলে গাইতে উৎসাহিত করবেন এবং সহায়তা করবেন।
- পুরো গান আয়ত্ত্বে আসার পর দলীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।
- পরবর্তীতে গানের সঙ্গে সঙ্গে দলগতভাবে শিশুদের নাচতে উৎসাহিত করবেন।

বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গান করার পাশাপাশি স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রের (যেমন- বাঁশি, একতারা, ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি) ছবি, চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শন করে যন্ত্রগুলোর নাম বলবেন এবং শিশুদের কাছ থেকেও প্রদর্শিত বাদ্যযন্ত্রের নাম জানতে চাইবেন।
- শিশুদের বাদ্যযন্ত্রের নাম বলতে উৎসাহিত করবেন এবং বলতে না পারলে চিনতে সহযোগিতা করবেন।
- বিদ্যালয়ে যদি কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকে শ্রেণিকক্ষে এনে তা শিশুদের দেখাবেন এবং প্রয়োজনে তাদের বাজিয়ে দেখতে সহায়তা করবেন।
- এছাড়া সুযোগ থাকলে নির্দিষ্ট কোনো একটি দিনে বাদ্যযন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শিশুদের গান গাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন।

গানের তালিকা

১. বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে

২. দোল দোল দোলনি

৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

৪. এমন মজা হয় না

৫. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী

৬. আমরা সবাই রাজা

৭. গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত

৮. Head shoulders knees and toes

৯. আমরা করবো জয়

১০. একদিন ছুটি হবে

১১. লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া

১২. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

১৩. প্রিয় ফুল শাপলা ফুল

১৪. প্রজাপতি

গান-১

বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে

বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে
আয় না যা না গান শুনিয়ে। (২ বার)
দূর দূর বনের গান,
নীল নীল নদীর গান।
দুধ ভাত দেবো সন্দেশ মাখিয়ে।
বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে
আয় না যা না গান শুনিয়ে।

গান-২

দোল দোল দোলনি

দোল দোল দোলনি, রাঙা মাথার চিরুনি,
এনে দেবো হাট থেকে, মান তুমি করো না।
নোটন নোটন খোপাটি, তুলে এনে দোপাটি,
রাঙা ফিতায় বেঁধে দেবো, মান তুমি কোরো না।।

চেয়ে দেখো ডালিম ফুলে, ওই জমেছে মৌ,
বৌ কথা কও, ডাকছে পাখি কয় না কথা বৌ।
ঝুমঝুমি মল পায়েতে গয়না সোনার গায়েতে,
আরও দেবো নাকের নোলক মান তুমি কোরোনা।।

গান-৩

আমার ভাইয়ের i‡³ রাঙানো

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।

গান-৪

এমন মজা হয় না

এমন মজা হয়না
গায়ে সোনার গয়না
বুবু মনির বিয়ে হবে
বাজবে কত বাজনা।।
আজকে বুবুর মুখে হাসি
কালকে বুবুর বিয়ে
বর আসবে পালকি চড়ে
বকুল তলা দিয়ে
বর আসতে দেবো না
বুবুর কাছে নেব না
ও বুবু তোর বরকে বলিস
আনতে আমার খাজনা।।
এমন মজা হয়না
গায়ে সোনার গয়না।

গান-৫

আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী

আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী
সাথী মোদের ফুলপরী,
ফুলপরী লালপরী লালপরী নীলপরী
সবার সাথে ভাব করি।।
এখানে মিথ্যো কথা কেউ বলে না
এখানে অসৎ পথে কেউ চলে না
নেই কোন দুঃখ অপমান
ছোট বড় সবাই সমান
ভালবাসা দিয়ে জীবন গড়ি জীবন গড়ি।
আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী
সাথী মোদের ফুলপরী,
ফুলপরী লালপরী লালপরী নীলপরী
সবার সাথে ভাব করি।।

গান-৬

আমরা সবাই রাজা

আমরা সবাই রাজা
আমরা সবাই রাজা
আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কি স্বত্বে?
আমরা সবাই রাজা.....।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি (২)
আমরা নই বাঁধা নই
দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কি স্বত্বে?
আমরা সবাই রাজা।
আমরা সবাই রাজা
আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

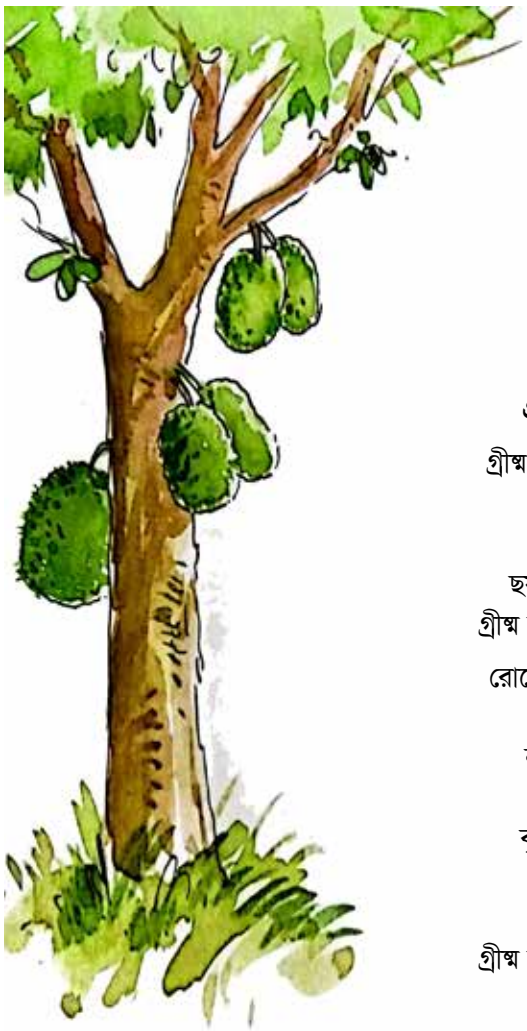

গান-৭

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত
ছয়টি পাখি ছয়টি রূপে
এসে বাংলাদেশে
ছয়টি সুরে করে ডাকাডাকি
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত।

রোদে পুড়িয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে,
গ্রীষ্ম এসে কয়,
নতুন পথে চলতে হবে,
ভাঙিয়ে দিলাম ভয়।।
বৃষ্টি নূপুর পরে বর্ষা এসে
মেঘের কাজল দিয়ে
সাজাই আঁখি।।
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত।

গান-৮

Head shoulders knees and toes

Head, shoulders, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
and eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

গান-৯

আমরা করব জয়

আমরা করব জয়, আমরা করব জয়
আমরা করব জয় একদিন।
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি
আমরা করব জয় একদিন।
আমাদের নেই কোন ভয়, আমাদের নেই কোন ভয়
আমাদের নেই ভয় আজকে।
ও হো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি
আমরা করব জয় একদিন।

We shall overcome, We shall overcome
We shal overcome someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall overcome someday;

We are not afraid, We are not afraid,
We are not afraid today;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall overcome someday;

গান-১০

একদিন ছুটি হবে

একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাবো
নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো।।
যেখানে থাকবেনা কোন বাঁধন
থাকবে না নিয়মের কোন শাসন, ও ও ও।
পাখি হয়ে উড়বো, ফুল হয়ে ফুটবো।।
পাতায় পাতায় শিশির হয়ে হাসি ছড়াবো।
একদিন ছুটি.....

গান-১১

লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া

লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না
চাই তার লাল ফিতে চিরুনি আর আয়না।।
জেদ বড় লাল পেড়ে টিয়া রং শাড়ি চাই
মন ভরা রাগ নিয়ে হলো মুখ ভারী তাই
বাটা ভরা পান দেবো মান কেন যায় না।
লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না
চাই তার লাল ফিতে চিরুনি আর আয়না।

গান-১২

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আহা হাহা হা
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
আহা হাহা হা
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
আহা হাহা হা
মেঘের কোলে.....
আহা হাহা হা।

গান-১৩

প্রিয় ফুল শাপলা ফুল

প্রিয় ফুল শাপলা ফুল
প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। (২ বার)
প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষা
মায়ের কথার মিষ্টি রেশ।।
প্রিয় পাখি দোয়েল পাখি
প্রিয় সবুজ লাল,
আরো প্রিয় জষ্ঠী মাসের
সুবাসী কাঁঠাল। (২ বার)
মাঠে রাখালিয়া বাঁশি
ভোলায় যত দুঃখ ক্লেশ।।

গান-১৪

প্রজাপতি

প্রজাপতি প্রজাপতি (২ বার)
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গীন পাখা
টুকটুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গীন পাখা।।
তুমি টুলটুলে বনফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে ওই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালি রূপালি পরাগ মাখা।।
কোথায় পেলে ভাই..............।
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথী করে,
তোমার সাথে প্রজাপতি!
প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গীন পাখা।।

গল্প

শিশুরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসে। শিশুর ভাষার বিকাশের জন্য গল্প শোনা ও বলা অত্যন্ত জরুরি। গল্প শোনা ও বলার চর্চার মাধ্যমে শিশুরা নতুন নতুন শব্দ শুনতে ও বলতে পারবে, কথা গুছিয়ে বলতে শিখবে এবং নিজের মতো করে গল্প বলতে পারবে। এছাড়া গল্প শোনার মধ্য দিয়ে শিশুরা মনোযোগী হতে শিখে এবং বই ও ছবির প্রতি আগ্রহী হয়। বস্তুত, গল্প শিশুর চিন্তা ও কল্পনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য গল্প শোনানো এবং তাদেরকে গল্প বলতে দেওয়ার সুযোগ রাখা প্রয়োজন।

গল্প বলার সময় শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে শুদ্ধ উচ্চারণে ও স্পষ্টভাবে কথা বলবেন। গল্প নিয়ে শিশুদের ছোটো ছোটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন এবং উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুর জন্য মোট ২২টি গল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ১২টি গল্প এই শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট রাখা হয়েছে। নিচে গল্প শোনা ও বলার বিভিন্ন শিখনফলসহ গল্প বলার পদ্ধতি দেওয়া হলো।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকার গল্প ও গল্পের বই

শিখনফল

৩.২.১ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ও নিকটজনের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রর্দশন করতে পারবে।
৩.২.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও নিকটজনের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।
৩.৩.১ ভালো কাজ সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারবে।
৩.৩.২ সহপাঠী/বন্ধুদের সাথে ভালো কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৩.৪.১ পরিবারের রীতি-নীতি পালন করতে পারবে।
৩.৪.২ সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে।

গল্প বলার পদ্ধতি

- গল্প বলার আগে শিক্ষক গল্পটি ভালোভাবে পড়ে ও বুঝে আয়ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে শিশুদের কাছাকাছি নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পের আসর তৈরি করবেন।
- গল্প বলার সময় শিক্ষক একটু উঁচু জায়গায় বসে বইটি এমনভাবে ধরবেন, যাতে সব শিশু দেখতে পায়।
- তারপর গল্পের ভাবের সঙ্গে মিল রেখে গলার স্বরের ওঠানামা ও অঙ্গভঙ্গি করে গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনাবেন।
- গল্পটি শিশুরা বুঝতে পারছে কিনা তা ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে জেনে নেবেন
- এরপর পড়া শেষ হলে শিক্ষক সহায়িকার গল্পের ক্ষেত্রে এবং গল্পের বই থেকে গল্প বলার ক্ষেত্রেও শিশুদের ছবি দেখার জন্য সময় দেবেন এবং ছবিতে শিশুরা কী দেখছে, কী বুঝতে পারছে, তা নিয়ে কথা বলবেন।
- গল্প শোনা শিশুর জন্য একটি আনন্দদায়ক কাজ। শিশুরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসে। বিশেষ করে শিশুর ভাষাবৃত্তিক বিকাশের জন্য গল্প শোনা ও বলা অত্যন্ত জরুরি। গল্প বলার সময় শিক্ষককে শিশুদের সঙ্গে শুদ্ধ উচ্চারণে ও স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে। গল্প নিয়ে শিশুদের ছোটো ছোটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ও তাদেরকে গল্প বলার সময় শিক্ষক প্রয়োজনে উপকরণ (ছবি/পাপেট/পুতুল/মুখোশ ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারেন।
- নির্ধারিত গল্পের বই থেকে গল্প বলা শেষে শিক্ষক শিশুদের বইয়ের ছবি দেখার পাশাপাশি বইটি নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেবেন।
- শিশুদের গল্পটি আয়ত্বে আসার পর তাদের মধ্য থেকে আগ্রহী কয়েকজন শিশুকে গল্পটি তার নিজের ভাষায় বলতে বলবেন এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিশু যেন সামনে এসে গল্প বলার সুযোগ পায় সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।
- শিশুরা কিছু শব্দ বা অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে গল্পটি বলতে পারলেও হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিবেন এবং প্রশংসা করবেন। গল্প বলার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে গল্প বলার সমান সুযোগ দেবেন।
- পরবর্তীতে গল্পটি আয়ত্বে এলে ধারাবাহিকভাবে তা শিশুদের দিয়ে বলানো যেতে পারে।
- এছাড়া কিছু গল্পের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিখনফলকে ভিত্তি করে শিক্ষক গল্পের বিষয়বস্তু শিশুদের সঙ্গে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন এবং শিশুদের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।

গল্পের তালিকা

শিক্ষক সহায়িকার গল্প

১. শেয়াল ও কাক
২. পানি
৩. দাদুর জন্য ভালোবাসা
৪. খেলতে যাই অনেক দূরে
৫. আরিয়ার মান অভিমান
৬. ঝুলে আছে মাশৈ
৭. ছুঁয়ে দেখি
৮. অহঙ্কারী গোলাপ
৯. পাতা ও মাটির ঢেলা
১০. ছোট্ট ছেলে বেলাল
১১. ছোটো লাল মুরগিটি
১২. তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল

গল্পের বই

১. কোথায় আমার মা
২. ফুল ফোটার আনন্দ
৩. বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি
৪. যাচ্ছ কোথায়?
৫. জবার লাল জামা
৬. ঘুড়িটা আমার
৭. খেলার ঘর
৮. সাদা প্রজাপতি
৯. দিচ্ছি পাড়ি মামার বাড়ি
১০. আমি বড়

গল্প ০১

শেয়াল ও কাক

এক কাক দোকান থেকে একটুকরা মাংস ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে এসে একটা গাছে ডালে বসল। অনেকদিন সে মাংস খায় না। তাই মাংস পেয়ে মনে মনে অনেক খুশি হলো। সে কীভাবে মজা করে এই মাংসটা খাবে তাই ভাবছিল।

এমন সময় একটা শেয়াল গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই তার চোখ পড়ল কাকের মুখে থাকা মাংসের উপর। মাংস দেখে তার জিভে পানি চলে আসল। সে চিন্তা করতে লাগল কীভাবে এ মাংসটা খাওয়া যায়।

হঠাৎ শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে কাককে বলল, কাক ভাই, তুমি কত সুন্দর! কী সুন্দর মিচমিচে কালো রং তোমার। তোমার গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। কতদিন ধরে তোমার মিষ্টি গলার কোনো গান শুনি না। কাক শেয়ালের প্রশংসা শুনে খুব খুশি হলো। আবার শেয়াল কাককে বলল, তোমার মধুর কণ্ঠের একটা গান আমায় শোনাও না ভাই?

কাক শেয়ালের কথায় এতটাই খুশি হলো যে গলা ছেড়ে কা-কা স্বরে গাইতে শুরু করল। আর কা-কা করে ডাকতেই কাকের মুখ থেকে মাংসটা টুপ করে পরে গেলো নিচে।

শেয়াল তো নিচে তৈরিই ছিল। খপ করে মাংস নিয়ে মুখে পুরে মনের আনন্দে খেতে খেতে চলে গেলো। কাক এবার তার ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু ততক্ষণে শেয়াল চলে গেছে অনেক দূরে।

গল্প ০২

পানি

সুস্থ থাকার জন্য আমরা সবাই পানি খাই
পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য পানি চাই-ই চাই।
পানি দিয়ে আমরা সবাই করি অনেক কাজ
বলো দেখি বকুলপুরে করছে কে কী আজ?

সাগরে পানি, নদীতে পানি, পানি আছে খালে
পুকুরে পানি, কলে পানি, পানি আছে বিলে।
পাহাড় থেকে ঝরনা হয়ে নামছে পানি জানি,
আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে, কোথায় পেল পানি?

কী সুন্দর! পানির নিচে দেখো অনেক মাছ
তারই সাথে ভাসছে দেখো হরেক রকম গাছ।
শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া কত্ত কিছু দেখি
সবাই মিলে চলো এবার এই ছবিটা আঁকি।

কৃষক জমির ফসল ফলায়, পানি লাগে ভাই
ধানের খেতে, সবজি খেতে অনেক পানি চাই।
ফুলগাছেও পানি লাগে, সবাই বলে, জানি!
আর কী কাজে পানি লাগে, বলো দেখি শুনি?

অনেক কাজেই পানি লাগে দিন অথবা রাত
সবাই দেখো সাবান দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে হাত।
করতে গোসল, ধুতে কাপড় পানি লাগে ভাই
শাকসবজি ধুতে বলো, কেমন পানি চাই?

গহিন বনের ভেতর দেখো অনেক পশু আছে
নানারঙের পাখি দেখো আছে গাছে গাছে ।
খাচ্ছে পানি বনের পশু, খাচ্ছে বনের পাখি
পানির উপর আরো কী কী আছে বলো দেখি?

নানান কাজে পানি লাগে ছবিগুলো দেখি
পরিচ্ছন্ন থাকতে হলে করতে হবে কী কী?
মানুষ, গরু, পশু, পাখি, সবারই চাই পানি
খাবার জন্য কেমন পানি লাগবে বলো শুনি?

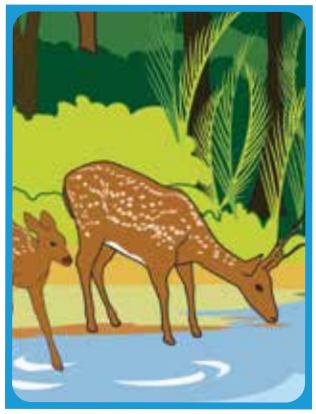

উৎস: সিসিমপুর কর্তৃক প্রকাশিত মোহাম্মদ শাহ আলম এর গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প
০৩

দাদুর জন্য ভালোবাসা

রূপাকে দাদু গল্প শোনায়। দাদুর ছেলেবেলার গল্প। গ্রামের মাঠে ঘাটে ছুটে বেড়ানোর গল্প। বাংলা মায়ের গল্প। বাংলা মাকে ভালোবাসার গল্প। গল্প শুনতে রূপার খুব ভালো লাগে। একদিন। দাদুর মন ভালো নেই। এতে রূপারও মন খারাপ হয়। রূপা ভাবতে থাকে। দাদুর মন ভালো করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? দাদুকে চশমা পরিয়ে দেয়। তা-ধিন তা-ধিন নেচে দেখায়। তবু দাদুর মন খারাপ। না, এভাবে হবে না। অন্যকিছু করতে হবে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসে মাথায়।

রূপা চালুনি নিয়ে আসে। ঝুলিয়ে দেয় বাগানে। গাছে পানি দেয়ার ঝাঁঝরি নেয়। ঝুলিয়ে দেয় গাছের ডালে। মা বলেন, কী করছো রূপা? রূপা বলে, দাদুর মন ভালো করছি। মা হাসেন। রূপা মেঘ তৈরি করে। নীল আকাশে সাদা তুলো মেঘ। বাবা বলেন, কী করছো রূপা? রূপা বলে, দাদুর মন ভালো করছি। বাবাও হাসেন। এরপর দাদুর ফুলদানির ফুল ছড়িয়ে দেয় ডালে ডালে।

এবার দাদু বের হয়ে আসেন। বলেন, কী করছো রূপা? রূপা বলে, তোমার মন ভালো করছি। তোমার জন্য ৬টি ছবি একেঁছি। এই দেখো গ্রীষ্মকাল। কী গরম! সূর্যের তেজে ঘামছে লোকটা। এখানে বর্ষা। সবাই বৃষ্টিতে ভিজছে। এপাশে নির্মল আকাশ। আকাশে ভেসে বেড়ায় শরতের মেঘ। ঘরে উঠেছে সোনার ফসল। নতুন ধান। এরা মনের আনন্দে ধান ভানছে। এখানে শীতকাল। শীতের পিঠা তৈরি হচ্ছে। মজা করে খাচ্ছে সবাই। আর এই দেখো। ফুলে ফুলে ভরে গেছে প্রকৃতি। বাংলাদেশের চিত্র এঁকেছি, দাদু। এ দেশ তোমার খুব প্রিয়। তুমি খুশি হওনি? দাদুর চোখ ছলছল করে ওঠে। আনন্দে রূপাকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেন।

উৎস: রুম টু রিড কর্তৃক প্রকাশিত ফারজানা তান্নি এর গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প ০৪

খেলতে যাই অনেক দূরে

ছোট্ট এক হাঁসের ছানা খেলতে গেলো অনেক দূরে মাঠ পেরিয়ে, গ্রাম পেরিয়ে, সবুজ এক বনের ধারে। সেথায় ছিল ব্যাঙের ছানা।

হাঁসের ছানা বলল, 'প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক, খেলবে ভাই আমার সাথে?'
ব্যাঙের ছানা বলল, 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ... ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ..., খেলব চলো অনেক দূরে।'

এবার ওরা খেলতে গেলো অনেক দূরে মাঠ পেরিয়ে, গ্রাম পেরিয়ে, সবুজ এক বনের ধারে। সেথায় ছিল মুরগি ছানা।

হাঁসের ছানা ডাকল, প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।
ব্যাঙের ছানা বলল, 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ... ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ..., খেলবে ভাই মোদের সাথে?'
মুরগি ছানা বলল, 'চিউ চিউ চিউ খেলব চলো অনেক দূরে।'

এবার ওরা খেলতে গেলো অনেক দূরে মাঠ পেরিয়ে, গ্রাম পেরিয়ে, সবুজ এক বনের ধারে। সেথায় ছিল ভেড়ার ছানা ও ছাগল ছানা

হাঁসের ছানা ডাকল, প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।
ব্যাঙের ছানা ডাকল, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ... ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ...।
মুরগি ছানা বলল, 'চিউ চিউ চিউ... খেলবে ভাই মোদের সাথে?'
ভেড়ার ছানা বলল, 'ভ্যা... ভ্যা... ভ্যা... খেলব চলো অনেক দূরে।'
ছাগল ছানা বলল,'ম্যা... ম্যা... ম্যা ... খেলব চলো অনেক দূরে।'

অনেক দূরে, বনের ধারে সবাই মিলে খেলল এবার কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাও তাকে ছোঁও। দিনের শেষে হঠাৎ করে বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে। যে যার বাড়ি ফিরে গেলো মজা করে।

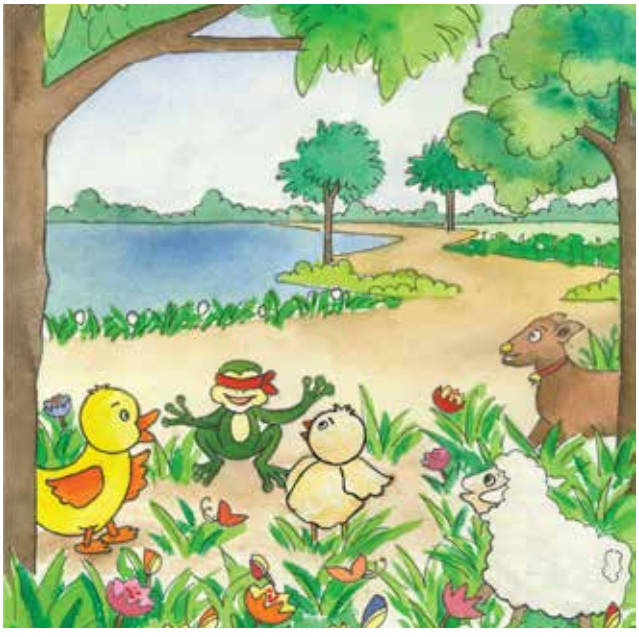

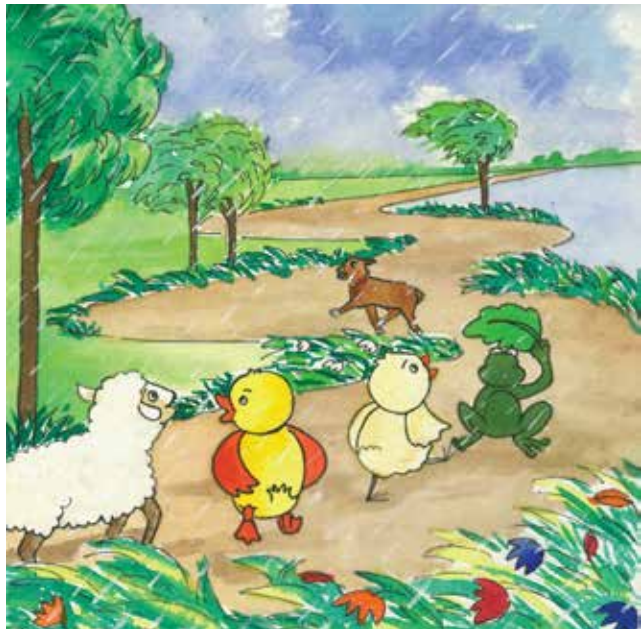

উৎস: ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত নাজনীন ইমাম এর গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প ০৫

আরিয়ার মান অভিমান

আজ আরিয়ার মন খুব খারাপ। আরিয়া তার চাচাতো ভাই টুনু ও চাচাতো বোন রিমিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না! দাদু দেখলেন, আরিয়া মন খারাপ করে বসে আছে। দাদু জানতে চাইলেন, 'আরিয়া-সোনার কী হয়েছে?' আরিয়া জিজ্ঞেস করল, 'টুনু ও রিমি কোথায় দাদু? সকাল থেকেই ওদের দুজনকে খুঁজে পাচ্ছি না!' 'ওরাতো ওদের নানুর বাড়ি গেছে' বললেন দাদু। আরিয়া তখন কান্না করে বলল, 'তাহলে এখন আমি কাদের সঙ্গে খেলা করব?' দাদু আরিয়াকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে খেলবে।'

কিছুক্ষণ পর কলিং বেল বেজে উঠল। দাদু দরজা খুলতে গেলেন। আরিয়াও দাদুর পেছন পেছন গেলো। আরিয়া দাদুর পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল আর ভাবল, মনে হয় টুনু ও রিমি এসেছে। কিন্তু না, স্কুল থেকে ভাইয়া এসেছে। আরিয়ার রাগ হলো। কেন এখনো টুনু ও রিমি এলোনা? দুপুরে আবার কলিং বেল বেজে উঠল। আরিয়া দৌড়ে গেলো। ঠিক টুনু ও রিমি এসেছে। কিন্তু না। পাশের বাড়ির খালামনি এসেছেন। আরিয়ার এবার খুব জেদ হলো। সে মনে মনে ভাবলো, ওদের সঙ্গে আর কখনো খেলবে না। বিকেল বেলা হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। আবারও আরিয়া দৌড়ে এলো। এবার যে টুনু ও রিমি এসেছে। ওদের দেখে আরিয়ার ভীষণ অভিমান হলো। ও দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

টুনু ও রিমি আরিয়াকে দেখে জড়িয়ে ধরতে গেলো। তখন আরিয়া অভিমান ভুলে হাসিমুখে ওদের জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাকে না নিয়ে আর কোথাও যাবে না কিন্তু!' রিমি বলল, 'আর কখনো যাব না।' তারপর তারা মজা করে খেলা করতে লাগল।

উৎস: ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ফেরদৌসী খানম এর গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প ০৬

ঝুলে আছে মাশৈ

পাহাড়ের ঢালে মাশৈদের ঘর। পাশেই একটি নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতু। কাঠ আর রশি দিয়ে বানানো। সেতুটি বেশ পুরানো। সবাই এই সেতু দিয়ে পার হয়। সকালে মাশৈ ও তার বন্ধুরা স্কুলে যায়। তখন বড়োরা তাদের সেতু পার হতে সাহায্য করে।

নদীর মাছদের খাওয়ানোর জন্য মাশৈর জামার পকেটে কখনো বিস্কুট, কখনো মুড়ি কখনো বা ভুট্টা থাকে। মাছদের সাথে তার খুব ভাব। মাশৈ সেতুতে উঠে হাঁটতে থাকে। তখন পানিতে মাছেরা সাঁতার কাটতে থাকে। মাশৈর ছুঁড়ে দেওয়া খাবার পেয়ে তারা লেজ নাড়ে। আনন্দে ছুটোছুটি করে। আজ মাশৈর স্কুলে যেতে দেরি হয়ে গেছে। তাই সে একা সেতু পার হচ্ছিলো। তবে মাশৈদের পোষা কুকুর লাচিং তাকে এগিয়ে দিতে এলো। সেতুর মাঝখানে এসে মাশৈ মাছগুলোকে মুড়ি খেতে দিলো। হঠাৎ একটি মাছ লাফিয়ে উঠলো। মাছ দেখার জন্য দৌড়ে এলো লাচিং। তার পায়ের ধাক্কায় পাহাড়ের ঢাল থেকে পাথর এসে সেতুর খুঁটিতে লাগলো। আর অমনি খুঁটি ভেঙে কাত হয়ে পড়লো সেতু।

সেতু থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে রশি ধরে ঝুলে রইলো মাশৈ। আর চিৎকার করতে লাগলো,"বাঁচাও বাঁচাও। আমি পড়ে যাচ্ছি।" লাচিং ঘেউ ঘেউ করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটে গেলো। মাশৈ আগের মতোই চিৎকার করতে লাগলো,"বাঁচাও, বাঁচাও।" কাছাকাছি কেউ ছিলো না। তাই মাশৈর ডাকও কেউ শুনতে পেলো না। লাচিং কাপড় ধরে টানতে টানতে মাশৈর মাকে নিয়ে এলো। ভাঙা সেতুতে মাশৈর জামা ঝুলতে দেখে তার মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। চিৎকার করে বলতে লাগলো," কে আছো, আমার মাশৈকে বাঁচাও। মাশৈকে বাঁচাও।" মায়ের চিৎকার শুনে পাড়ার অনেকে চলে এলো। দেখলো, সেতুর দড়ির সাথে ঝুলে আছে মাশৈর জামা। কিন্তু মাশৈকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এমন সময় এলেন কয়েকজন ভিক্ষু। তাহলে কোথায় গেলো মাশৈ? হঠাৎ ভিক্ষু চিৎকার করে উঠলেন, "ওই তো মাশৈ! পাথর ধরে ভেসে আছে। মাশৈকে পানি থেকে তুলে আনতে হবে।" ভিক্ষু তাঁর চাদর এগিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব দিলেন কাঁধের রুমাল। এরপর সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো। কাপড়গুলো একটার পর একটা জোড়া দিয়ে লম্বা রশির মতো তৈরি করলেন। কাপড়ের রশি ধরে খাড়া পাহাড়ের নিচে নামলেন দুজন। রশিটা এগিয়ে দিলেন মাশৈর দিকে। কাপড়ের রশি ধরে টেনে টেনে মাশৈকে নদীর কিনারে নিয়ে আসা হলো। মাশৈ দুহাতে শক্ত করে মোল্লা চাচার গলা জড়িয়ে ধরলো। আর এভাবে পাড়ার সবাই মিলে মাশৈকে পানি থেকে তুলে আনলো।

উৎস: রুম টু রিড কর্তৃক প্রকাশিত নিলোৎপল বড়ুয়া এর গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প ০৭

ছুঁয়ে দেখি

আয়ান খুব খুশি। মায়ের সঙ্গে বাগানে ঘুরতে যাবে। বাগানে নরম সবুজ ঘাস। আয়ান পা রাখে সেখানে। এক পা ঘাসে রেখে আরেক পা উঁচু করে ধরে। মা বলে, 'পা ফেলো, এগুলো ঘাস। দেখো কী নরম!' ঘাসের ওপর পা রাখতে আয়ানের খুব ভালো লাগে। বাগানে অ--নে--ক পাতা পড়ে আছে। শুকনো পাতা। আয়ান এগিয়ে যায়। খসখস। খসখস। খসখস। মা বলেন, 'এগুলো শুকনো ঝরা পাতা। একটু খসখসে।' একটা পাতা আয়ানের পায়ের সঙ্গে আটকে যায়। ওহ! বলে আয়ান পা-টা উঁচু করে দেখে। হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই পাতাটা ফস করে পড়ে যায়।

মা বলেন, 'চলো, আমরা ওদিকে যাই।' আয়ান ছুটে যায় সে দিকে। ওখানে পাথর ছড়ানো-ছিটানো আছে। ছোটো, বড়ো, মাঝারি নানা রকমের অ-নে-ক পাথর। মা বলেন, 'খুব সাবধানে পা রাখবে কিন্তু!'

আয়ান পা রাখে পাথরে। পাথরে পা রাখতেই সে দুলে ওঠে। ভারি মজা তো! মা বলেন, 'দেখো, পাথরগুলো বেশ শক্ত!' আয়ান বলে, 'হুম'। এবার একটু এগিয়ে দেখে বাগানে নরম ঝুরঝুরে মাটি। আয়ান খুব মজা পেল। পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি ছিটিয়ে দিলো। মাটিগুলো চারিদিকে ঝুরঝুর করে পড়ে গেলো। আয়ান হাত দিয়ে মাটি ধরল। মা বলেন, 'দেখো ঝুরঝুরে মাটি ধরতে কেমন নরম লাগে।'

বাগানের মধ্যে এক জায়গায় বালির উঁচু ঢিবি। আয়ান লাফ দিয়ে বালুর ঢিবির ওপর বসে পড়ে। কিছু বালি সরসর করে নেমে ওর কোলের ওপর পড়ে। মা বলেন, 'এগুলো বালি। ধরে দেখো, বালি কেমন ঝরঝরে আর হালকা।' আয়ান মুঠো-ভরা বালি নিয়ে খেলতে থাকে।

মা বলে, 'চলো, পা ধুয়ে ঘরে যাই।' পানিতে পা রাখতেই ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল। আয়ান হাত দিয়ে পানিতে থপাস থপাস করল। আজ বিকেলে আয়ান অনেক মজা করল।

উৎস: ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত রাশদ-ই-মাতিনা এর গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প
০৮

An¼vix †Mvjvc

এক ছিল বাগান। সেই বাগানে ছিল লাল ফুল, হলুদ ফুল, সাদা ফুল, ছোটো ফুল, বড়ো ফুল, কত রকমের ফুল। বাগানের এক কোনায় ছিল বড়ো একটি লাল গোলাপ। কী সুন্দর তার গাঢ় লাল টকটকে রং! আর তার কী সুঘ্রাণ! কিন্তু গোলাপের মনে ছিল ভারি অহঙ্কার। একদিন সে বলল, আমিই হচ্ছি এই বাগানের সবচেয়ে সুন্দর ফুল। গোলাপের কথা শুনে বেলি রেগে গেলো। জবা, রজনীগন্ধা,গাঁদা, আর শিউলি ফুলেরও খুব মন খারাপ হলো। বেলি বলল, ঠিক আছে, যদি তুমি মনে কর এই বাগানের তুমিই সেরা, তবে তুমি একাই এই বাগানে থাকো। কাল থেকে আমরা আর ফুটব না। গোলাপ ভাবল, অন্য ফুলেরা না ফুটলে কী আর হবে, কিছুই হবে না। আমার একার রং আর সুবাসই এই বাগানের জন্য যথেষ্ট।

পরদিন সকালে গোলাপ দেখতে পেল, বাগানে সে ছাড়া আর কোনো ফুল নেই। মৌমাছি তার সময়মতো বাগানে এলো। গোলাপকে একা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি একা যে! অন্য ফুলেরা কোথায়? গোলাপ বলল, ওরা সবাই রাগ করেছে, তাই আজ আর কেউ ফোটেনি। মৌমাছি মন খারাপ করে চলে গেলো। এরপর এলো প্রজাপতি। সেকি! কী হয়েছে? অন্য ফুলেরা কোথায়? সে জিজ্ঞাসা করল। গোলাপ বলল, ওরা সবাই রাগ করেছে, তাই আজ আর কেউ ফোটেনি। এই শুনে প্রজাপতিও মন খারাপ করে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর বাগানে এলো ভ্রমর। সে অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে শুধুমাত্র গোলাপকেই দেখতে পেল। সে ভাবল। একি? শুধুমাত্র একটি গোলাপ? এটা কি কোন বাগান হলো? ভ্রমরের খুব রাগ হলো। সে রাগ করে উড়ে যেতে যেতে গোলাপকে বলল, এই বাগানে যদি অন্য ফুল না ফোটে, তবে আমি আর কখনোই এখানে আসব না! শুধুমাত্র একটি ফুল নিয়ে কি একটি বাগান হতে পারে? একে একে সবাই চলে গেলো। এখন গোলাপ অন্য ফুলের সাথে কথা বলতে পারেনা, গল্প করতে পারেনা। গোলাপের খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। সে তার ভুল বুঝতে পারল।

রাতে এলো ফুলপরীরা। ওরা গোলাপকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? অন্য ফুলেরা কোথায়? গোলাপ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, তারা সবাই আমার উপর রাগ করেছে। গোলাপ তার ভুল স্বীকার করল। সে বলল, তোমরা কি ওদেরকে একটু বুঝিয়ে বলবে! ওদেরকে আমি যা বলেছি তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। একটি ফুল দিয়ে আসলে একটি বাগান হয় না। ফুলপরীরা সব ফুলের কাছে গেলো। গোলাপ যে তার ভুল বুঝতে পেরেছে তা অন্য ফুলদেরকে বুঝিয়ে বলল। অন্য ফুলেরা এ কথা শুনে খুশি হলো। একে একে তারা ফুটতে শুরু করল। জবা, রজনীগন্ধা, গাঁদা, শিউলি, কত কত ফুল! ফুলপরীদের রানি বলল, এখন এটাকে বাগানের মতো লাগছে। চারদিকে কত সুন্দর রং আর কী সুবাস, আহা!

উৎস: দি আগা খান একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত গল্প থেকে অভিযোজিত।

গল্প
০৯

পাতা ও মাটির ঢেলা

রাস্তার ধারে একটা গাছে সবুজ পাতা ছিল। পাতাগুলো বাতাস এলে খুব মজা পেতো, আর হেলে দুলে খেলা করত। একদিন হঠাৎ খুব জোরে বাতাস এলো। খেলতে খেলতে একটা পাতা টুপ করে ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেলো। বাতাস খুব জোরে বইছিল তাই পাতাটা কোনোভাবেই গাছের নিচে থাকতে পারছিল না। সে মনে মনে ভাবল, আজ বাতাস আমাকে উড়িয়েই নিয়ে যাবে।

গাছের নিচের পড়ে ছিল একটা মাটির ঢেলা। সে পাতার মনের কথা বুঝতে পারল। সে ধীরে ধীরে পাতার কাছে এসে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না। বাতাস তোমাকে উড়িয়ে নিতে পারবে না। আমি তোমার উপর বসে তোমায় ধরে রাখব।"

মাটির ঢেলার কথায় পাতার ভয় কিছুটা দূর হলো। মাটির ঢেলা পাতার উপর বসল তাই বাতাস আর পাতাকে উড়িয়ে নিতে পারল না। একটু পরেই হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শুরু হতেই মাটির ঢেলা মনে মনে ভাবলো, বৃষ্টির জন্য আজ আমি হয়তো গলেই যাব।

পাতা মাটির ঢেলার মনের কথা বুঝতে পারল। সে মাটির ঢেলাকে বলল, "তুমি একটুও চিন্তা করো না। বৃষ্টি তোমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকে ঢেকে রাখব।"

অমনি পাতা গিয়ে মাটির ঢেলাকে বৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখল। বৃষ্টি মাটির ঢেলাকে গলাতে পারল না।

এবার মাটির ঢেলা পাতাকে বলল আজ থেকে আমরা বন্ধু। আমরা একজন অন্যজনকে সাহায্য করেছি বলেই আজ আমরা দু'জনেই বেঁচে আছি। এখন থেকে আমরা সবসময় একে অপরকে সাহায্য করব।

পাতা মাটির ঢেলার কথা শুনে খুব খুশি হলো। সেই থেকে তারা দু'জন বন্ধু এবং সবসময়ে একে অন্যকে সাহায্য করে।

গল্প ১০

ছোট্ট ছেলে বেলাল

ছোট্ট ছেলে বেলাল। একদিন ঘরে বসে খেলছিল। হঠাৎ দেখল একটি টিকটিকি। দৌড়ে গেলো সে টিকটিকিকে ধরতে। টিকটিকি ভয় পেয়ে বলল, আমাকে মেরো না। আমি তোমাদের উপকার করি। আমি মশা খাই। তোমাদেরকে মশার কামড় থেকে বাঁচাই।

বেলাল টিকটিকিকে না ধরে দৌড়ে গেলো ব্যাঙকে ধরতে। ব্যাঙও ভয় পেয়ে বলল, আমাকে মেরো না। আমি তোমার বন্ধু। আমি পোকা খাই। এভাবে জমির ফসলকে পোকার হাত থেকে বাঁচাই।

বেলাল ব্যাঙকে ধরলো না। এবার গেলো সে কাককে ধরতে। কাক ভয়ে গুটিসুটি হয়ে বলল, আমাকে মেরো না। আমি ময়লা খেয়ে তোমাদের গ্রাম পরিষ্কার রাখি।

বেলাল কাককেও ধরলো না। সে দৌড়ে গেলো চড়ুই পাখিকে ধরতে। চড়ুই পাখি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমাকে মেরো না। আমি তো গাছ থেকে বীজ নিয়ে যাওয়ার সময় তা মাটিতে ফেলি। আর তা থেকে হয় অনেক রকমের গাছ।

বেলাল থমকে গেলো। সে চড়ুই পাখিকে ধরলো না। এবার গেলো মৌমাছিকে ধরতে। মৌমাছি ভয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, আমাকে মেরো না। আমাকে মারলে আর মৌচাক হবে না। মৌচাক না থাকলে তুমি মধুও পাবে না।

বেলাল মৌমাছিকেও মারলো না। সে দৌড়ে গেলো পিঁপড়াকে ধরতে। পিঁপড়া ভয়ে কেঁদে কেঁদে বলল, আমাকে মেরো না। আমাকে দেখে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে। দেখো আমরা সবাই কেমন মিলেমিশে কাজ করি।

বেলাল পিঁপড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সত্যিই পিঁপড়া কতো কাজ করে। সবাই মিলে কি সুন্দর খাবার জড়ো করে।

বেলাল মনে মনে বলল, আহা! ওরা তো সবাই আমাদের কত উপকার করে। আমি কেন শুধু শুধু ওদেরকে ধরতে চেয়েছি। ওরা কত ভয় পেয়েছে! আমি আর কখনো এমন করব না।

গল্প ১১

ছোটো লাল মুরগিটি

একদিন এক ছোটো লাল মুরগি মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ সে মাঠের মধ্যে কিছু গমের দানা দেখতে পেল। গমের দানাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে বুনতে রওয়ানা হলো। পথে কুকুরের সঙ্গে দেখা। সে কুকুরকে বলল; তুমি কি গম বুনতে আমাকে সাহায্য করবে?

কুকুর বলল, না, আমার সময় নেই। লাল মুরগি গমের দানা নিয়ে এগিয়ে চলল। এবার তার বেড়ালের সঙ্গে দেখা হলো। সে বেড়ালকে বলল, তুমি কি গম বুনতে আমাকে সাহায্য করবে? বেড়াল বলল, না...না...আমি ব্যস্ত। তারপর তার গরুর সঙ্গে দেখা। গরুকে জিজ্ঞেস করতেই গরু বলল আমার অনেক কাজ, আমি সাহায্য করতে পারব না।

ছোটো লাল মুরগিটি তখন নিজেই গম বুনল। কদিন পর ক্ষেতে অনেক গম হলো। এবারও লাল মুরগি কুকুর, বিড়াল ও গরুকে বলল, তোমরা কি আমাকে ক্ষেত থেকে গম কেটে আনতে সাহায্য করবে? কুকুর বলল, না। বেড়াল বলল, না। গরুও বলল, না। তখন লাল মুরগি নিজেই ক্ষেতে গিয়ে সেই গম কাটল। এবার গম পিষে আটা বানানোর পালা। লাল মুরগি আবারো কুকুর, বিড়াল এবং গরুকে জিজ্ঞেস করল; তোমরা কি আমাকে গমের দানা পিষে আটা বানাতে সাহায্য করবে?

কুকুর বলল, না...না...আমার অনেক কাজ। বেড়াল বলল, না...না....আমি বাজারে যাচ্ছি। গরু বলল, আমি মাঠে যাচ্ছি, আমার একদম সময় নেই। ছোটো লাল মুরগি একা একাই আটা তৈরি করল। রুটি বানানোর সময়ও ছোটো লাল মুরগি তাদের সহায়তা চাইল, কুকুর বলল, না। বিড়াল বলল, না। গরুও বলল, না। লাল মুরগি রুটি বানালো নিজে নিজেই।

ছোটো লাল মুরগি সবশেষে কুকুর, বেড়াল ও গরুকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি রুটি খেতে আমাকে সাহায্য করবে? এবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর বলল, হ্যাঁ....নিশ্চয়ই! বেড়াল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই সাহায্য করব। গরু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও করব। তখন ছোটো লাল মুরগিটি বলল, না, তা হচ্ছে না। তোমরা কাজের সময় কেউ আসোনি। তাই এবার আমি আমার তিন ছানাকে নিয়ে মজা করে রুটি খাব। এরপর লাল মুরগিটি তার তিন ছানাকে নিয়ে রুটি খেতে বসল।

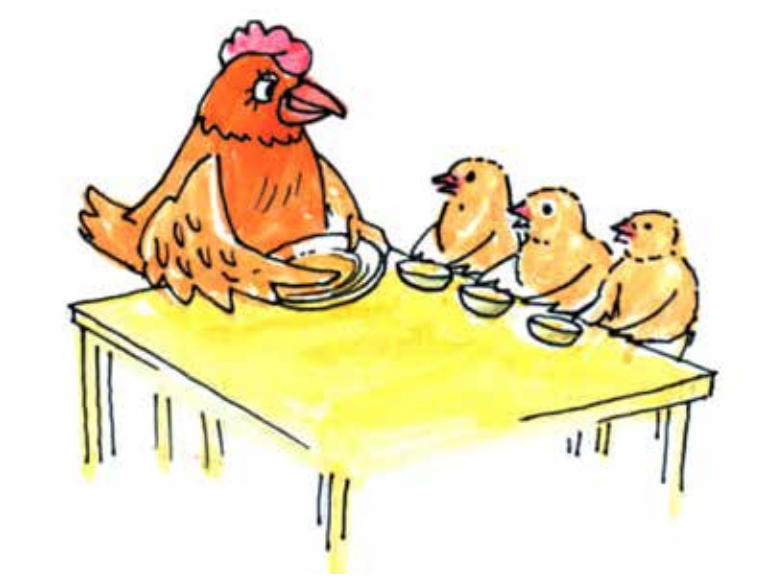

ডিপিই ও ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত স্কুলে ভর্তির প্রস্তুতি: শিশু থেকে শিশুর শেখা কর্মসূচির গল্প অবলম্বনে

গল্প ১২

তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল

এক নদীর ধারে তিনটি ছাগল বাস করত। বড়ো ছাগল, মাঝারি ছাগল আর ছোটো ছাগল। তারা নদীর যে পাশে বাস করত সেখানে কোনো ঘাস ছিল না। তাই তারা সব সময় ক্ষুধার্ত থাকত। নদীর অন্য পাশে ছিল অনেক সবুজ ঘাস। আর নদীর উপর একটি সাঁকোও ছিল। কিন্তু তবুও ক্ষুধার্ত ছাগলরা সাঁকো দিয়ে পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ঘাস খেতে পারত না। কেন জানো!

কারণ সাঁকোর নিচে বাস করত এক ভয়ানক রাক্ষস। একদিন ছোটো ছাগল মনে মনে ঠিক করল সে সাঁকো পার হয়ে ওপারে গিয়ে ঘাস খাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে লাগল। এমন সময় ভয়ানক রাক্ষসটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চুপিচুপি আমার সাঁকোর উপর দিয়ে কে যায় রে? আমি তোকে এক্ষুণি খেয়ে ফেলব!" ছোটো ছাগলটি ভয় পেলেও বুদ্ধি করে বলল, "দয়া করে আমাকে খেয়ো না। এখনই আমার মেঝো ভাই আসবে, সে অনেক নাদুস নুদুস।" "ঠিক আছে, তুই যেতে পারিস" বলে রাক্ষস ছোটো ছাগলটিকে ছেড়ে দিল। সে নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে মনের সুখে ঘাস খেতে লাগল।

এরপর মাঝারি ছাগল পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে গেলো, এবারও রাক্ষস ভুস করে পানির নিচ থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বলল, "চুপিচুপি আমার সাঁকোর উপর দিয়ে কে যায় রে? দাঁড়া আসছি আমি। আজ তোকে খাবই।" মাঝারি ছাগল ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, দোহাই তোমার, আমাকে খেয়ো না। পিছনে আমার বড়ো ভাই আসছে। ও অনেক বড়ো এবং মোটাসোটা। রাক্ষস শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে তুই যা" মাঝারি ছাগলটিও ছোটো ছাগলের সঙ্গে গিয়ে মনের সুখে ঘাস খেতে লাগল।

এবার বড়ো ছাগল পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে গেলো। টের পেয়ে রাক্ষস পানি থেকে লাফ দিয়ে সাঁকোর উপর বড়ো ছাগলের সামনে দাঁড়াল। "তুইও চুপিচুপি চলে যাচ্ছিস? কিন্তু তোকে তো আমি খাব।" বড়ো ছাগল রেগে দিয়ে বলল, কি? আমাকে খাবি? তবে রে.... আয় তাহলে.... "আয় তাহলে...." বড়ো ছাগল একটু দূরে গিয়ে দৌড়ে এসে তার শিং দিয়ে রাক্ষসের পেটে দিলো এক গুঁতো। শিং এর গুঁতো খেয়ে ঝাপাস করে রাক্ষসটি নদীতে পড়ে গেলো। পরে সেই যে পালিয়ে গেলো রাক্ষসটি, তাকে আর কোনো দিন দেখা যায়নি।

এরপর থেকে বড়ো ছাগল, মাঝারি ছাগল আর ছোটো ছাগল প্রতিদিন সাঁকো পেরিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে ঘাস খেতো। তারা আর কখনো ক্ষুধার্ত থাকেনি।

ডিপিই ও ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত স্কুলে ভর্তির প্রস্তুতি: শিশু থেকে শিশুর শেখা কর্মসূচির গল্প অবলম্বনে

কথোপকথন

শিশুর ভাষার দক্ষতা অর্জনে কথোপকথনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিশুদের কথোপকথনের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের সাথে তাদের পছন্দের ও ভালো লাগার বিষয় নিয়ে যেমন কথা বলবেন তেমনি শিশুদের নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলবেন। শিক্ষক শিশুদের ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন এবং তাদেরকেও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন। এতে শিশুদের জড়তা দূর হবে এবং কথোপকথনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে।

কাজ কথোপকথন

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- প্রথমে শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন। এবার একজন শিশুকে সামনে ডেকে তার সাথে কুশলাদি বিনিময় করবেন।
- এরপর শিশুদের নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক কথোপকথনের কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করে দেবেন। এরপর একজন শিশুকে সামনে ডেকে ঐ বিষয়ে শিশুর সঙ্গে কথোপকথন করবেন। কথোপকথনটি শিশুদের কেমন লাগলো তা শুনবেন।
- তারপর শিশুদের বলবেন এভাবে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলব।
- এবার শিক্ষক জুটিতে বা দলে গিয়ে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা দেখবেন এবং উৎসাহিত করবেন।
- কথোপকথনের বিষয় হিসেবে শিশুদের মতামত নিয়ে শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করতে পারেন। যেমন- নিজের পরিচয় ও নিজের সম্পর্কে বলা, নিজের পরিবার, প্রিয় খেলনা, ফল, ফুল, বন্ধু ইত্যাদি সম্পর্কে বলা।

অভিজ্ঞতার গল্প

আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেই শিশু তার পরিবার ও আশেপাশের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা অর্জন করে। শিশুর এসব ধারণা বা অভিজ্ঞতা শ্রেণির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ভাষার বিকাশে শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে শিশুদের এই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দিবেন এবং শিশুদের অভিজ্ঞতার গল্প বলতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবেন। এর ফলে শিশুর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তার কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

কাজ অভিজ্ঞতার গল্প

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- প্রথমে শিক্ষক শিশুদের অর্ধবৃত্তাকারে বসতে বলবেন এবং অভিজ্ঞতার গল্প বলার জন্য নিচের তালিকা থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করবেন। যেমন- একটি বিষয় হতে পারে 'ঘুড়ি'।
- এবার শিক্ষক 'ঘুড়ি' বিষয়ে তার ইচ্ছেমতো একটি গল্প/বর্ণনা/ঘটনা শিশুদের শোনাবেন এবং তাদের কেমন লাগল তা জানতে চাইবেন।
- তারপর 'ঘুড়ি' বিষয়ে আগ্রহী ৩/৪ জন শিশুকে তাদের জানা কোনো ঘটনা/গল্প বা অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন। যখন একজন শিশু তার ঘটনা/গল্প বা অভিজ্ঞতা বলবে তখন অন্যদের মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে বলবেন।
- গল্প বলা শেষে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে তাকে প্রশংসা করবেন এবং ঐ গল্পের ভিত্তিতে শিক্ষক ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন ও অন্য শিশুরা গল্পটি শুনেছে কিনা এবং শুনে বুঝেছে কি না তা জানার চেষ্টা করবেন।
- সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অভিজ্ঞতার গল্প বলার কাজটি শেষ করবেন।
- পর্যায়ক্রমে সব শিশু যেন অভিজ্ঞতার গল্প বলার সুযোগ পায় তা লক্ষ রাখবেন।
- যদি কোনো শিশুর কথা বলতে সমস্যা হয় তবে তাকে গল্প বলতে সহায়তা করবেন।
- গল্প বলার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

শিশুদের চারপাশের পরিচিত পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতার গল্প বলার জন্য তাদের পরিচিত জিনিস ও বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি নমুনা তালিকা মাত্র। তালিকার সবগুলো বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞতার গল্প বলার প্রয়োজন নেই। এর বাইরেও সময় ও স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয় শিক্ষক নির্বাচন করতে পারেন। যেমন- শীতকালের পিঠাপুলি, গ্রীষ্মকালের আম, কাঁঠাল, লিচু, গ্রামীণ পরিবেশের ধান মাড়াই বা মাছ ধরা, শহুরে পরিবেশের শিশু পার্ক, পাহাড়ি এলাকার ঝর্ণা ইত্যাদি।

পাখি	গাড়ি	প্রিয় বন্ধু	চাঁদ	ভাই-বোন
পুকুর	মেলা	কুকুর	আমার স্কুল	পাখি
নদী	ঈদ/পূজা	বিড়াল	মোবাইল ফোন	আমাদের বাড়ি
ফুল/ফল	নতুন জামা	বৃষ্টি	কম্পিউটার/ল্যাপটপ	মাছ
হাতপাখা	লাটিম	নৌকা	দোলনা	নানা/দাদা
রিকশা	পুতুল	খেলনা	হাঁড়ি-পাতিল	নানি/দাদি
বাস	বল	ফড়িং	হাওয়াই-মিঠাই	মামা/চাচা
ট্রেন	সূর্য	প্রজাপতি	আইসক্রিম	আকাশ
মেট্রোরেল	মা/বাবা	নাগরদোলা	চকলেট	ঝড়

কাজ নাম থেকে ধ্বনি

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং বলবেন আজ আমরা মজার একটি খেলা খেলব।
- এরপর শিক্ষক প্রথমে নিজের নাম বলে তার নামটি কোন ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে তা শিশুদের বলবেন।
- এবার আগ্রহী ২/৩ জন শিশুকে সামনে ডেকে তাদের নাম বলতে বলবেন এবং তাদের নাম কোন ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে তা জানতে চাইবেন। না পারলে সহায়তা করবেন।
- এরপর সবাইকে তাদের নাম কোন ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে তা ভাবতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর কাছ থেকে তাদের নাম ও নামের ধ্বনি শুনবেন। ভুল হলে শুধরে দিবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের কার কার নাম একই ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলবেন। যেমন- লিপি ও লিমন শুরু হয়েছে লি দিয়ে। এভাবে কিছুক্ষণ খেলাটি খেলবেন।
- এরপর শিক্ষক নিজের নামের ধ্বনি দিয়ে আর কী কী শব্দ হয় তার ২/১টি উদাহরণ দিবেন। অনুরূপভাবে শিশুদেরকেও তাদের নামের প্রথম ধ্বনি দিয়ে নতুন শব্দ বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

কাজ ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের এই শ্রেণিতে বাংলা বর্ণমালার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত করানো হবে। এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ধ্বনির চর্চার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষক আনন্দের সাথে শিশুদের নিয়ে ধ্বনির চর্চা এবং ধ্বনি দিয়ে তাদের পরিচিত শব্দ তৈরি করার কাজটি করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে শিশুরা এ সময় বর্ণ ও বর্ণমালা সম্পর্কে কিছুই জানবে না। শিক্ষক শুধুমাত্র ধ্বনি নিয়ে কাজ করবেন। বর্ণ বা বর্ণমালা সম্পর্কিত কোনো আলোচনায় যাবেন না।

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/ দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৫ দুই বা তিন বর্ণের ছোটো ছোটো শব্দ শুনে বলতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- বাংলা বর্ণমালার ধ্বনিগুলোর সাথে শিক্ষক শিশুদের পরিচয় করাবেন। এজন্য শিক্ষক নিজে যেকোনো একটি ধ্বনি উচ্চারণ করবেন যেমন- অ বা আ। এবার এই ধ্বনিটি শিশুদের দিয়েও কয়েকবার উচ্চারণ করাবেন।
- এই ধ্বনি দিয়ে কী কী শব্দ হয় তা শিশুদের বলবেন যেমন- অলি, অজগর, আম, আতা ইত্যাদি। একইভাবে ক বা খ ধ্বনি দিয়ে কী কী শব্দ হয় তা শিশুদের কাছে শুনবেন। বলতে না পারলে নিজে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন।
- এভাবে বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে শিশুদের নিয়ে শব্দ বানানো চর্চা করবেন এবং হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজন মতো বর্ণমালার বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে এই কাজটি করাবেন তবে সব ধ্বনি নিয়ে কাজটি করার প্রয়োজন নেই।

কাজ শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি

শিখনফল

৪.১.১ ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বা গোল হয়ে বসবেন।
- শিশুদের পরিচিত বিভিন্ন সহজ শব্দ দিয়ে মুখে বাক্য তৈরি করার চর্চা করাবেন। যেমন- আম, বই, বল, গরু, মাছ, ঘর, নৌকা, পাখি, ফুল ইত্যাদি। এজন্য প্রথমে শব্দটি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করবেন। যেমন- আম। সাথে সাথে শিশুদেরও শব্দটি উচ্চারণ করতে বলবেন।
- এবার শব্দটি ব্যবহার করে শিক্ষক এমন কিছু কথা শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবেন যেখানে প্রতিটি বাক্যে আম শব্দটি থাকে। যেমন-আম খেতে খুব মজা। আম সাধারণত গরমকালে পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে নানা ধরনের আম গাছ আছে। এসব গাছে নানা রকম আম হয় ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজন শিশুকে সামনে ডেকে আম নিয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করবেন এবং বলা শেষে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন। এক্ষেত্রে শিশুরা যদি ১/২টি শব্দ দিয়ে বাক্য বলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে এবং এজন্য প্রশংসা করবেন।
- তারপর শিক্ষক আবার আম নিয়ে একটি বাক্য বলবেন এবং শিশুদেরকেও আম দিয়ে নতুন একটি করে বাক্য বলতে বলবেন। প্রয়োজনে বাক্য তৈরিতে সহায়তা করবেন।
- এভাবে পরবর্তীতে সহজ ও পরিচিত বিভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরির কাজটি জুটিতে, ছোটো দলে এবং বড়ো দলে অনুশীলন করাবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

কাজ ধারাবাহিক গল্প বলা

শিখনফল

৪.১.৭ চিত্র/ছবি ও দৃশ্য দেখে সহজ বাক্যে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। সবাইকে বলবেন আমরা সবাই মিলে আজ একটা গল্প তৈরি করব। প্রথমে আমি গল্প বলা শুরু করব। তারপর গল্পের যেখানে আমি থেমে যাব সেখান থেকে আমার পরের জন শুরু করবে। এভাবে একে একে সবাই মিলে মজা করে গল্পটি বলব।
- এবার শিক্ষক মজা করে একটি গল্প বলা শুরু করবেন। এক্ষেত্রে গল্পটি শিক্ষক নিজেই তৈরি করে বলতে পারেন বা শিশুদের জানা কোনো গল্প বলতে পারেন। (যেমন- একটি ডোবার পাশে থাকত একটি ব্যাঙ। তার ছিল একটি ছানা। ছানার নাম গুটু। মা আর ছানা দুজনে মিলে সারাদিন ডাকে- ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। এসময় শিশুদের সাথে নিয়ে বলবেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ.....। হঠাৎ একদিন গুটু হারিয়ে গেলো.....।)
- এবার শিশুদের একে একে গল্পটি বলে যেতে উৎসাহ দিবেন এবং কারও বলতে অসুবিধা হলে সহায়তা করবেন। গল্পটি কোথাও থেমে গেলে শিক্ষক প্রয়োজনে গল্পটিতে নতুন উপাদান বা চরিত্র বা আকর্ষণ যোগ করবেন।
- এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, শিশুরা হয়তো গল্পটি ধারাবাহিকভাবে না বলে তার ইচ্ছেমতো বানিয়ে বানিয়ে অন্য বিষয়েও বলতে পারে। তখন শিক্ষক নিজেই গল্পের ধারাবাহিকতা তৈরিতে অংশগ্রহণ করবেন।
- এভাবে শিশুরা যতক্ষণ আনন্দ পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক কাজটি করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের জানা বিভিন্ন গল্প, শ্রেণিতে ব্যবহৃত চিত্র/ছবি, ছবির বই ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে গল্প বলার কাজটি করাবেন।

খ। প্রাক-পঠন

শিশুরা ছবি/চিত্র দেখে তা নিজের মতো করে বলতে ও গল্প করতে ভালোবাসে। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রাক-পঠন দক্ষতা অর্জিত হয়। প্রাক-পঠন দক্ষতা সফলভাবে অর্জিত হলে পরবর্তী সময়ে অন্যের সহায়তা ছাড়া স্বাধীনভাবে শিশুদের পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তারা সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য পড়ার কাজটি হতে হবে শিশু-বান্ধব পরিবেশে আনন্দদায়ক, ভীতিহীন ও বয়সোপযোগী। শিশুরা সাধারণত ছবি দেখে তার পূর্বজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে অনুমান নির্ভর গল্প তৈরি করে থাকে। শিশুদের আনন্দদায়ক ও মজার মজার ছবি সম্বলিত বই ধরতে ও নেড়ে-চেড়ে দেখার সুযোগ দিতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় (৫+ বয়সি) শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হবে তবে এ কাজটি এই শ্রেণিতে শুরু হলেও তা হবে মজা করে বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজের মধ্য দিয়ে। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের প্রাক-পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছবির গল্প পড়া, মিল অমিল খুঁজে বের করা, বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন, প্রতীক বা সংকেত চিনে নেই, প্রতীক বা সংকেত চেনার খেলা, কোনটি কেমন বলতে পারি এবং গন্ধ চিনি স্বাদ বুঝি নামে বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। নিচে এই কাজগুলোর জন্য নির্ধারিত শিখনফলসহ পদ্ধতি দেওয়া হলো।

কাজ । ১ ছবির গল্প পড়া

ছবির গল্প পড়ার কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদেরকে একটি ছবি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা ও ছবির ভেতরের বিভিন্ন উপাদান/অংশ শনাক্ত করার দক্ষতা অর্জন করানো। এজন্য আমার বইয়ের ১৫ থেকে ২৭ পৃষ্ঠায় কিছু ছবি দেওয়া আছে। প্রথমে একক ছবি তারপর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ছবি রয়েছে। একক ছবি পড়ার পর শিশুরা একাধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছবি পড়ার কাজ করবে। এছাড়াও শ্রেণির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশ কার্ড ও ছবি ব্যবহার করে শিক্ষক ছবির গল্প পড়ার কাজটি করাবেন।

শিখনফল

৪.১.৭ চিত্র/ছবি ও দৃশ্য দেখে সহজ বাক্যে বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে।

উপকরণ

আমর বই, ফ্ল্যাশ কার্ড ও অন্যান্য ছবি

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে শিশুদের ৪টি ছোটো দলে বসতে বলবেন।
- এবার দলে ফ্ল্যাশ কার্ড/ছবির দেবেন। কার্ডের ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন। ছবিতে কী কী আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। এভাবে শিশুদের ছবি পড়ার বা বোঝার দক্ষতা তৈরি হবে।
- এরপর প্রত্যেক দলের আগ্রহী শিশুদের ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এক্ষেত্রে শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যেকোনো কথা বা গল্প বললে তা প্রশংসা করবেন।
- পরবর্তীতে আমার বইয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা (পৃষ্ঠা ১৬-২০) খুলতে বলবেন। ছবিটি/ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন ও ছবিতে কী কী আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষক পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলের শিশুদের কাছ থেকে গল্প বা বর্ণনা শুনবেন।
- পরবর্তীতে ছবির গল্পের ক্ষেত্রে আমার বইয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার (পৃষ্ঠা ২১-২৩ হাঁস ও মুরগি এবং ২৪-২৭ ইঁদুর ছানার লেজ) ছবি দেখে শিশুরা ঘটনার পরম্পরা বোঝার চেষ্টা করবে এবং তা থেকে একটি গল্প তৈরি করবে।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের সামনে ডেকে তাদের কাছ থেকে গল্পটি শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অনেক সময় শিশুরা গল্পটি মূল গল্প থেকে ভিন্নভাবেও বলতে পারে। শিক্ষক এই ভিন্নতাকে বাঁধাগ্রস্ত না করে বরং উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে প্রাক-পঠনের ক্লাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কখনও বোর্ডে ছবি এঁকে কখনও ফ্ল্যাশ কার্ড বা ছবির কার্ড ব্যবহার করে শিশুদের নিয়ে মজা করে ছবির গল্প পড়ার কাজটি করাবেন। আবার শিশুদের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন ছবি দেখে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ২ মিল-অমিল খুঁজে বের করা

বাংলা বর্ণমালার কিছু কিছু বর্ণের আকার-আকৃতির পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম । যেমন- ব ও র। বর্ণ শেখার আগে এ ধরনের পার্থক্যগুলো শিশুদের বোঝাতে হবে। এই দিক বিবেচনা করে দেখতে প্রায় একই রকম ছবি ও বর্ণ দেখে তাতে পার্থক্য তথা মিল-অমিল বের করার কিছু কাজ আমার বইয়ের (পৃষ্ঠা ৪৮-৫১) রাখা হয়েছে। শিক্ষক শিশুদের নিয়ে মজা করে এই কাজটি করাবেন।

শিখনফল

৪.১.২ পরিচিত চিহ্ন ও সংকেত, ছবি/চিত্র দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৪ ধ্বনির লিখিত রূপ/প্রতীক (বর্ণ) শনাক্ত করতে পারবে।
৪.১.৬ শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসবেন। শিক্ষক কাজটি করার ক্ষেত্রে প্রথমে একই ধরনের কিছু ছবি বা চিহ্ন বোর্ডে লিখবেন। যেমন = # =, - - +, ○□□, ❀ ❀ ❀ ইত্যাদি। শিশুদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন সবগুলো ছবি/চিহ্ন একই রকম কি না? কোনো শিশু যদি না বোধক উত্তর দেয় তবে তাকে অন্য রকমটি খুঁজে বের করতে বলবেন। আলাদা দেখতে ছবিটি/চিহ্নটি কেন আলাদা জিজ্ঞেস করবেন। শিশুরা আলাদা দেখতে লেখাটি/চিহ্নটি খুঁজে বের করতে না পারলে তাদেরকে বিভিন্ন সংকেত দেখিয়ে সহায়তা করবেন।
- এরপর আমার বইয়ের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠায় কাজটি শিশুদের করতে দিবেন। প্রথমে একই রকম দেখতে লাগে তা থেকে কোনটি আলাদা তা খুঁজে বের করবে। পরে ছবির মিল-অমিল বের করার কাজ করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে আমার বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠার কোনটি আলাদা খুঁজে বের করার কাজ করাবেন। এখানে উল্লেখ্য শিশুরা বর্ণের অমিল খুঁজতে গিয়ে এগুলোকে ছবি হিসেবে দেখবে বর্ণ বা শব্দ হিসেবে নয়। তাই শিক্ষক কী লেখা আছে তা না বলে শিশুদের শুধু অমিল খুঁজতে বলবেন।
- এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিক্ষক বোর্ডে নানান রকম ছবি এঁকে শিশুদের মিল-অমিল বের করার কাজ করাবেন।

কাজ । ৩ বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন

শিখনফল

৪.১.৪ ধ্বনির লিখিত রূপ/প্রতীক (বর্ণ) শনাক্ত করতে পারবে।
৪.১.৫ দুই বা তিন বর্ণের ছোটো ছোটো শব্দ শুনে বলতে পারবে।
৪.১.৬ শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা, আমার বই, স্বরবর্ণের চার্ট, ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট, বর্ণ কার্ড ও ফ্ল্যাশ কার্ড

পদ্ধতি

- প্রথমে স্বরবর্ণের চার্টটি শিক্ষক দেয়ালে এমনভাবে ঝুলাবেন যাতে সকল শিশু ভালোভাবে দেখতে পায়।
- চার্ট থেকে শিক্ষক প্রতিদিন ২টি করে বর্ণ পরিচিত করাবেন এবং শুদ্ধ উচ্চরণে বর্ণ দুটি পড়াবেন। যে দুটি বর্ণ পড়াবেন সেই বর্ণের ছবি দুটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবেন। যেমন- অ এর জন্য অজগর এবং আ এর জন্য আমের ছবি।
- এবার ছবি দুটির নিচে লেখা ছড়াটি নিজে একবার পড়ে শোনাবেন তারপর শিশুদের নিয়ে একসাথে দুই- তিনবার পড়বেন। যেমন- অজগর ঐ আসছে ধীরে আমটি আমি খাব পেড়ে।
- এরপর অজগর ঐ আসছে ধীরে বাক্য থেকে অজগর শব্দটি নির্দেশ করে দেখাবেন। তারপর বলবেন অজগর বলতে শুরুতে অ ধ্বনির দরকার হয়। এখানে শিক্ষক ধ্বনির কাজের কথা (নাম থেকে ধ্বনি) শিশুদের মনে করাতে পারেন। এবারে 'অ' ধ্বনিটির ছবি হিসেবে 'অ' কে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করবেন। একইভাবে 'আ' বর্ণের কাজ করবেন।
- এরপর 'অ' বর্ণটি শিশুদের নিয়ে দুই-তিনবার শুদ্ধ উচ্চারণে অনুশীলন করবেন। একইভাবে আ বর্ণের অনুশীলন করাবেন।
- একইভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের চার্টের মাধ্যমে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো অনুশীলন করাবেন।
- পরবর্তীতে চার্টের মাধ্যমে বর্ণসমূহ অনুশীলনের পর শিশুদের আমার বইয়ের ৫২-৯৮ পৃষ্ঠা ব্যবহারের মাধ্যমে একটি করে বর্ণ পর্যায়ক্রমে চর্চা করাবেন। এক্ষেত্রেও শিক্ষক প্রথমে বর্ণের নিচের ছবি অনুযায়ী লেখা শব্দটি শিশুদের উদ্দেশ্য করে বলবেন এবং তাদের সাথে নিয়ে পড়বেন। এরপর বর্ণ নির্দেশ করে পড়বেন ও শিশুদের পড়তে বলবেন। এক্ষেত্রে বর্ণটি শিশুদের ভালোভাবে দেখানোর জন্য এখানে বর্ণ কার্ডও ব্যবহার করতে পারেন।
- এছাড়া আমার বইয়ে বর্ণ পঠন ছাড়াও বর্ণের সাথে শব্দ মিলাই (৫৫ ও ৬২পৃষ্ঠা), হারিয়ে যাওয়া/খালি ঘরে বর্ণ লিখি (৫৭, ৬২, ৮২, ৮৯, ৯৩ ও ৯৮ পৃষ্ঠা) দাগ টেনে মিলাই (৫৫, ৬২ ও ৬৭ পৃষ্ঠা) গোল দাগ দেই (৭৮ ও ৮৫পৃষ্ঠা), পরের বর্ণ লিখি (৭৪ পৃষ্ঠা) খালি ঘরে সাজিয়ে লিখি (৭১ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ রয়েছে। এই কাজগুলো আমার বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী করাবেন।
- কয়েকটি করে বর্ণ পরিচিতি করার পর আমার বইয়ে কয়েকটি বর্ণ একসাথে (ছবি ও শব্দ ছাড়া শুধু বর্ণ) এবং শেষে পুরো বর্ণমালা (স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ) একসাথে দেওয়া আছে। যখন শিশুরা কয়েকটি করে বর্ণ চিনে নিবে তখন শুধু বর্ণগুলোই পড়বে।
- সব স্বরবর্ণ পরিচিতি শেষে আমার বইয়ের (৬১ পৃষ্ঠা) স্বরবর্ণের ছড়াটি শিশুদের নিয়ে মজা করে বলবেন। একইভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচিতি শেষে ব্যঞ্জনবর্ণের ছড়া গানটি (৯৫ পৃষ্ঠা) শিশুদের নিয়ে মজা করে বলবেন।
- পরবর্তীতে প্রাক-পঠনের ক্লাসে বর্ণ পরিচিতি ও পঠনের কাজ শেষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চার্ট ও বর্ণ কার্ডের মাধ্যমে শিশুরা পড়ানো বর্ণগুলো চিনতে ও পড়তে পারে কি না তা যাচাই করবেন। যেমন- চার্ট থেকে কোনো বর্ণ পড়তে বলতে পারেন, কোনো একটি বর্ণ কার্ড দেখিয়ে বর্ণটি পড়তে বলতে পারেন আবার কিছু এলোমেলো বর্ণ কার্ড ক্রম অনুযায়ী সাজাতে বলতে পারেন অথবা গল্পের বই বা অন্য কোনো বই-পত্রিকা থেকে পরিচিত বর্ণ খুঁজে বের করতে বলতে পারেন। এভাবে শিক্ষক বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের সঙ্গে মজা করে বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠনের কাজটি পরিচালনা করবেন।

কাজ । ৪ প্রতীক বা সংকেত চিনে নেই

বর্ণ পরিচিতির পাশাপাশি শিশুদেরকে পরিবেশের কিছু প্রতীক চিহ্নের সাথেও পরিচয় করাতে হবে যেমন- তীর চিহ্ন, জেব্রা ক্রসিং/রাস্তা পারাপার ট্রাফিক সিগন্যাল, বিপজ্জনক চিহ্ন, সামনে হাসপাতাল বা বিদ্যালয় ইত্যাদি। এই প্রতীক চিহ্নগুলোর অর্থ কী তা নিচের তালিকায় দেওয়া আছে। শিক্ষক শিশুদের নিয়ে মজা করে এই কাজটি করাবেন।

শিখনফল

৪.১.২ পরিচিত চিহ্ন ও সংকেত, ছবি/চিত্র দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ

সাদা কাগজ, কলম বা রং পেনসিল, ফ্ল্যাশ কার্ড ও আমার বই

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে সাদা কাগজে কলম দিয়ে এই প্রতীক চিহ্নগুলো এঁকে প্রতীক চিহ্নের কার্ড তৈরি করে নিবেন। এক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ডের প্রতীক চিহ্নও ব্যাবহার করতে পারেন।
- এরপর প্রত্যেকটি প্রতীক নিয়ে শিক্ষক শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন। প্রথমে প্রতীক কার্ডটি শিশুদেরকে দেখাবেন তারপর এই প্রতীকটির অর্থ কী তা নিয়ে সহজ কথায় আলোচনা করবেন। এরপর আমার বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠার সংকেতগুলো দেখে কোনটি কিসের প্রতীক তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- এরপর প্রতীকটি কোথাও দেখলে কী করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। শিশুদের আলোচনায় প্রশ্ন করতে বা কথা বলতে উৎসাহিত করবেন এবং হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন। পরবর্তী ক্লাসে এই প্রতীক চিহ্ন নিয়ে মজা করে খেলা করবেন

প্রতীক চিহ্ন	প্রতীক চিহ্নের অর্থ	কী করতে হবে
→	তীর চিহ্ন দিক নির্দেশ করে।	যেদিকে তীর চিহ্নের মুখ রয়েছে সেদিকে যেতে হবে।
	এর নাম জেব্রা ক্রসিং। এখান দিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হয়।	সবসময় জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হতে হয়।
	রাস্তায় গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাফিক সিগন্যালের প্রয়োজন পড়ে। ট্রাফিক সিগন্যালে তিন রঙের বাতি থাকে। লাল বাতি জ্বললে সব গাড়ি থেমে যাবে, হলুদ বাতি জ্বললে চলার জন্য প্রস্তুত হবে আর সবুজ বাতি জ্বললে গাড়ি চলতে শুরু করবে।	ট্রাফিক সিগন্যালের লাল, হলুদ, ও সবুজ বাতির অর্থ অনুযায়ী রাস্তায় গাড়ি চালাতে হবে ও রাস্তা পারাপার হতে হবে।
	এই চিহ্ন যখন কোনো কিছুতে দেওয়া থাকে তার মানে হলো জিনিসটি বিপজ্জনক এবং এটি থেকে দূরে থাকতে হবে। এটি ধরলে বিপদ হতে পারে।	বিপজ্জনক চিহ্নযুক্ত কোনো জিনিস দেখলে তার থেকে দূরে থাকতে হবে।
	এই চিহ্নের অর্থ হলো সামনে হাসপাতাল।	হাসপাতালে অসুস্থ রোগীরা থাকেন। তাই যেখানে এই চিহ্ন থাকবে সেখানে গাড়ির হর্ন বাজানো বা কোলাহল করা উচিত নয়।
	এই চিহ্নের অর্থ হলো সামনে বিদ্যালয়।	বিদ্যালয়ে ছোটো ছোটো শিশুরা আসে। তাই যেখানে এই চিহ্ন থাকবে সেখানে গাড়ির হর্ণ বাজানো বা কোলাহল করা উচিত নয়। এখানে গাড়িও ধীরে ধীরে চালাতে হবে।
	এই চিহ্নের অর্থ হলো নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলা।	যেখানে সেখানে আমরা ময়লা ফেলব না। এই চিহ্ন যেখানেই থাকবে নির্দিষ্ট সেই স্থানে ময়লা ফেলতে হবে।

কাজ । ৫ প্রতীক বা সংকেত চেনার খেলা

শিখনফল

৪.১.২ পরিচিত চিহ্ন ও সংকেত, ছবি/চিত্র দেখে অনুসরণ করতে পারবে।
৪.১.৩ নির্দেশনা শুনে/দেখে অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ

ফ্ল্যাশ কার্ড ও আমার বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসুন। খেলা শুরুর আগে প্রয়োজনীয় প্রতীক বা সাংকেতিক চিহ্নের কয়েকটি কার্ড বানিয়ে রাখবেন। যেমন- জেব্রা ক্রসিং, ট্রাফিক সিগন্যালের লাল-হলুদ-সবুজ বাতি, বিপদ সংকেত, নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার সাংকেতিক চিহ্ন ইত্যাদি।
- এবার কার্ড দেখিয়ে প্রতীক বা সংকেতগুলো নিয়ে শিশুদের প্রশ্ন করুন কোন চিহ্ন দেখলে কী করতে হবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শ্রেণির বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্নের কার্ড ছড়িয়ে/ঝুলিয়ে রাখুন এবং শিশুদের বলবেন 'আমরা যখন যে সাংকেতিক চিহ্ন দেখব, তখন সে চিহ্ন অনুযায়ী অভিনয় করে খেলাটি খেলব।'
- তারপর শিশুদের দুই দলে ভাগ করে একদলের শিশুদের নিয়ে লম্বা গাড়ি বানিয়ে একজনকে গাড়ির চালক হতে বলবেন এবং অন্যদলের শিশুদের একপাশে দাঁড়াতে বলবেন। গাড়ি চলতে চলতে সামনে 'জেব্রা ক্রসিং' এর সাংকেতিক চিহ্ন আসলে বলবেন 'সামনে জেব্রা ক্রসিং' তখন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু শিশু রাস্তা পার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিবে এবং প্রথমে ডানে তারপর বামে তাকিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হবে। আবার ট্রাফিক সিগন্যালের ক্ষেত্রে শিক্ষক লাল বাতি দেখালে শিশুরা গাড়ি চালানো থামিয়ে দিবে, হলুদ বাতি দেখালে চলার জন্য প্রস্তুত হবে এবং সবুজ বাতি দেখালে চলতে শুরু করবে।
- আবার বিপদ সংকেত সামনে আসলে শিশুরা গাড়ি অন্যরাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে যাবে।
- আবার সামনে স্কুল বা সামনে হাসপাতাল চিহ্ন দেখলে গাড়ি ধীরে ধীরে যাবে, হর্ণ বাজাবে না; পথচারীরা কোলাহল করবে না ইত্যাদি। এ সময় অন্য শিশুদের হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে বলবেন এবং পরে তারা আবার একইভাবে অন্য প্রতীক বা সাংকেতিক চিহ্ন নিয়ে খেলবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নেতৃত্বে আরও ভিন্ন ভিন্ন সংকেত বা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে খেলাটি খেলবেন।

কাজ । ৬ কোনটি কেমন বলতে পারি

শিখনফল

৪.২.১ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ শনাক্ত করতে পারবে।
৪.২.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ বুঝে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

বিভিন্ন রঙের খেলনা বা বস্তু, ছোটো পাথর বা কাঠের শক্ত ব্লক, ঝরা পাতা, শক্ত কাগজ, বোর্ড, ঝুনঝুনি ও শ্রেণিকক্ষে থাকা বিভিন্ন জিনিস (যেমন- ছোটো বল, টেনিস বল, বিচি, চামচ, কাঠি, ইরেজার, পেনসিল ইত্যাদি)

পদ্ধতি

- খেলা শুরুর আগে শিক্ষক প্রয়োজনীয় উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন এবং কাগজের একটি বাক্সে অথবা প্লাস্টিকের বোলের ভিতরে রাখবেন।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং যেকোনো একজন শিশুর হাতে উপকরণের বাক্সটি বা বোলটি দিবেন। এবার সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন যে, আপনি যখন ঝুনঝুনিটি বাজাবেন তখন যার হাতে বাক্সটি আছে সেটা সে পাশের জনের হাতে দেবে। এভাবে একজনের পর একজনকে দিতে থাকবে। এভাবে যতক্ষণ ঝুনঝুনিটি বাজবে, ততক্ষণ উপকরণের বাক্সটি হাত বদল হতে থাকবে। বাজনা থামলে যে শিশুর হাতে বাক্সটি থাকবে সে বাক্স থেকে একটি উপকরণ তুলবে।
- এরপর শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন উপকরণ বা জিনিসটির রং কী, এটা দেখতে এবং ধরতে কেমন লাগছে। শিশু যা বলবে তার জন্য প্রশংসা করবেন। শিশুকে সঠিক উত্তর বলতে প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং জিনিসটি নরম/শক্ত/লম্বা/গোল/খসখসে/মসৃণ কি না তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।
- এভাবে ঝুনঝুনি বাজিয়ে মজা করে শিশুদের সাথে খেলাটি খেলবেন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিশুকে বাক্সে রাখা বিভিন্ন জিনিসের রং, আকার-আকৃতি ও গঠন কেমন তা নিয়ে ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন এবং তাদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- সবশেষে সবাইকে হাততালি দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

কাজ । ৭ গন্ধ চিনি স্বাদ বুঝি

শিখনফল

৪.২.১ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ শনাক্ত করতে পারবে।
৪.২.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ বুঝে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে

উপকরণ

লবণ, চিনি, মিষ্টি ও টক ফল (আম, তেঁতুল, কলা, আমড়া, লেবু ইত্যাদি) ও গন্ধযুক্ত বিভিন্ন ফুল

পদ্ধতি

- শিক্ষক কাজ শুরুর আগেই লবণ, চিনি, গন্ধযুক্ত কয়েকটি ফুল এবং বিভিন্ন ফল যেমন- তেঁতুল, আমড়া, লেবু ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখবেন।
- এরপর শিশুদের কাছে লবণ, চিনি, মরিচ, আম, লেবু, তেঁতুল ইত্যাদির স্বাদ কেমন তা জানতে চাইবেন। তাদের মতামত শুনবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- এভাবে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মিষ্টি, লবনাক্ত, ঝাল ও টক জাতীয় স্বাদ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।
- একইভাবে শিক্ষক সহজে পাওয়া যায় এমন গন্ধযুক্ত কিছু ফুল ও পাতা যেমন- গোলাপ, বেলি, গন্ধরাজ, লেবু পাতা ইত্যাদির গন্ধ কেমন সে সম্পর্কে শিশুদের মতামত শুনবেন এবং তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- পরবর্তীতে ২/৩ জন শিশুকে সামনে ডাকবেন। স্বাদ গ্রহণের জন্য বাটিতে রাখা লবণ, চিনি, লেবু ইত্যাদি শিশুদের মুখে দিয়ে এর স্বাদ কেমন তা জানতে চাইবেন। তাদের মতামত শুনবেন এবং শিশুদের প্রশংসা করবেন।
- একইভাবে কয়েকজন শিশুকে গন্ধযুক্ত কিছু ফুল ও পাতার গন্ধ নিতে বলবেন এবং এগুলোর গন্ধ কেমন তা সবাইকে বলতে বলবেন।
- এভাবে মজা করে শিশুদের নিয়ে স্বাদ ও গন্ধ বিষয়ের ধারণা দেবেন।
- সবশেষে সবাইকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।

গ। প্রাক-লিখন

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাক-লিখনের কাজ অর্থাৎ লেখার কাজ শুরু হবে ইচ্ছেমতো আঁকিবুকির মধ্য দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে প্যাটার্ন ও বর্ণাংশ আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুরা জানবে কীভাবে লিখতে হয়। ইচ্ছেমতো আঁকার মাধ্যমে শিশু তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারবে যা পরবর্তীতে তার চিন্তা-চেতনা ও শিখনকে প্রভাবিত করবে এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। শিশুর ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে পড়ার দক্ষতার সাথে লেখার দক্ষতাও একটি অন্যতম মৌলিক দক্ষতা। এই শ্রেণিতে প্রাক-লিখনের মাধ্যমে শিশুর সূক্ষ্ম পেশির দক্ষতার যেমন বিকাশ ঘটবে তেমনি শিশুর চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটবে। তাই প্রাক-লিখনের জন্য ইচ্ছেমতো আঁকি, দাগ টানি, যেমন আছে তেমন আঁকি, ডট মিলিয়ে লিখি ও বর্ণ লিখি নামে কিছু কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুর সূক্ষ্মপেশি ও লেখার জড়তা কাটানোর জন্য শিক্ষক প্যাটার্ন আঁকার চর্চা করাবেন। সহজ কিছু প্যাটার্ন দিয়ে শুরু করে পর্যায়ক্রমে শিশুরা বর্ণাংশ লেখার প্যাটার্নের দিকে অগ্রসর হবে। শিক্ষক প্রাক-লিখনের প্রতিটি কাজের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজসমূহ পরিচালনা করবেন। তবে প্রাক-লিখনের এই কাজসমূহ শিশুর জন্য যেন আনন্দদায়ক ও অর্থপূর্ণ হয় শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।

কাজ। ১ ইচ্ছেমতো আঁকা

শিখনফল

১.২.১ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো এবং নির্দেশনা অনুসরণ করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
১.২.২ সূক্ষ্মপেশি ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিস/বস্তু দেখে আঁকতে ও রং করতে পারবে।
৪.১.৯ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা, এসো লিখতে শিখি (অনুশীলন খাতা), কাগজ, পেনসিল, ক্রেয়ন ও রং পেনসিল

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা ও পেনসিল দিবেন। শিশুরা এসো লিখতে শিখি খাতার ১-২৪ পৃষ্ঠায় রুটিন ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যাতে শিশুরা স্বাধীনভাবে নতুন নতুন আঁকার বিষয় নির্বাচন করতে পারে এবং খাতার পাতা ভরে আঁকে ও ঠিকভাবে পেনসিল ধরতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- শিশু ইচ্ছেমতো আঁকার বিষয় নিজে নিজে নির্বাচন করতে না পারলে শিক্ষক তাকে ছোটো ছোটো পরামর্শ দিতে পারেন। যেমন- তুমি ফুল আঁকতে পারো, ঘুড়ি আঁকতে পারো, তোমার স্কুল বা বাড়ির ছবি আঁকতে পারো ইত্যাদি।
- মনে রাখতে হবে ফুল-পাখি ইত্যাদি সঠিকভাবে আঁকা মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের তাদের ইচ্ছেমতো আঁকতে সহায়তা করা এবং পেনসিল ধরতে পারা ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

- কিছুদিন পর পরবর্তী ক্লাসে শিশুদের খাতা পেন্সিলের সঙ্গে রংও দিবেন। শিশুরা খাতায় ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে ও রং করবে।
- শিশু ছবি আঁকার পর শিক্ষক ছবিটি দেখবেন ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন (যেমন- তুমি কী এঁকেছো?) তারপর শিশুকে ছবিটির একটি নাম দিতে বলবেন। শিক্ষক ছবির নামটি ছবির নিচে লিখে দিবেন। পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর ছবি দেখে ছবির নাম দেয়ার কাজটি নিশ্চিত করবেন।
- পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ছবির নাম দেয়ার কাজটি শিক্ষক শিশুদেরকে করতে উৎসাহিত করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শিশু তার নিজের মতো করে ছবির নাম দিবে। শিক্ষক এ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদেরকে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও জিনিস আঁকতে এবং রং করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । ২ দাগ টানি ও যেমন আছে তেমন আঁকি

শিখনফল ৪.১.১০ প্যাটার্ন/ আকৃতি আঁকতে পারবে।

উপকরণ শিক্ষক সহায়িকা, এসো লিখতে শিখি (অনুশীলন খাতা) ও পেনসিল

পদ্ধতি

- শিক্ষক 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতার ২৫ ও ২৬ নং পৃষ্ঠায় 'দাগ টানি' থেকে ১টি বোর্ডে এঁকে দেখাবেন। ২/১জন শিশুকে বোর্ডে ডেকে কীভাবে দাগ টেনে মিলাতে হবে তা দেখাতে বলবেন।
- এরপর শিশুদের তাদের 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতার নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় কাজটি করতে বলবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে একইভাবে ২৭-৩৮ পৃষ্ঠায় দেয়া 'যেমন আছে তেমন আঁকি' থেকে ১ টি করে প্যাটার্ন বোর্ডে এঁকে দেখাবেন। ২/১জন শিশুকে বোর্ডে ডেকে তাতে হাত ঘুরাতে বলবেন।
- এরপর শিশুরা তাদের 'এসো লিখতে শিখি' খাতায় নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আঁকবে। শিশুরা ঠিকমতো আঁকতে পারছে কি না তা শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- এভাবে শিশুরা প্রাক-লিখনের ক্লাসে একটি করে প্যাটার্ন আঁকবে।
- শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন/আকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদেরকে ধীরে ধীরে অভ্যাস করাবেন।
- সবশেষে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৩ ডট মিলিয়ে লিখি

শিখনফল

৪.১.১০ প্যাটার্ন/আকৃতি আঁকতে পারবে।
৪.১.১১ বর্ণাংশ ও বর্ণ লিখতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সহায়িকা, এসো লিখতে শিখি (অনুশীলন খাতা) ও পেনসিল

পদ্ধতি

- বর্ণাংশ থেকে বর্ণ লেখার জন্য 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতার ৩৯-৫৯ পৃষ্ঠায় 'ডট মিলিয়ে লিখি' নামে অনুশীলনের কাজ রয়েছে। এগুলো চর্চার মাধ্যমে শিশুরা বর্ণ লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- যেদিন যে পৃষ্ঠার বর্ণ লেখার জন্য অনুশীলন করাবেন শিক্ষক শিশুদের সেই পৃষ্ঠাটি খুলতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- প্রতিটি পৃষ্ঠায় বর্ণ লেখার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। শিক্ষক ধাপগুলো অনুসরণ করে প্রথমে বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং কীভাবে আঁকতে হবে তা শিশুদের বুঝিয়ে দিবেন।
- এরপর শিক্ষককে অনুসরণ করে শিশুদের খাতায় আঁকতে বলবেন। শিশুদের আঁকার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। বর্ণ লেখার প্রতিটি ধাপ শিশুরা আলাদা আলাদাভাবে যেন অনুশীলন করে তা খেয়াল রাখবেন।
- শিশুরা ঠিকমতো হাত ঘুরাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ রাখবেন এবং এসময় শিশুদের প্রশংসা করবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সবগুলো পৃষ্ঠা শিশুদের নিয়ে বর্ণাংশ লেখার কাজটি করাবেন।

কাজ । ৪ বর্ণ লিখি

শিখনফল ৪.১.১১ বর্ণাংশ ও বর্ণ লিখতে পারবে।

উপকরণ এসো লিখতে শিখি (অনুশীলন খাতা)

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তকারে দাঁড়াবেন।
- শিক্ষক কোনো একটি বর্ণ পরিচিত করানোর পর সে বর্ণটি শিশুদের দিয়ে লেখাবেন। শিক্ষক প্রথমে বর্ণটি বড়ো ও স্পষ্ট করে বোর্ডে লিখবেন এবং শিশুদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক বর্ণচার্ট/ফ্ল্যাশ কার্ডে বর্ণটি শিশুদের দেখাবেন এবং শিশুদের বলতে বলবেন।
- পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিশু বোর্ডে এসে বর্ণটি লিখবে এবং অন্য শিশুরা দেখবে ও সমস্বরে সঠিক উচ্চারণে বলবে।
- এরপর প্রত্যেক শিশু তাদের নিজ নিজ 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতায় সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় বর্ণটি লিখবে।
- এসময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। লক্ষ রাখতে হবে শিশুরা যাতে সঠিকভাবে খাতা ও পেনসিল ধরে লিখে। প্রয়োজনে হাত ধরে দেখিয়ে দিবেন।
- প্রত্যক শিশু নির্দেশনা অনুযায়ী পৃষ্ঠা ভরে নির্দিষ্ট বর্ণটি লিখতে পারে কি না শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।
- এভাবে পরবর্তীতে মজা করে পর্যায়ক্রমে 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতার ৬০-১২৬ পৃষ্ঠার বর্ণ লেখার কাজটি অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ৫ দেখে দেখে নাম লিখি

শিখনফল ৪.১.১২. নিজের নাম অনুলিপি করতে পারবে।

উপকরণ শিশুদের নাম লেখা কার্ড বা কাগজ, সাদা কাগজ ও পেনসিল

পদ্ধতি

- নাম কার্ড বানানোর জন্য শিক্ষক একটি পৃষ্ঠাকে ৪ ভাগ করে কাগজটি সমানভাবে কেটে শিশুর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্ড বানিয়ে নিবেন। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে কার্ডে তার ডাক নাম/নামের অংশ রঙিন মার্কার লিখে নাম কার্ড তৈরি করে রাখবেন।
- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াবেন এবং তাদের বলবেন, 'আজ আমরা নিজেদের নাম সবাইকে বলব আর লিখে দেখাব।'
- এরপর প্রত্যেক শিশুকে তার নাম-লেখা কার্ড বা কাগজটি দিবেন। এবার যেকোনো একজন শিশুকে তার নাম-লেখা কাগজটি দেখতে বলবেন এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে নিজের নাম বলতে বলবেন। এভাবে সব শিশুকে তার নাম-লেখা কাগজ দেখে নিজের নাম বলতে বলবেন। যাতে শিশুটি তার নাম লেখা কাগজটি দেখে ছবির মতো করে চিনতে পারে
- এরপর বোর্ডে গিয়ে আপনার নাম স্পষ্ট ও বড়ো করে লিখবেন এবং বলবেন, 'দেখো, আমার নাম হলো শি-উ-লি' নামটি স্পষ্ট করে বলবেন যাতে নামের প্রতিটি অক্ষর বোঝা যায়।
- তারপর শিশুদের বলুন, 'দেখো, আমি আমার নাম আবার লিখছি'- এই বলে বোর্ডে-লেখা নামের ওপর হাত ঘুরিয়ে শিশুদের দেখাবেন। এভাবে কয়েকবার হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন।
- এরপর তাদের ছোটো দলে ভাগ করে প্রত্যেক শিশুকে তার নাম লেখা কার্ড, ছোটো একটি কাগজ ও একটি করে পেনসিল দিবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে তার লেখা নামের ওপর হাত ঘোরাতে বলবেন এবং এ সময় প্রত্যেক দলে ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
- এরপর শিশুদের সাদা কাগজে দেখে দেখে তাদের নাম লিখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- লেখা শেষে নিজ নিজ নাম-লেখা কাগজটি দেখাতে বলবেন এবং সবাইকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবেন।
- সবশেষে শিশুদের তাদের নাম-লেখা কাগজটি বাড়ি নিয়ে বাবা-মাকে দেখাতে বলবেন।
- উল্লেখ্য যে, শিশুরা তাদের নামটি এক্ষেত্রে ছবি হিসেবে দেখবে ও আঁকবে। কেননা শিশুরা সবধরনের বর্ণ ও কারচিহ্নের সাথে এখনও পরিচিত হবে না।
- কিছুদিন পর শিক্ষক সকলের নামের কার্ড একসাথে করে টেবিলে/মেঝেতে ছড়িয়ে রাখবেন এবং একজন একজন করে শিশুকে তার নামের কার্ডটি বেছে নিতে বলবেন। না পারলে সহায়তা করবেন। এভাবে ধীরে ধীরে শিশুরা তাদের নাম চিনতে পারবে।

MwYZ I hw³

- তুলনা
- অবস্থান
- আকার-আকৃতি
- পরিমাপ
- গণনা
- প্যাটার্ন

প্রাক-গাণিতিক ধারণা

ভূমিকা

এ অধ্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের (৫+ বয়সি) অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল বিবেচনায় নির্ধারিত বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাক-গাণিতিক ধারণা, সংখ্যার ধারণা, যোগ-বিয়োগের ধারণা ও প্যাটার্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্ধারিত গণিত ও যুক্তি অংশের প্রাক-গাণিতিক ধারণা সংক্রান্ত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শুরুতেই অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের শিরোনাম, শিখনফল, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিখনফল অর্জনের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুদের শিখন মূল্যায়নের কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক উল্লিখিত উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তবে সহায়িকায় উল্লিখিত পদ্ধতি চূড়ান্ত নয়। শিক্ষক উল্লিখিত পদ্ধতি ও উপকরণ ছাড়াও শিশুদের চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ভিন্নরকম উপকরণ ব্যবহার ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ আগ্রহ ও কৌতুহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ-বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।

ক) প্রাক-গাণিতিক ধারণা

বিভিন্ন বস্তু, বস্তুর আকার-আকৃতির সাথে পরিচিতি, তুলনা, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা অর্জন শিশুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার করে আনন্দদায়ক কাজ, খেলার মাধ্যমে তার আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুর আকার-আকৃতির সাথে পরিচিতি, তুলনা, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক-গাণিতিক ধারণা অর্জন করবে যা পরবর্তীতে তাদের গাণিতিক ধারণা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কাজ। ১ ছোটো-বড়

শিখনফল

৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ

আমার বই, বিভিন্ন ছোটো বড়ো আকৃতির ঝরা পাতা, ফুল, পাথর, কাঠের টুকরা ও শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য উপকরণ

পদ্ধতি

- শিক্ষক আশেপাশের পরিবেশ অথবা শ্রেণিকক্ষ থেকে ছোট-বড় আকৃতির পাতা, ফুল, পাথর, কাঠের টুকরা, বই ইত্যাদি নিয়ে আসবেন। শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে ছোটো এবং বড়ো উপকরণগুলো শিশুদের দেখাবেন এবং জানতে চাইবেন কোনটি ছোটো কোনটি বড়।
- শিক্ষক চক বোর্ডে ছোটো বড়ো বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকে শিশুদের প্রশ্ন করে দেখাতে বলবেন কোনটি বড়ো কোনটি ছোট।
- আমার বই এর ১০০-১০১ পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে ছোট-বড় ছবিগুলো রং করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুরা সঠিকভাবে ছোটো বড়ো চিহ্নিত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন।

কাজ । ২ মোটা-চিকন

শিখনফল ৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ যেমন- মোটা ও চিকন সুতা/ দড়ি, বোতল ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিশুদের সামনে দুইটি করে বিভিন্ন উপাদান যেমন- তার, দড়ি, বোতল (মোটা ও চিকন) আলাদা আলাদাভাবে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কোনটি মোটা ও কোনটি চিকন।
- এরপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ভিতরে মোটা ও চিকন কী কী বস্তু রয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহয়তা করবেন।
- আমার বই এর ১০২-১০৩ পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুযায়ী ছবিগুলো শিশুদেরকে রং করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মোটা চিকনের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ । ৩ লম্বা খাটো

শিখনফল ৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, দুইটি কাঠি (লম্বা এবং খাটো), লম্বা ও খাটো জিনিসের ছবি, শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- একটি লম্বা কাঠি এবং একটি খাটো কাঠি দেখিয়ে এর মধ্যে কোনটি লম্বা কোনটি খাটো বলতে সহায়তা করবেন।
- এবার শিশুদের একটি লম্বা ও একটি খাটো জিনিসের ছবি দেখিয়ে বা বোর্ডে এঁকে কোনটি লম্বা কোনটি খাটো তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- এরপর শিশুদের দুটি দলে ভাগ করে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে কী কী লম্বা খাটো জিনিস রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- পর্যবেক্ষণ শেষে দল দুটি কী কী দেখেছে তা বলতে বলবেন।
- এছাড়াও শ্রেণির বাইরের পরিবেশ থেকে মোটা কিন্তু খাটো এবং চিকন কিন্তু লম্বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে বলবেন।
- এরপর আমার বই এর ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের ছবিগুলো রং করতে বলবেন।

কাজ । ৪ উঁচু নিচু

শিখনফল ৫.১.২ অবস্থানের ভিত্তিতে বস্তুর স্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর ফ্লিপচার্ট এর পাহাড় ও বন (পৃষ্ঠা- ৪) এবং ফসলের মাঠ নদী ও সাগর (পৃষ্ঠা- ৫) এর ছবি দেখিয়ে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন কোনটি উঁচু ও কোনটি নিচু অবস্থানে আছে।
- এবার একজন শিশুকে উঁচু জায়গার উপর এবং একজনকে নিচে দাঁড় করিয়ে শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন কে উচুতে দাঁড়িয়ে আছে।
- শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের কাজের প্রশংসা করবেন।
- চার্ট বা আমার বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবি (পাহাড় সমতল ইত্যাদি) ব্যবহার করে শিশুদের উঁচু নিচু বিষয়ের ধারণা দিবেন।
- আমার বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠার ছবি নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের রং করতে সহায়তা করবেন।

কাজ । ৫ কম বেশি

শিখনফল ৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ পাথর, বিচি, কাঠের টুকরা, একটি পেয়ারা ও একটি কলার ছবি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। এরপর মেঝের উপর এক জায়গায় কিছু কম পরিমাণ বিচি বা পাথর এবং অন্য জায়গায় বেশি পরিমাণে বিচি বা পাথর রাখবেন এবং শিশুদের দেখাতে বলবেন কোথায় কম বা বেশি পরিমাণ বিচি বা পাথর আছে। শিশুরা বলতে পারলে শিক্ষক বলবেন, চলো আজ আমরা কোথায় কম এবং কোথায় বেশি তা বের করি।
- এভাবে দুই তিন ধরনের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিশুদের কম- বেশির ধারণা দিবেন।

- এরপর শিশুদের একটি পেয়ারা ও একটি কলার ছবি দেখাবেন (অন্য যে কোন দুইটি বস্তুও দেখানো যেতে পারে)। পেয়ারা ও কলার ছবি দুইটি দেওয়ালে বা চক বোর্ডে আঠা দিয়ে পাশাপাশি লাগিয়ে দিবেন। এবার যারা পেয়ারা পছন্দ করে তাদের পেয়ারার ছবি এবং যারা কলা পছন্দ করে তাদের কলা বরাবর লাইন করে দাঁড়াতে বলবেন। লাইন পর্যবেক্ষণ করে কোন ফল বেশি শিশু পছন্দ করে আর কোন ফল কম শিশু পছন্দ করে তা বলতে বলবেন। এর মাধ্যমে কম বেশির ধারণা প্রদান করবেন।
- আবার বোর্ডে কম ও বেশি ফুল পাতা, পানি, ফল ইত্যাদির ছবি এঁকে কম জিনিসের ওপর গোল দাগ এবং বেশি জিনিসের ওপর টিক চিহ্ন দিতে বলবেন।
- এভাবে মজা করে শিশুদের নিয়ে কম বেশির ধারণা দিবেন। সবশেষে হাততালি দিয়ে খেলা শেষ করবেন।

কাজ । ৬ হালকা ভারি

শিখনফল

৫.১.১ আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করতে পারবে।

উপকরণ

শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপাদান, বল, পুতুল, ছোটো পাথর, তুলা, বই, প্লাস্টিকের গ্লাস ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। একজন আগ্রহী শিশুর দুই হাতের একটিতে বই ও অন্যটিতে একটি পেনসিল নিতে বলবেন। প্রশ্ন করবেন কোনটি হালকা- বই না পেনসিল? শিশুদের উত্তরের আলোকে হালকা ও ভারি এর ধারণা দিবেন।
- শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ/উপাদান তুলনা করে শিশুদের অনুশীলন করাবেন।
- জোড়ায় জোড়ায় বা দলে ভাগ করে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে হালকা ও ভারি বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে দিবেন।
- আকারে বড়ো কিন্তু হালকা এবং আকারে ছোটো কিন্তু ভারি বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে দিবেন; যেমন- বল, পুতুল, ছোটো পাথর, তুলা, বই, প্লাস্টিকের গ্লাস ইত্যাদি।
- এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে শিশুদের হালকা ভারি ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ । ৭ বাম-ডান

শিখনফল ৫.১.২ অবস্থানের ভিত্তিতে বস্তুর স্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে ইউ আকারে বসবেন। এবার বলবেন, 'আমরা যে হাত দিয়ে সাধারণত ভাত খাই সে হাতটি ওপরে তুলি।'
- এরপর বলবেন, 'তোমরা কি বলতে পারো হাতটির নাম কী?' বলতে পারলে প্রশংসা করবেন।
- শিশুরা ডান হাতের কথা বললেও বাম হাত দিয়েও যে কেউ কেউ খাবার খায় বা কাজ করে তা সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার সকল শিশুকে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন। শিশুদের ডান বললে ডান হাত ও বাম বললে বাম হাত উঁচু করতে বলবেন। এভাবে ৮ থেকে ১০ বার অনুশীলন করাবেন। শিশুদের দিয়েও একই প্রক্রিয়ায় অনুশীলনটি পরিচালনা করতে সহায়তা করবেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ করবেন কেউ ডান বললে বাম হাত বা বাম বললে ডান হাত তুলে কি না। সেক্ষেত্রে শিশুদের সঠিক হাত উঁচু করতে সহায়তা করবেন।
- এরপর দুইজন দুইজন করে শিশুকে মুখোমুখি দাঁড়াতে বলবেন। শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন তার সামনে দাঁড়ানো বন্ধুটির ডান হাত ও বাম হাত কোনটি। সামনে দাঁড়ানো বন্ধুর ডান ও বাম হাত কোনটি এ বিষয়ে প্রত্যেকের ধারণা পরিষ্কার হওয়ার পর ডান বললে সামনের বন্ধুর ডান হাত ও বাম বললে বাম হাত ধরতে বলবেন। এভাবে ৮ থেকে ১০ বার অনুশীলন করাবেন। শিশুদের দিয়েও একই প্রক্রিয়ায় অনুশীলনটি করতে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের দিক পরিবর্তনে ডান ও বাম পরিবর্তনের বিষয়টি বর্ণনা করবেন। দুইজন শিশুকে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলবেন। যেকোনো একজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন- তার বন্ধুটি কোন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এবার তাকেই উল্টো ঘুরে দাঁড়াতে বলবেন। আবার জিজ্ঞেস করবেন তার বন্ধুটি এখন তার কোন পাশে দাঁড়িয়ে আছে।
- এভাবে শিশুদের দিক পরিবর্তনের কারণে বাম ও ডান পাশ পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝতে শিশুদের সহায়তা করবেন। একই ভাবে অন্য শিশুদের দিয়েও অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ৮ ভিতর-বাহির

শিখনফল ৫.১.২ অবস্থানের ভিত্তিতে বস্তুর স্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- প্রথমে শ্রেণিকক্ষের মাঝামাঝি শিশুদের বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলবেন। কিছু বস্তু বৃত্তের ভিতরে রাখবেন এবং কিছু বস্তু বাইরে রাখবেন।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, বৃত্তের ভিতরে কোন বস্তু এবং বৃত্তের বাইরে কোন বস্তু আছে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয়ের মাঠে শিশুদের নিয়ে গোল বৃত্ত আঁকবেন অথবা ফিতা/দড়ি দিয়ে বৃত্ত তৈরি করবেন। এবার সকলকে বৃত্তের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং শিক্ষক বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়াবেন।
- এবার বলবেন- 'আমি ভিতরে বললে বৃত্তের ভিতরে আসবে এবং বাইরে বললে বৃত্তের বাইরে বের হবে'। এভাবে খেলাটি কয়েকবার খেলবেন। হাততালি দিয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নেতৃত্বে অর্থাৎ কোনো শিশুকে বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে খেলাটি পরিচালনা করতে সহায়তা করবেন।

কাজ । ৯ উপর-নিচ

শিখনফল ৫.১.২ অবস্থানের ভিত্তিতে বস্তুর স্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার আকারে বসবেন। এবার শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ উঁচু ও নিচু জায়গায় এমনভাবে রাখবেন যেন সব শিশু তা দেখতে পায়।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, কোনটি উপরে এবং কোনটি নিচে আছে।
- শিশুরা বলতে পারলে প্রশংসা করবেন, না পারলে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক বোর্ডে ছবি এঁকে শিশুদের উপর-নিচ চিহ্নিত করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস/বস্তুর ওপর-নিচ এর অবস্থান চিহ্নিত করার খেলা করাবেন।

কাজ । ১০ সামনে পিছনে

শিখনফল ৫.১.২ অবস্থানের ভিত্তিতে বস্তুর স্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষ, শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- তিনজন শিশুকে একটি লাইনে দাঁড় করাবেন। অন্যান্য শিশুদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন- কার সামনে কে দাঁড়ানো আছে এবং কার পেছনে কে দাঁড়ানো আছে।
- শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন উপকরণ সামনে ও পিছনে রেখে সামনে ও পিছনের অবস্থা সম্পর্কে শিশুদের অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের ক্ষেত্রে সরাসরি সামনে বা পিছনে ছাড়াও একটু ডানে বা বামের সামনে পিছনের উপকরণ ব্যবহার করবেন।
- এরপর আবার শিশুদের নিয়ে দাঁড়াবেন। আপনি সামনে বললে শিশুরা সামনে লাফ দিয়ে এক পা পরিমাণ সামনে দাঁড়াবে, পেছন বললে পেছন দিকে এক পা পরিমাণ পেছনে দাঁড়াবে। বলার সময় সবসময় সামনে- পেছনে না বলে কখনো কখনো একাধিকবার পরপর সামনে- পেছনে বলবেন।
- এভাবে শিশুদের আনন্দ সহকারে সামনে-পিছনের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ । ১১ কাছে-দূরে

শিখনফল ৫.১.২ অবস্থানের ভিত্তিতে বস্তুর স্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বস্তু

পদ্ধতি

- প্রথমে শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং বলবেন আজ আমরা কাছে-দূরের খেলা খেলব। এরপর তিনজন শিশুকে সামনে ডাকবেন। তাদের একটু দূরত্ব রেখে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলবেন।
- এবার প্রথম শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার থেকে কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম কী? শিশুর উত্তর সঠিক আছে কিনা তা শ্রেণির অন্যান্য শিশুরা লক্ষ করবে এবং হাততালি দিয়ে প্রশংসা করবে। একইভাবে তার থেকে দূরে কে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম বলতে বলবেন। এভাবে শিশুদের কাছে এবং দূরের ধারণা দিবেন।
- এবার অন্যান্য শিশুদের সামনে ডেকে একইভাবে কাজটি করতে সহায়তা করবেন এবং পরবর্তীতে শ্রেণির কোন জিনিসটি তাদের কাছে এবং কোন জিনিসটি তাদের থেকে দূরে তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- এভাবে শ্রেণিকক্ষ, শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তুলনা করতে সহায়তা করে শিশুদের কাছে-দূরের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ । ১২ অনুমান ও পরিমাপ

শিখনফল ৫.১.১৫ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমান ও পরিমাপ করতে পারবে।

উপকরণ বিভিন্ন রকম বিচি ছোটো ছোটো পাথর ও গাছের ঝরা পাতা, বড়ো ও ছোটো কাঠি, বড়ো ও ছোটো বোতল/কাপ ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বসতে সহায়তা করবেন। প্রতিটি দলে পরিমাণমতো পাথর, বিচি বা অন্য কোনো বস্তু দিবেন। এবার বিভিন্নভাবে পাথর, বিচি বা অন্য বস্তুসমূহ দুইভাগ করে কোন ভাগে বেশি বা কম রয়েছে তা শিশুদের অনুমান করতে বলবেন। একটা একটা করে দুইভাগ থেকে বস্তু নিয়ে মিলিয়ে দেখাতে পারেন আসলে কোন ভাগে কম বা কোন ভাগে বেশি রয়েছে।
- এবার শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন। সবার সামনে একটি বড়ো কাঠি ও অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি কাঠি রাখবেন। ছোটো কাঠিটি যেন শিশুর ব্যবহার করা পেন্সিলের চেয়ে বড়ো হয়। প্রশ্ন করবেন, কাঠি দুইটির মধ্যে কোনটি বড়ো কোনটি ছোটো? শিশুদের উত্তর জেনে আগ্রহী যেকোনো একজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন বড়ো কাঠিটি তোমার ব্যবহার করা কয়টি পেন্সিলের সমান। একইভাবে জিজ্ঞেস করবেন ছোটো কাঠিটি কয়টি পেনসিলের সমান। শিশু হাতে কলমে কাজটি করে দেখাবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিশুরা যদি পারে তবে তার প্রশংসা করবেন। না পারলে আরেকজন শিশুকে সুযোগ দিবেন এবং অপারগ শিশুটিকে তা অনুসরন করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক করে দেখাবেন। এভাবে শিশুদের পরিমাপ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- পরবর্তীতে দুইটি ভিন্ন আকারের বোতল দিবেন। বোতল দুটি পানি দিয়ে ভর্তি করবেন। এবার কাপ দিয়ে বোতল দুটির কোনটিতে বেশি পানি আছে আর কোনটিতে কম পানি আছে তা পরিমাপ করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ও হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ১৩ বিভিন্ন রকম আকার (সাজানো/শ্রেণিকরণ)

শিখনফল ৫.১.১৪ রং, আকার-আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু সাজাতে ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

উপকরণ বিভিন্ন আকৃতির পাথর, বিচি, ব্লক, রঙ্গিন কার্ড, রং পেনসিল, চক, রাবার, কাগজ, কাঠি, বোতাম ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তাদের সামনে রাখবেন।
- উপকরণগুলো থেকে ছোটো, মাঝারি, বড়ো জিনিসগুলো খুঁজে বের করতে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে ২/৩জন শিশুকে সুযোগ দিবেন এবং অন্যান্যদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন।

- শিশুদের দলে ভাগ হয়ে বসতে সহায়তা করবেন। প্রত্যেক দলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন বস্তু দিবেন এবং আকার অনুযায়ী বস্তুগুলো সাজাতে বলবেন। তাদের কাজের প্রশংসা করবেন।
- পুনরায় দলে বিভিন্ন রংয়ের বোতাম/কাগজের টুকরা দিবেন। বোতাম/কাগজের টুকরা রং অনুযায়ী সাজাতে বলবেন। যে দল সবার আগে সাজাতে পারবে সেই দল বিজয়ী হবে।
- সাজানো শেষে বিজয়ী দলের নাম ঘোষণা করবেন।
- সবাইকে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এবং হাততালি দিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

কাজ । ১৪ বিভিন্ন রকম আকৃতি

শিখনফল ৫.১.১৩ পরিবেশের গোলাকার (বৃত্তাকার), চারকোনা (চতুর্ভুজাকার), তিনকোনা (ত্রিভুজাকার) বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ গোলাকার প্লেট ও ত্রিভুজ আকৃতির বস্তু, বই ও আমার বই

পদ্ধতি

- প্রথমে শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করবেন। একটি দলকে প্লেট বা গোলাকৃতির সমতল বস্তু, একটি দলকে বই ও একটি দলকে ত্রিভুজ আকৃতির বস্তু দিবেন। প্রতিটি দলে দেওয়া বস্তুটির আকৃতি দেখতে এবং আকৃতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলবেন। তারপর দলীয়ভাবে বস্তুটির আকৃতি খাতায় অংকন করতে এবং সবাইকে দেখাতে বলবেন। শিশুরা মৌখিকভাবে বস্তুটির আকৃতি কারণসহ বলবে।
- এবার দলীয়ভাবে শিশুরা নিজেদের হাত ধরাধরি করে তিনটি আকৃতি প্রদর্শন করবে। এ কার্যক্রমে শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- পরবর্তীতে খেলা নম্বর ২০ আকৃতি বানাই অনুশীলন করাবেন।
- এবার শিশুদের নতুন করে তিনটি দলে ভাগ করবেন। একদলকে শ্রেণির গোলাকার জিনিস, একদলকে তিনকোনার জিনিস ও আরেকদলকে চারকোনাকার জিনিস পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। দলে আলোচনা করে শ্রেণিতে কোনগুলো গোলাকার কোনগুলো তিনকোনার ও কোনগুলো চারকোনাকার বস্তু আছে তা বলতে বলবেন। যদি কোনো আকৃতির বস্তু না থাকে তাহলে কাগজ কেটে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করে এ কাজটি করবেন। এভাবে গোলাকার ত্রিকোণাকার ও চারকোনাকার আকৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা সুদৃঢ় করবেন।
- এছাড়া বোর্ডে বিভিন্ন আকৃতি এঁকে শিশুদেরকে পরিচিত করাবেন।
- আমার বই এর ১০৭- ১০৮ পৃষ্ঠা অনুশীলন করবেন। হাততালি দিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

খ) সংখ্যার ধারণা

বিভিন্ন বাস্তব ও অর্ধ-বাস্তব বস্তু গণনা করার মাধ্যমে শিশু সংখ্যার প্রাক ধারণা লাভ করে এবং পরবর্তীতে বস্তু নিরপেক্ষ পর্যায়ে সংখ্যার ধারণা লাভ করে। তাই শিক্ষক বাস্তব ও অর্ধ-বাস্তব বস্তু গণনা করতে ও সংখ্যার প্রাক-ধারণা লাভে সহায়তা করবেন এবং পর্যায়ক্রমে সংখ্যা চিনতে, বলতে ও লিখতে সহায়তা করার মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা স্পষ্ট করবেন। এই স্তরে শিশুরা (প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি) ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে, পড়তে ও লিখতে শিখবে যা পরবর্তীতে তাদের বড়ো সংখ্যা শিখতে এবং প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা অর্জনের জন্য সহায়ক হবে।

কাজ । ১ গণনা করি ও দাগ টেনে মিল করি

শিখনফল ৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ কাঠি, বিচি, মার্বেল, পাতা ও বিভিন্ন বস্তুর ছবির চার্ট (অনুর্ধ্ব ৫টি পর্যন্ত) ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। আমার বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠায় সংখ্যা ছড়ার ১-৫ পর্যন্ত অংশ মজা করে বলবেন। পরবর্তীতে শিশুদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে ছড়াটি কয়েকবার বলবেন। এই ছড়ার মাধ্যমে শিশুরা সংখ্যার নামগুলো জানবে এবং সংখ্যার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারবে।
- এরপর শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। যেকোনো শিশু থেকে প্রথমে ১, পরের শিশু ২, তারপরের শিশু ৩ এভাবে ৫ পর্যন্ত গণনা করার পরের শিশু আবার ১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা কয়েকবার গণনা করতে দিবেন।
- এবার শিশুদের বাস্তব উপকরণ (৫টি) যেমন- বিচি, পাথর, পাতা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে দিবেন এবং গুনতে বলবেন। প্রতিটি শিশু যাতে বিভিন্ন রকম বাস্তব উপকরণ গণনা করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক যে সংখ্যা বলবেন, শিশুরা সেই সংখ্যক উপকরণ গণনা করে সামনে রাখবে।
- পরবর্তীতে খেলা নম্বর-৩ নৌকা নিয়ে খেলাটি শিশুদের খেলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদেরকে আমার বইয়ের ১১১ পৃষ্ঠা খুলে সমান সংখ্যক ছবি দাগ টেনে মিলাতে দিবেন।

কাজ । ২ গণনা করি ও সমান সংখ্যক দাগ টানি

শিখনফল ৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ ১-৫ পর্যন্ত বিভিন্ন বস্তুর ছবির চার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের সাথে নিয়ে প্রথমে আমার বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠায় সংখ্যা ছড়ার ১-৫ পর্যন্ত মজা করে বলবেন। বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ছড়াটি বলে শিশুরা সংখ্যার নামগুলো জানবে এবং সংখ্যার ধারাবাহিকতা শিখবে।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে যেকোনো শিশু থেকে প্রথমে ১, পরের শিশু ২, তারপরের শিশু ৩ এভাবে ৫ পর্যন্ত গণনা করার পরের শিশু আবার ১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিক ভাবে ১-৫ সংখ্যা বার বার গণনা করতে দিবেন।
- এরপর বোর্ডে ছবি আঁকবেন বা ছবির চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে ছবির সমান সংখ্যক দাগ এঁকে দেখাবেন। এক্ষেত্রে দাগ আঁকার পূর্বে শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন ছবি অনুযায়ী কয়টি দাগ আঁকতে হবে।
- শিশুদের আমার বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠা খুলে ছবির পাশে সমান সংখ্যক দাগ টানতে সহায়তা করবেন। নিশ্চিত হবেন যে সকল শিশু তাদের নিজ নিজ বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠার ছবির পাশে সঠিকভাবে দাগ টানতে পারছে।
- সবশেষে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৩ গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-৫)

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৪ সংখ্যা প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

ছবি ও সংখ্যার ফ্ল্যাশ কার্ড, ছবি ও সংখ্যার চার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি করে (১-৫টি এর মধ্যে) ছবি আঁকবেন অথবা ছবি ও সংখ্যার চার্ট প্রদর্শন করবেন। ছবির পাশে কয়টি করে দাগ টানা যাবে তা শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন। শিশুদের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে শিক্ষক ছবির পাশে দাগ টানবেন।
- শিক্ষক ছবির কার্ড ও সংখ্যা কার্ড প্রদর্শন করে ১ সংখ্যাটি চিনতে সহায়তা করবেন।
- ছবির চার্ট (আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১১৩ এর অনুরূপ) বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে শিশুদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন। চার্টের ছবির সংখ্যা ও ১ সংখ্যাটি চিনে বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের ১ সংখ্যাটি কীভাবে লিখতে হবে তা বাতাসে হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন এবং শিশুদের অনুরূপভাবে হাত ঘুরাতে বলবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১১৩ খুলে দেখতে সহায়তা করবেন এবং ১১৩ পৃষ্ঠার নিচের অংশে পেনসিল দিয়ে ১ সংখ্যাটি লিখতে সহায়তা করবেন।
- সকল শিশু তাদের বইয়ে ১ সংখ্যাটি লিখতে পারছে কিনা নিশ্চিত হবেন।
- পরবর্তী পাঠে ২ সংখ্যাটি চিনতে ও লিখতে শিখব বলে হাততালি দিয়ে খেলা শেষ করবেন।
- একইভাবে পরবর্তী ৪টি ক্লাশে আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১১৪ থেকে ১১৭ অনুসরণ করে ২ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও লেখা শেখাবেন।

কাজ । ৪ সংখ্যা অনুযায়ী গোল ভরাট করি (১-৫)

শিখনফল

৫.১.৪ সংখ্যা প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৫ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাথে সংখ্যার প্রতীক মিলাতে পারবে।

উপকরণ

রং পেনসিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং বোর্ডে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক লিখে শিশুদের সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।
- এবার সংখ্যাগুলো মুছে বোর্ডে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক এলোমেলো করে লিখবেন এবং শিশুদের সংখ্যাগুলো বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর বোর্ডে ১-৫ এর মধ্যে যেকোনো একটি সংখ্যা প্রতীক লিখবেন এবং পাশে কয়েকটি গোল আঁকবেন। শিশুদের জিজ্ঞেস করে এবং সংখ্যার সাথে মিল করে গোল ভরাট করে দেখাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১১৮ খুলতে সহায়তা করবেন এবং সংখ্যা প্রতীকগুলো দেখে রং পেনসিল ব্যবহার করে সংখ্যা প্রতীকের পাশের গোল ভরাট করতে দিবেন। শিশুদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সকল শিশু যেন সঠিকভাবে তাদের বইয়ের সংখ্যা প্রতীক অনুযায়ী গোল ভরাট করতে পারে তা নিশ্চিত হবেন।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৫ ছবি দেখে খালি ঘরে সংখ্যা লিখি

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

সংখ্যা কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। শিক্ষক প্রথমে একজন শিশুকে সংখ্যা কার্ড দিবেন। শিক্ষক হাতের আঙুল দেখাবেন এবং শিশুকে আঙুল গণনা করে সংখ্যা কার্ড দেখাতে বলবেন। অন্যান্য শিশুদের খেলাটি দেখতে বলবেন।
- খেলাটি কয়েকজন শিশুর সাথে খেলার পর শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় খেলতে দিবেন। এক্ষেত্রে একজন আঙুল দেখাবে অন্যজন সংখ্যা কার্ড দেখাবে। কয়েকবার খেলার পর শিশুদের ভূমিকা পরিবর্তন করে খেলাটি খেলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিশুদের সাথে নিয়ে বাতাসে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা অর্থাৎ বাতাসে আঙুল দিয়ে সংখ্যার আকৃতি আঁকার অনুশীলন করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১১৯ খুলতে সহায়তা করবেন। আমার বইয়ে ১১৯ পৃষ্ঠার ছবির পাশে খালিঘরে ছবির সংখ্যা লিখতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যে, সকল শিশু ছবি অনুযায়ী খালিঘরে সংখ্যা লিখতে পারে।
- সব শেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৬ কয়টি করে আছে গুনে লিখি

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

শ্রেণি কক্ষের বিভিন্ন উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জিনিস মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন।
- এরপর শিশুদের বিভিন্ন জিনিসের নাম বলে তা কয়টি করে আছে জিজ্ঞাসা করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখবেন জিনিসের সংখ্যা যেন ৫টির বেশি না হয়।
- এবার শিশুদের সাথে নিয়ে বাতাসে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা লেখার অনুশীলনটি করবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২০ খুলতে সহায়তা করবেন। আমার বইয়ে ১২০ পৃষ্ঠার ছবির জিনিসগুলো গণনা করে নিচের জিনিসের পাশের খালিঘরে জিনিসের সংখ্যা লিখতে সহায়তা করবেন।
- সকল শিশু ছবি অনুযায়ী খালিঘরে যেন সংখ্যা লিখতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- এরপর সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৭ দাগ টেনে সমান সংখ্যক ছবি মিল করি

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ

কাঠি, বিচি ও পাতা (অনুর্ধ্ব ১০টি পর্যন্ত) ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন এবং প্রথমে আমার বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠায় সংখ্যা ছড়ার ১-৯ পর্যন্ত অংশ মজা করে বলবেন। বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ছড়াটি বলে শিশুরা সংখ্যার নামগুলো জানবে এবং সংখ্যার ধারাবাহিকতা শিখবে।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে যেকোনো শিশু থেকে প্রথমে ১, পরের শিশু ২, তারপরের শিশু ৩ এভাবে ১০ পর্যন্ত গণনা করার পরের শিশু আবার ১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১-১০ পর্যন্ত বার বার গণনা করতে দিবেন।
- শিশুদের বাস্তব উপকরণ (১০টি) যেমন- বিচি, পাথর, পাতা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে দিবেন এবং গুনতে বলবেন। প্রতিটি শিশু যাতে বিভিন্ন রকম বাস্তব উপকরণ গণনা করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।

- আপনি যখন সেই সংখ্যা বলবেন শিশুদের সেই পরিমাণ হাতের আঙ্গুল দেখাতে বলবেন। এই খেলাটি কয়েকবার খেলার পর শিশুদেরকে জোড়ায় খেলাটি খেলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিশুদের আমার বইয়ের ১২১ পৃষ্ঠা খুলে সমান সংখ্যক ছবি দাগ টেনে মিলাতে সহায়তা করবেন।
- সকল শিশু সমান সংখ্যক ছবি দাগ টেনে মিলাতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৮ সমান সংখ্যক দাগ টানি (১-১০)

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ

১-৫ পর্যন্ত বিভিন্ন বস্তুর ছবির চার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের সাথে নিয়ে প্রথমে আমার বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠায় সংখ্যা ছড়ার ১-৯ পর্যন্ত মজা করে বলবেন। বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে ছড়াটি বলে শিশুরা সংখ্যার নামগুলো জানবে এবং সংখ্যার ধারাবাহিকতা শিখবে।
- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে যেকোনো শিশু থেকে প্রথমে ১, পরের শিশু ২, তারপরের শিশু ৩ এভাবে ১০ পর্যন্ত গণনা করার পরের শিশু আবার ১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১-১০ পর্যন্ত বার বার গণনা করতে দিবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি একইরকম ছবি আঁকবেন বা ছবির চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে ছবির সমান সংখ্যক দাগ এঁকে দেখাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক দাগ আঁকার পূর্বে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন ছবি অনুযায়ী কয়টি দাগ আঁকতে হবে।
- শিশুদের আমার বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠা খুলে ছবির পাশে সমান সংখ্যক দাগ টানতে সহায়তা করবেন। সকল শিশু তাদের নিজ নিজ বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠার ছবির পাশে সঠিকভাবে দাগ আঁকতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ৯ গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (৬-৯)

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৪ সংখ্যা প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

ছবি ও সংখ্যার ফ্লাস কার্ড, ছবি ও সংখ্যার চার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক বোর্ডে ৬-৯টি বাস্তব অথবা অর্ধবাস্তব চিত্র আঁকবেন এবং ছবির পাশে কয়টি করে দাগ টানা যাবে তা শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন। শিশুদের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে শিক্ষক বোর্ডে দাগ টানবেন।
- এবার শিক্ষক ছবির কার্ড ও সংখ্যা কার্ড প্রদর্শন করে ৬ সংখ্যা প্রতীকটি চিনতে সহায়তা করবেন।
- ছবির চার্ট (আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৩ এর অনুরূপ) বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে শিশুদের মনোযোগ সহকারে দেখতে সহায়তা করবেন। চার্টের ছবির সংখ্যা ও ৬ সংখ্যা চিনে বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের ৬ সংখ্যাটি কীভাবে লিখতে হবে তা বাতাসে হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন এবং শিশুদের অনুরূপভাবে হাত ঘুরাতে বলবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৩ খুলে দেখতে সহায়তা করবেন এবং ১২৩ পৃষ্ঠার নিচের অংশে পেনসিল দিয়ে ৬ সংখ্যা প্রতীকটি লিখতে সহায়তা করবেন।
- সকল শিক্ষার্থী যেন সঠিকভাবে তাদের বইয়ে ৬ সংখ্যাটি লিখতে পারে তা নিশ্চিত করবেন ।
- একইভাবে পরবর্তী ৩টি ক্লাশে আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে ১২৬ অনুসরণ করে ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও লেখার কাজটি করাবেন।
- সবশেষে সবাইকে সাথে নিয়ে হাততালি দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

কাজ । ১০ শূন্যের ধারণা

শিখনফল	৫.১.৬ শূন্য (০) এর সহজ ধারণা দিতে পারবে। ৫.১.৭ শূন্য (০) প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
উপকরণ	বোতলের ছিপি, বিচি, পাথর ইত্যাদি

পদ্ধতি

- টেবিলের উপর কয়েকটি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপাদান যেমন- বোতলের ছিপি, বিচি, পাথর রাখবেন যাতে সকলে দেখতে পারে।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, টেবিলের উপর কয়টি পাথর/ছিপি রয়েছে। শিক্ষক একজন শিশুকে ডেকে ১ টি করে পাথর/ছিপি নিয়ে যেতে বলবেন এবং বাকি শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন এখন কয়টি পাথর/ছিপি রয়েছে।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে শেষ পাথর/ছিপিটি নিয়ে যাওয়ার পর একইভাবে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন এখন কয়টি পাথর/ছিপি রয়েছে। শিশুদের বিভিন্ন রকম উত্তর শোনার পর বোর্ডে শূন্য লিখে শূন্যের ধারণা দিবেন। শিশুদের শূন্য নিয়ে ভিন্নরকম বস্তু ব্যবহার করে একই রকম উদাহরণ তৈরি করতে সহায়তা করবেন এবং তা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে সহায়তা করবেন।
- প্রথমে বাতাসে হাত ঘুরিয়ে সকলকে শূন্য লেখার অনুশীলন করাবেন।
- আমার বইয়ের পৃষ্ঠা- ১৩১ এর ছবির পাশের ফাঁকা ঘরে সংখ্যা প্রতীক লেখার অনুশীলন করাবেন।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাকজটি শেষ করবেন।

কাজ । ১১ গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১০)

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৪ সংখ্যা প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

ছবি ও সংখ্যার ফ্ল্যাশ কার্ড, ছবি ও সংখ্যার চার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক বোর্ডে ১০টি বাস্তব অথবা অর্ধবাস্তব চিত্র আঁকবেন এবং ছবির পাশে কয়টি করে দাগ টানা যাবে তা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। শিশুদের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে শিক্ষক বোর্ডে দাগ টানবেন।
- এবার শিক্ষক ছবির কার্ড ও সংখ্যা কার্ড প্রদর্শন করে ১০ সংখ্যাটি চিনতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ছবির চার্ট (আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৭ এর অনুরূপ) বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে শিশুদের মনোযোগ সহকারে দেখতে সহায়তা করবেন। চার্টের ছবির সংখ্যা ও ১০ সংখ্যাটি চিনে বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের ১০ সংখ্যাটি কীভাবে লিখতে হবে তা বাতাসে হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন এবং শিশুদের অনুরূপভাবে হাত ঘুরাতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে ১০ সংখ্যাটি বড়ো করে লিখবেন এবং কীভাবে সংখ্যাটি লিখছেন তা শিশুদের দেখতে বলবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৭ খুলে দেখতে সহায়তা করবেন এবং ১২৭ পৃষ্ঠার নিচের অংশে পেনসিল দিয়ে ১০ সংখ্যাটি লিখতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত হবেন যে, সকল শিশু সঠিকভাবে তাদের বইয়ে ১০ সংখ্যাটি লিখতে পারছে।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ১২ সংখ্যা অনুযায়ী গোল ভরাট করি (১-১০)

শিখনফল

৫.১.৮ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনে বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সঙ্গে সংখ্যা মিলাতে পারবে।

উপকরণ

রং পেনসিল, সংখ্যা চার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা চার্ট প্রদর্শন করে শিশুদের সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক বোর্ডে ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা এলামেলো করে লিখবেন এবং শিশুদের সংখ্যাগুলো বলতে সহায়তা করবেন।

- তারপর শিক্ষক বোর্ডে ১-১০ এর মধ্যে একটি সংখ্যা লিখবেন এবং পাশে কয়েকটি গোল আঁকবেন। শিশুদের জিজ্ঞেস করে এবং সংখ্যার সাথে মিল করে গোল ভরাট করে দেখাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৮ খুলতে সহায়তা করবেন এবং সংখ্যা দেখে রং পেনসিল ব্যবহার করে সংখ্যার পাশের গোল ভরাট করতে দিবেন। শিক্ষক শিশুদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যেন, সকল শিশু সঠিকভাবে তাদের বইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী গোল ভরাট করতে পারে।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।
- শিক্ষক আমার বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠার সংখ্যা অনুযায়ী গোল ভরাট করার কাজটি অনুরূপভাবে করতে সহায়তা করবেন।

কাজ । ১৩ ছবি দেখে খালি ঘরে সংখ্যা লিখি

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

সংখ্যা কার্ড

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। শিক্ষক প্রথমে একজন শিশুকে সংখ্যা কার্ড দিবেন। শিক্ষক হাতের আঙুল দেখাবেন এবং শিশুকে আঙুল গণনা করে সংখ্যা কার্ড দেখাতে বলবেন। অন্যান্য শিশুদের খেলাটি দেখতে বলবেন।
- খেলাটি কয়েকবার করার পর শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় খেলতে দিবেন। এক্ষেত্রে একজন আঙুল দেখাবে অন্যজন সংখ্যা কার্ড দেখাবে। কয়েকবার খেলার পর শিশুদের ভূমিকা পরিবর্তন করে খেলাটি খেলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিশুদের সাথে নিয়ে বাতাসে ৬-১০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখার অনুশীলনটি করবেন।
- এবার শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১২৯ খুলতে সহায়তা করবেন। আমার বইয়ে ১২৯ পৃষ্ঠার ছবির পাশে খালিঘরে ছবির সংখ্যা লিখতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যেন, সকল শিশু পেনসিল ব্যবহার করে ছবি অনুযায়ী খালিঘরে সংখ্যা লিখতে পারে। সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ১৪ কয়টি করে আছে গুনে লিখি

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

সংখ্যা কার্ড

পদ্ধতি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কিছু জিনিস যেমন: বোতলের ছিপি, পাতা, বই ইত্যাদি (৬-১০টি এর মধ্যে) সাজিয়ে রাখবেন।
- এবার শিক্ষক শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জিনিস মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন।
- তারপর শিশুদের বিভিন্ন জিনিসের নাম বলে তা কয়টি করে আছে জিজ্ঞেস করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখবেন যেন জিনিসের সংখ্যা ১০টির বেশি না হয়।
- শিশুদের সাথে নিয়ে আঙ্গুল ব্যবহার করে বাতাসে ৬-১০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখার অনুশীলনটি করবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৩০ খুলতে সহায়তা করবেন। আমার বইয়ে ১৩০ পৃষ্ঠার ছবির জিনিসগুলো গণনা করে নিচের জিনিসের পাশের খালিঘরে জিনিসের সংখ্যা লিখতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যেন, সকল শিশু পেনসিল ব্যবহার করে ছবি অনুযায়ী খালিঘরে সংখ্যা লিখতে পারে। সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।
- অনুরূপভাবে পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষক আমার বইয়ের ১৪৮ পৃষ্ঠার কোন জিনিস কয়টি আছে তা গুনে লিখতে বলবেন।

কাজ । ১৫ তুলনা করি

শিখনফল

৫.১.১০ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করে কম-বেশি নির্ণয় করতে পারবে।

উপকরণ

পাথর ও বিচি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। এরপর মেঝের উপর এক জায়গায় ৫টি বিচি বা পাথর এবং অন্য জায়গায় ৩টি বিচি বা পাথর রাখবেন এবং শিশুদের দেখতে বলবেন কোথায় কম বা বেশি পরিমাণ বিচি বা পাথর আছে। শিশুরা বলতে পারলে শিক্ষক বলবেন, চলো আজ আমরা কোথায় কম এবং কোথায় বেশি তা তুলনা করি।
- এরপর শিক্ষক আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৩৩ খুলে কলসের ছবি দেখতে দিয়ে বেশি সংখ্যক কলস রং করতে সহায়তা করবেন। নিশ্চিত হবেন যে, সকল শিশু বেশি সংখ্যক কলস রং করতে পারছে।
- শিক্ষক পুনরায় ১৩৩ পৃষ্ঠার যে ঘরে বেশি সংখ্যক গোল রয়েছে সেই ঘরের গোলগুলো রং করতে বলবেন।
- অতপর শিক্ষক ১৩৩ পৃষ্ঠার নিচের জোড়ার সংখ্যাগুলো দেখে প্রত্যেক জোড়ার যে সংখ্যাটি বড়ো তাতে টিক (√)চিহ্ন দিতে সহায়তা করবেন। সকল শিশু যেন সঠিকভাবে বড়ো সংখ্যাটিতে টিক চিহ্ন দিতে পারে তা নিশ্চিত করবেন ।
- সবশেষে সবাইকে সাথে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ১৬ সমান সংখ্যক ছবি মিল করি

শিখনফল ৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ কাঠি, বিচি, মার্বেল ও পাতা (অনুর্ধ্ব ২০টি পর্যন্ত) ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কয়েকজনকে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা করতে দিবেন।
- এরপর শিক্ষক বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে ১১-২০ পর্যন্ত গণনা করবেন।
- এবার যেকোনো শিশু থেকে প্রথমে ১১, পরের শিশু ১২, তারপরের শিশু ১৩ এভাবে ২০ পর্যন্ত গণনা করার পরের শিশু আবার ১১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১১-২০ পর্যন্ত বার বার গণনা করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিশুদের বাস্তব উপকরণ (২০টি) যেমন- বিচি, পাথর, পাতা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে দিবেন এবং গুনতে বলবেন। প্রতিটি শিশু যাতে বিভিন্ন রকম বাস্তব উপকরণ গণনা করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের আমার বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠা খুলে সমান সংখ্যক ছবি দাগ টেনে মিলাতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যেন সকল শিশু সঠিকভাবে সমান সংখ্যক ছবি দাগ টেনে মিলাতে পারে।
- সবশেষে সবাইকে সাথে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন

কাজ । ১৭ সমান সংখ্যক দাগ টানি (১১-২০)

শিখনফল ৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

উপকরণ ১১-২০ পর্যন্ত বিভিন্ন বস্তুর ছবির চার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং কয়েকজকে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত গণনা করতে দিবেন।
- এরপর যেকোনো শিশু থেকে প্রথমে ১১, পরের শিশু ১২, তারপরের শিশু ১৩ এভাবে ২০ পর্যন্ত গণনা করার পরের শিশু আবার ১১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১১-২০ পর্যন্ত কয়েকবার গণনা করতে সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক বোর্ডে ছবি আঁকবেন বা ছবির চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে ছবির সমান সংখ্যক দাগ এঁকে দেখাবেন। এক্ষেত্রে দাগ আঁকার পূর্বে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন ছবি অনুযায়ী কয়টি দাগ আঁকতে হবে।
- তারপর শিক্ষক শিশুদের আমার বইয়ের ১৩৫ পৃষ্ঠা খুলে ছবির পাশে সমান সংখ্যক দাগ টানতে সহায়তা করবেন। নিশ্চিত করবেন যেন সকল শিশু তাদের নিজ নিজ বইয়ের ১৩৫ পৃষ্ঠার ছবির পাশে সঠিকভাবে দাগ টানতে পারে।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি সমাপ্ত করবেন।

কাজ । ১৮ গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১১-২০)

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৪ সংখ্যা প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

ছবি ও সংখ্যার ফ্লাশ কার্ড, ছবি ও সংখ্যার চার্ট

পদ্ধতি

- শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন এবং সংখ্যা লেখার নিচের ছড়াটি অঙ্গাভঙ্গিসহকারে শিশুদের নিয়ে বলবেন। শিশুদের অনুরূপভাবে বলতে সহায়তা করবেন। ছড়াটি কয়েকবার অনুশীলন করাবেন।

এইভাবে ১ লিখি এইভাবে ২
এইভাবে খাই আর এইভাবে শুই।
এইভাবে ৩ লিখি এইভাবে ৪
এইভাবে লাফ দিয়ে খাল হই পার।
এইভাবে ৫ লিখি এইভাবে ৬
এইভাবে সাঁতরাতে হয়।
এইভাবে ৭ লিখি এইভাবে ৮
এইভাবে কাটি মোরা ধান আর পাট।
এইভাবে ৯ লিখি এভাবে ১০
এইভাবে পান করি খেজুরের রস।

- এরপর ছবির কার্ড ও সংখ্যা কার্ড প্রদর্শন করে ১১ সংখ্যাটি চিনতে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৩৬ খুলে মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের ছবির সংখ্যা গণনা করে ও ১১ সংখ্যাটি চিনে বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ১১ সংখ্যাটি কীভাবে লিখতে হবে তা বাতাসে হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন। এবং শিশুদেরকেও অনুরূপভাবে হাত ঘুরাতে বলবেন।
- শিশুদের আমার বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠার নিচের অংশে পেনসিল দিয়ে ১১ সংখ্যাটি লিখতে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের সবগুলো খালিঘরে ১১ সংখ্যাটি লিখতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন, যেন সকল শিশু সঠিকভাবে তাদের বইয়ে ১১ সংখ্যাটি লিখতে পারে।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।
- একইভাবে পরবর্তী ৯টি ক্লাসে আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৩৭ থেকে ১৪৫ অনুসরণ করে ১২ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও লেখার অনুশীলন করাবেন।

কাজ । ১৯ সমান সংখ্যক গোল রং করি (১১-২০)

শিখনফল

৫.১.৪ সংখ্যা প্রতীক শনাক্ত করতে পারবে।
৫.১.৫ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সঙ্গে সংখ্যার প্রতীক মিলাতে পারবে।

উপকরণ

রং পেনসিল

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে ১১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখে শিশুদের সংখ্যাগুলো বলতে বলবেন।
- এবার সংখ্যাগুলো মুছে শিক্ষক বোর্ডে ১১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা এলামেলো করে লিখবেন এবং শিশুদের সংখ্যাগুলো বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক বোর্ডে ১১-২০ এর মধ্যে একটি সংখ্যা লিখবেন এবং পাশে সংখ্যার চেয়ে বেশি গোল আঁকবেন। শিশুদের জিজ্ঞেস করে এবং সংখ্যার সাথে মিল করে গোল রং করে দেখাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৪৬ খুলতে সহায়তা করবেন এবং সংখ্যা দেখে রং পেনসিল ব্যবহার করে সংখ্যা অনুযায়ী তার পাশের গোল রং করতে দিবেন। শিক্ষক শিশুদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যেন, সকল শিক্ষার্থী সঠিকভাবে তাদের বইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী গোল রং করতে পারে।
- সবশেষে সবাইকে সাথে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ২০ ছবি দেখে খালিঘরে সংখ্যা লিখি

শিখনফল

৫.১.৩ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

ছবি ও সংখ্যা কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। শিক্ষক প্রথমে একজন শিশুকে সংখ্যা কার্ড দিবেন। শিক্ষক ছবির কার্ড দেখাবেন এবং শিশুকে বস্তু গণনা করে সংখ্যা কার্ডের সংখ্যা দেখাতে বলবেন। অন্যান্য শিশুদের খেলাটি দেখতে বলবেন।
- খেলাটি কয়েকবার করার পর শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় খেলতে দিবেন। এক্ষেত্রে একজন ছবির কার্ড দেখাবে অন্যজন সংখ্যা কার্ড দেখাবে। কয়েকবার খেলার পর শিশুদের ভূমিকা পরিবর্তন করে খেলাটি খেলতে সহায়তা করবেন।

- এরপর শিশুদের সাথে নিয়ে বাতাসে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখার অনুশীলনটি পরিচালনা করবেন।
- এবার শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৪৭ খুলতে সহায়তা করবেন। আমার বইয়ে ১৪৭ পৃষ্ঠার ছবির পাশে খালিঘরে ছবির সংখ্যা লিখতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করবেন যেন, সকল শিশু পেনসিল দিয়ে ছবি অনুযায়ী খালিঘরে সংখ্যা লিখতে পারে।
- সবশেষে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ২১ তুলনা করি

শিখনফল ৫.১.১০ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করে কম-বেশি নির্ণয় করতে পারবে।

উপকরণ বোতলের ছিপি ও বিচি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। এরপর মেঝের উপর এক জায়গায় ৭টি বোতলের ছিপি বা বিচি এবং অন্য জায়গায় ১৩টি বোতলের ছিপি বা বিচি রাখবেন এবং শিশুদের দেখতে বলবেন কোথায় কম বা বেশি পরিমাণ ছিপি বা বিচি আছে।
- শিশুরা বলতে পারলে শিক্ষক হাততালি দিয়ে প্রসংশা করবেন এবং বলবেন, চলো আজ আমরা কোথায় কম এবং কোথায় বেশি তা তুলনা করি।
- এরপর শিক্ষক আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৪৯ খুলে ছবি দেখতে দিয়ে বেশি সংখ্যক গোলাকৃতি রং করতে সহায়তা করবেন। নিশ্চিত করবেন যেন, সকল শিশু বেশি সংখ্যক গোলাকৃতি রং করতে পারে।
- শিক্ষক পুনরায় ১৪৯ পৃষ্ঠার দুই ধরনের বস্তুর মধ্যে যেটি বেশি সংখ্যক রয়েছে সেইগুলো রং করতে সহায়তা করবেন।
- অতপর শিক্ষক ১৪৯ পৃষ্ঠার নিচের জোড়ার সংখ্যাগুলো দেখে প্রত্যেক জোড়ার যে সংখ্যাটি বড়ো তাতে টিক (√)চিহ্ন দিতে সহায়তা করবেন। নিশ্চিত হবেন যে, সকল শিশু সঠিকভাবে বড়ো সংখ্যাটিতে টিক চিহ্ন দিতে পারছে।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ২২ ছোট বড়ো সংখ্যার ধারণা

শিখনফল

৫.১.৮ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনে বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সঙ্গে মিলাতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

আমার বই, সংখ্যা কার্ড, সংখ্যার চার্ট ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। শিক্ষক প্রথমে শিশুদের সাথে নিয়ে ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা বলবেন এবং কয়েকজনকে এককভাবে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫০ এর বড়ো থেকে ছোটো এবং ছোটো থেকে বড়ো সংখ্যা সাজানো সংখ্যাগুলো দেখতে দিবেন এবং কীভাবে সংখ্যাগুলো সাজানো আছে তা বলতে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের দলে ভাগ করে এলোমেলো করা সংখ্যা কার্ড (১-১০ পর্যন্ত) সরবরাহ করবেন। শিশুদের সংখ্যা কার্ডগুলো ছোটো থেকে বড়ো এবং বড়ো থেকে ছোটো ক্রমে সাজাতে বলবেন। শিশুদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের প্রথমে ছোটো থেকে বড়ো ক্রমে ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা বলতে বলবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। তারপর বড়ো থেকে ছোটো ক্রমে ১০-১ পর্যন্ত বলতে বলবেন এবং শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।
- অনুরূপভাবে শিক্ষক পরবর্তী পাঠে আমার বইয়ের ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠার ছোট-বড় সংখ্যা নির্ণয় সম্পর্কিত কাজটি অনুশীলন করাবেন ।

কাজ । ২৩ খালি ঘরে সংখ্যা বসাই

শিখনফল

৫.১.৮ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনে বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সঙ্গে মিলাতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

আমার বই, সংখ্যা কার্ড ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের ৬ জনের ছোটো দলে ভাগ করবেন। দলের প্রত্যেককে ১থেকে ৬ পর্যন্ত লেখা সংখ্যা কার্ডের একটি করে দিবেন।
- এরপর শিশুদের সংখ্যা কার্ডের ক্রম অনুযায়ী দাঁড়াতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত হবেন যে, সকল শিশু ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দাঁড়াতে পারছে।

- এবার আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫১ এর ছোটো থেকে বড়ো ক্রমে খালিঘরে সঠিক সংখ্যা বসানোর অনুশীলন করাবেন।
- তারপর শিশুদের এলোমেলো করা কয়েকটি সংখ্যা কার্ড (১-১০ পর্যন্ত) ও ২/১টি ফাঁকা কার্ড (সংখ্যা না লেখা) দিবেন। শিশুদের সংখ্যা কার্ডগুলো ছোটো থেকে বড়ো এবং বড়ো থেকে ছোটো ক্রমে সাজাতে বলবেন এবং ফাঁকা কার্ডের সংখ্যাটি বলতে সহায়তা করবেন। ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ । ২৪ সংখ্যা অনুযায়ী ছবি আঁকি

শিখনফল

৫.১.৮ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনে বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সঙ্গে মিলাতে পারবে।
৫.১.৯ ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।

উপকরণ

আমার বই, সংখ্যা কার্ড ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধ-বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসবেন। কয়েকজনকে ১-২০ সংখ্যা বলতে দিবেন। অন্যান্যদের মনোযোগ সহকারে শুনে কোনো ভুল হলো কিনা বলতে দিবেন। কোনো শিশু ভুল করলে অন্যান্যদের তা সংশোধন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- বোর্ডে ধারাবাহিকভাবে গোল আঁকবেন এবং শিশুদের সংখ্যা বলতে দিবেন। এভাবে ১০টি পর্যন্ত গোল আঁকবেন।
- বোর্ডে এলামেলো করে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি করে ছবি আঁকবেন এবং শিশুদের জিজ্ঞেস করে ছবির নিচে সংখ্যা লিখবেন। নিশ্চিত হবেন যে, সকল শিশু ছবি অনুযায়ী সংখ্যা বলতে পারছে।
- এবার বোর্ডে এলামেলো করে ১-১০ এর মধ্যে ২/৩টি সংখ্যা লিখবেন এবং শিশুদের জিজ্ঞেস করে তাদের পছন্দের ছবি আঁকবেন। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষক ভুল করবেন এবং শিশুদের ভুল শনাক্ত করতে সহায়তা করে সঠিক উত্তর বলতে দিয়ে তা বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫৪ এর সংখ্যা অনুযায়ী ছবি আঁকি এর অনুশীলনগুলো করতে সহায়তা করবেন। নিশ্চিত হবেন যে, সকল শিশু সঠিকভাবে ১৫৪ পৃষ্ঠার সংখ্যা অনুযায়ী ছবি আঁকতে পারছে।
- বোর্ড ব্যবহার করে এধরনের আরও অনুশীলন করাবেন।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে ককাজটি শেষ করবেন।

গ) যোগের ধারণা

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে যোগের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যোগের ধারণা দেওয়ার জন্য শিশুদের প্রথমে বাস্তব উপকরণ পরে অর্ধবাস্তব উপকরণ এবং তারপরে সংখ্যার সাহায্যে যোগের ধারণা দিতে হবে। এই পর্যায়ে যোগের ধারণা লাভের মাধ্যমে পরবর্তীতে শিশুরা বড়ো সংখ্যার যোগ করতে সক্ষম হবে এবং তাদের প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা অর্জন সহজ হবে।

কাজ । ১ যোগ করি

শিখনফল ৫.১.১১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে যোগ করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ, বোতলের ছিপি, বিচি, ঝরা পাতা ও ফ্ল্যাশ কার্ড ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং যোগ সংক্রান্ত একটি সমস্যা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। যেমন- শহিদ মিনারে দেওয়ার জন্য মিনা বাড়ি থেকে ৩টি ফুল এবং রাজু ২টি ফুল নিয়ে আসল। তারা দুইজনে মোট কয়টি ফুল নিয়ে আসল? শিশুরা সঠিক উত্তর দিতে পারলে প্রশংসা করবেন। এরপর জিজ্ঞেস করবেন তারা কীভাবে সমাধান করেছে।
- এবার শিশুদের দিয়ে সমস্যাটি বাস্তবে অনুশীলন করাবেন। যেমন- একটি শিশুকে ৩ টি পেনসিল দিন। এবার অন্য একজন শিশুকে বলুন তাকে আরও ২ টি পেনসিল দিতে। মোট কতটি পেনসিল হলো তা গুনে উত্তর বের করতে বলবেন।
- শিশুদের উত্তরের জন্য প্রশংসা করবেন।
- উপরে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে বোর্ডে ৩ টি পেন্সিলের জন্য ৩ টি গোল দাগ ২ টি পেন্সিলের জন্য ২ টি গোল দাগ দিয়ে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন মোট কয়টি গোল দাগ হল। একই পদ্ধতিতে শিশুদের খাতায় অনুশীলন করতে উৎসাহ দিবেন।
- এবার ৩ টি গোল দাগের নিচে সংখ্যা কার্ডের ৩ এবং ২ টি গোল দাগের জন্য সংখ্যা কার্ডের ২ আটকিয়ে দিবেন। যোগফলের জন্য কোন সংখ্যা কার্ডটি ব্যবহার করতে হবে তা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। না পারলে আপনি দেখিয়ে দিবেন। একই পদ্ধতিতে শিশুদের খাতায় অনুশীলন করতে উৎসাহ দিবেন।
- বিভিন্ন রকম যোগ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করে শিশুদের দিয়ে একইভাবে অনুশীলন করবেন। শিশুদের যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করে তা একইভাবে সমাধান করতে উৎসাহ দিন।
- আমার বই এর ১৫৫ পৃষ্ঠার যোগ শিশুদের অনুশীলন করতে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।
- শিক্ষক অনুরূপভাবে কয়েকটি পাঠের মাধ্যমে শিশুদের যোগের ধারণা লাভের জন্য আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫৬, ১৫৯ ও ১৬১ পৃষ্ঠার যোগ অনুশীলন করতে সহায়তা করবেন।

ঘ) বিয়োগের ধারণা

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিয়োগের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। বিয়োগের ধারণা দেওয়ার জন্য শিশুদের প্রথমে বাস্তব উপকরণ অর্ধবাস্তব উপকরণ এবং তারপরে সংখ্যার সাহায্যে বিয়োগের ধারণা দিতে হবে। এই স্তরে বিয়োগের ধারণা অর্জন করে পরবর্তীতে শিশুরা বড়ো সংখ্যার বিয়োগ করতে সক্ষম হবে এবং পরবর্তীতে প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা অর্জন তাদের জন্য সহজ হবে। শ্রেণিতে শিশুদের পাঠ যেন আনন্দদায়ক এবং খেলার ছলে হয় সে দিকে শিক্ষককে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

কাজ । ১ বিয়োগ করি

শিখনফল ৫.১.১২ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে এক অঙ্কের সংখ্যা বিয়োগ করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপকরণ, বোতলের ছিপি, বিচি, ঝরা পাতা ও ফ্ল্যাশ কার্ড ইত্যাদি

পদ্ধতি

- বিয়োগ সংক্রান্ত একটি সমস্যা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। যেমন- তোমার কাছে ৫ টি বই ছিল এবার তোমার বন্ধু তা থেকে ২ টি বই পড়ার জন্য নিল। এখন তোমার কাছে মোট কয়টি বই রইল? শিশুরা সঠিক উত্তর দিত পারলে প্রশংসা করবেন। এরপর জিজ্ঞেস করবেন তারা কীভাবে হিসাব করেছে।
- শিশুদের দিয়ে সমস্যাটি বাস্তবে অনুশীলন করাবেন। যেমন- একটি শিশুকে ৫টি বই দিবেন। এবার আর একজন শিশুকে বলুন তার থেকে ২টি বই নিয়ে নিতে। এখন মোট কতটি বই রইল তা গুনে শিশুদের উত্তর বের করতে বলবেন। (এভাবে বোতলের ছিপি, বিচি, ঝরা পাতা ইত্যাদি ব্যাবহার করে অনুশীলন করা যেতে পারে)।
- উপরে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে ৫টি বই এর জন্য ৫ টি গোল দাগ, ২টি বই এর জন্য ২টি গোল দাগ পাশাপাশি বোর্ডে আঁকবেন। এবার পরের ২টি গোল দাগের জন্য ৫টি গোল দাগ থেকে ২টি গোল দাগ কেটে দিবেন। শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন এখন মোট কয়টি গোল দাগ আছে। শিশুদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর নিয়ে আবার তিনটি গোল দাগ বোর্ডে আঁকবেন। একই পদ্ধতিতে শিশুদের খাতায় অনুশীলন করতে উৎসাহ দিবেন।
- এবার ৫টি গোল দাগের নিচে সংখ্যা কার্ডের ৫ এবং ২টি কাটা গোল দাগের জন্য সংখ্যা কার্ডের ২ আটকিয়ে দিবেন। বিয়োগফলের জন্য কোন সংখ্যা কার্ডটি ব্যবহার করতে হবে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। না পারলে আপনি দেখিয়ে দিবেন। একই পদ্ধতিতে শিশুদের খাতা অনুশীলন করতে উৎসাহ দিবেন।
- আমার বই এর ১৫৭ পৃষ্ঠার বিয়োগ শিশুদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন। সবশেষে হাততালি দিয়ে পাঠ শেস করবেন।
- শিক্ষক অনুরুপভাবে কয়েকটি পাঠের মাধ্যমে শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫৮, ১৬০ ও ১৬২ এর বিয়োগের অনুশীলন করতে সহায়তা করবেন।

ঙ) আকৃতি ও প্যাটার্ন

কাজ । ১ নকশা/প্যাটার্ন তৈরি করি

শিখনফল ৫.১.১৬ রং ও আকার-আকৃতির ভিত্তিতে নতুন নতুন নকশা/প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ বিভিন্ন ধরনের বস্তু, বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন রংয়ের কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের ছেলে-মেয়ে, ছেলে-মেয়ে, ছেলে-মেয়ে, ... এভাবে দাঁড়াতে বলবেন। শিশুদের বলতে সহায়তা করবেন যে, দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।
- শিশুদের দলে ভাগ করবেন এবং বিভিন্ন আকৃতির ঝরা পাতা (ছোট,মাঝারি, বড়) কয়েকটি করে দিবেন। পাতাগুলোকে নিজেদের ইচ্ছামতো সাজাতে দিবেন। পাতাগুলো সাজানোর পর এর মধ্যে কোনো মিল আছে কি না তা খুঁজে বের করতে সহায়তা করবেন। পাতাগুলো প্যাটার্ন অনুসারে সাজানো না হয়ে থাকলে প্যাটার্ন অনুসারে সাজাতে বলবেন। ছোট-মাজারি-বড়-ছোট-..., ... ইত্যাদি।
- এবার শিশুদের বিভিন্ন আকৃতির (তিন কোনা, চার কোনা, গোলাকার) কয়েকটি করে কার্ড দিবেন। কার্ডগুলোকে নিজেদের ইচ্ছামত সাজাতে দিবেন। কার্ড সাজানোর পর এর মধ্যে কোনো মিল আছে কিনা তা খুঁজে বের করতে সহায়তা করবেন। কার্ডগুলো প্যাটার্ন অনুসারে সাজানো না হয়ে থাকলে প্যাটার্ন অনুসারে সাজাতে বলবেন। যেমন: তিনকোণা-গোলাকার-চারকোণা-তিনকোণা-... .. ... ইত্যাদি।
- এরপর শিশুদের বিভিন্ন রংয়ের (লাল, হলুদ, সবুজ) কয়েকটি সংখ্যা কার্ড দিবেন। কার্ডগুলোকে প্রথমে তাদের ইচ্ছামতো সাজাতে বলবেন। কার্ডগুলো সাজানোর পর এর মধ্যে কোনো মিল আছে কিনা তা শিশুদের খুঁজে বের করতে বলবেন। কার্ডগুলো প্যাটার্ন অনুসারে সাজানো না হয়ে থাকলে প্যাটার্ন অনুসারে সাজাতে সহায়তা করবেন।
- আমার বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠার প্যাটার্ন সংশ্লিষ্ট কাজগুলো শিশুদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন।
- সবাইকে নিয়ে হাততালি দিয়ে কাজটি শেষ করবেন।

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

ছড়া, গান ও গল্প

চারুকলা

কারুকলা

সৌন্দর্যবোধ

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

সৃজনশীলতা হলো শিশুর নিজস্ব, নতুন, নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কোনো কাজ । শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গীতে ছড়া, গান, গল্প বলা, ছবি আঁকা, কোনো কিছু বানানো বা তৈরি করা এবং কিছুকে প্রর্দশন করা হলো সৃজনশীলতা। সাধারণত কোনো কাজে বা দক্ষতায় নতুনত্ব ও স্বকীয়তা, নিজস্বতা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতা আশা করা হয়। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সৃজনশীল কাজ অন্যতম। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এই সৃজনশীল ক্ষমতাকে পরিচর্যা করে প্রস্ফুটিত করতে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম।

নান্দনিকতা হলো যেকোনো কাজের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্য্যবোধ ফুটিয়ে তোলা, যেমন- জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি করে রাখা, কোনো কিছু শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা। শিশুরা নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে নান্দনিকতার প্রকাশ করে থাকে। শিশু ছড়া, গান, গল্প করার সময় অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে।

সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রটিতে একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অধীনে ১২টি শিখনফল রয়েছে। এই শিখনক্ষেত্রের উপক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ছড়া, গান, গল্প, চারুকলা, কারুকলা এবং সৌন্দর্যবোধ। এই শিখনক্ষেত্রের মাধ্যমে শিশুরা নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারবে। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের সাথে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রটিরও সম্পর্ক রয়েছে। এই শিখনক্ষেত্রের ৬.১.৫ থেকে ৬.১.৮, ৬.১.১০ শিখনফলগুলো (ছড়া, গান, গল্প) ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের নির্দেশিত কাজের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। ৬.১.৯ শিখনফলটি জাতীয় সংঙ্গীত পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা

শিখনফল

৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
৬.১.২ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপকরণ থেকে রং তৈরি করে ব্যবহার করতে পারবে।
৬.১.৩ জাতীয় পতাকা আঁকতে ও রং করতে পারবে।
৬.১.৪: পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে।
৬.১.৭ সুর ও ছন্দের তালে তালে বয়স উপযোগী গানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৬.১.৮ ছন্দের তালে তালে বয়স উপযোগী গানের সাথে নাচতে পারবে।
৬.১.৯ জাতীয় সংগীত পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৬.১.১০ স্থানীয় সাধারণ বাদ্যযন্ত্র শনাক্ত করতে পারবে।
৬.১.১১ নিজের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জেনে নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে।
৬.১.১২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে।

ছড়া, গান ও গল্প

ছড়া, গান ও গল্পের মাধ্যমে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ বিকাশের পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ হয়। শিখনক্ষেত্র সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার শিখনফলগুলোতে ছড়া, গান ও গল্পের বর্ণনা করা হয়েছে এবং শিখন-শেখানোর পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। যেখান থেকে শিশুরা ছড়া, গান ও গল্প বলতে পারবে। শিশুদের আয়ত্ত করা ছড়া, গান ও গল্পগুলো পরবর্তীতে তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করে এগুলো যেন চর্চা করতে পারে তার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।

চারুকলা

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের চারুকলার কাজ রাখা হয়েছে। এ কাজগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু আঁকতে পারবে, রং করতে পারবে ও সহজলভ্য জিনিস দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরি করতে পারবে। যা তার সূক্ষ্মপেশীর সঞ্চালন করতে ও কল্পনার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করবে। ছবি আঁকা সব শিশুরই পছন্দের কাজ যার মাধ্যমে শিশু তার ভালোলাগা, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর ছবি আঁকার কাজকে উৎসাহিত করলে শিশুর শিখনের সাথে সাথে অন্যান্য দক্ষতারও বিকাশ নিশ্চিত হবে।

কাজ। ১ ইচ্ছেমতো আঁকি ও রং করি

শিখনফল ৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ ‘এসো লিখতে শিখি’ অনুশীলন খাতা, কাগজ, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রতিটি শিশুকে তার ‘এসো লিখতে শিখি’ অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল দিবেন।
- আশপাশ থেকে বিভিন্ন বস্তু (যেমন- গাছ, পাতা, ফুল, পাখি, ফল ইত্যাদি) যা শিশুর পছন্দ বা ভালো লাগে তা ইচ্ছেমতো আঁকতে বলবেন। ‘এসো লিখতে শিখি’ অনুশীলন খাতার পৃষ্ঠা ১-২৪ তে শিশুদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে বলবেন।
- ছবি আঁকা শেষ হলে তা শিশুদেরকে ইচ্ছেমতো রং করতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে শিশুদের রং করা দেখবেন। শিশুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তারা কী আঁকছে এবং কী রং করছে। রং করার সময় শিশুদের প্রশ্ন করে কথা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- ছবি রং করা শেষ হলে প্রত্যেকের আঁকা ছবি অন্য বন্ধুদেরকে দেখাতে বলবেন।
- পরিশেষে শিশুদেরকে ‘এসো লিখতে শিখি’ অনুশীলন খাতাতে ইচ্ছেমতো আঁকতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ। ২ ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি এবং রং করি

শিখনফল ৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ ‘এসো লিখতে শিখি’ অনুশীলন খাতা, কাগজ, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রথমে বোর্ডে ডট মিলিয়ে একটি ছবি এঁকে দেখাবেন।
- 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতায় দেওয়া ডটগুলি মিলিয়ে বিভিন্ন রকমের আকার-আকৃতি, যেমন- ঘর, মানুষ, কলা, মাছ, চাকা, হাঁস (পৃষ্ঠা ২৯-৩৮) পর্যায়ক্রমে শিশুদেরকে আঁকতে বলবেন।
- পরবর্তীতে ডট মিলিয়ে আঁকা ছবি শিশুদের ইচ্ছেমতো রং করতে বলবেন।
- শিশুদের আঁকা ছবি রং করা শেষ হলে সকল শিশুকে তাদের ছবিগুলো উঁচু করে অন্যদের দেখাতে বলবেন।

কাজ। ৩ দেখে আঁকি এবং রং করি

শিখনফল ৬.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা, কাগজ, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে অথবা ভিতরে কী কী জিনিস আছে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- এবার পর্যবেক্ষণকৃত জিনিসগুলো থেকে শিশুদের পছন্দমতো যেকোনো একটি জিনিসের ছবি আঁকতে বলবেন এবং শিশুদের খাতা, পেন্সিল ও রং পেন্সিল সরবরাহ করবেন।
- শিশুদের আঁকার কাজ উপস্থাপন/বর্ণনা করার সুযোগ দিবেন।
- 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতার ইচ্ছেমতো আঁকি অংশে পাতার ছবি এঁকে রং করতে বলবেন।
- এভাবে বিভিন্ন জিনিস আঁকা ও রং করার অনুশীলন করাবেন।

কাজ। ৪ রং তৈরি করি ও ছাপ দেই

শিখনফল ৬.১.২ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপকরণ থেকে রং তৈরি করে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ পুইঁশাকের বিচি, শিমগাছের পাতা, জবা ফুল, শিউলি ফুল, ছাপ দেওয়ার সবজি ও ফল, বাটি, বোতলের ছিপি, আঠা

পদ্ধতি

কাজটি করার আগের দিন কয়েকজন শিশুকে সম্ভব হলে বাড়ি থেকে পুঁইশাকের বিচি/শিম গাছের পাতা/জবা ফুল/শিউলি ফুল ইত্যাদি এবং ছাপ দেওয়ার সবজি আনতে বলবেন। নিজেও নিয়ে আসবেন।

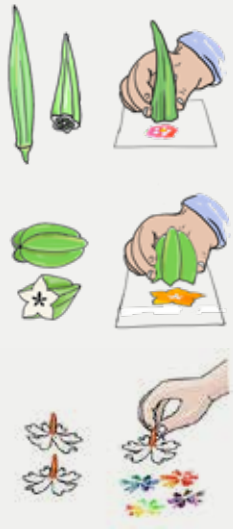

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদেরকে সাথে নিয়ে পুঁইশাকের বিচি/শিমগাছের পাতা/জবা ফুল/শিউলি ফুল দিয়ে প্রাকৃতিক রং তৈরি করবেন।
- রংয়ে ডুবিয়ে ছাপ দেওয়ার জন্য সবজি ও ফল (যেমন- ঢেঁড়স, করলা, কামরাঙা ইত্যাদি) কেটে রাখবেন।
- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলকে যেকোনো একটি সবজি/ফলের কাটা অংশ আগে তৈরি করা রং এ ডুবিয়ে সাদা কাগজে ছাপ দিতে সহায়তা করবেন এবং আনন্দের সাথে কাজটি করার জন্য উৎসাহ দিবেন।
- কাজ শেষে সাদা কাগজে দেওয়া ছাপ শুকিয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে আঠা দিয়ে লাগিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখবেন।
- শিশুদের বাড়িতে প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপকরণ থেকে রং তৈরি করে তা সেই রংয়ের ছাপ দিয়ে বিভিন্ন ছবি আঁকতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ। ৫ জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি

শিখনফল ৬.১.৩ জাতীয় পতাকা আঁকতে ও রং করতে পারবে।

উপকরণ 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা, আমার বই, পেন্সিল ও রং পেন্সিল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রতিটি শিশুকে 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা, রং পেন্সিল ও ইরেজার দিবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা জাতীয় পতাকা দেখেছে কি না? কোথায় দেখেছে? জাতীয় পতাকায় কী কী রং আছে ইত্যাদি।
- শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং প্রশংসা করবেন। শিশুদেরকে জাতীয় পতাকার রং ও আকার বলতে সহযোগিতা করবেন।
- তারপর শিশুদের বলবেন, আজ আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা আঁকবো।
- এরপর 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতায় ইচ্ছেমতো আঁকি অংশে শিশুদেরকে জাতীয় পতাকা আঁকতে বলবেন ও রং করতে বলবেন।
- তারপর আমার বইয়ের (পৃষ্ঠা নং ০৪) জাতীয় পতাকা রং করতে বলবেন। রং করার সময় রং যেন দাগের বাইরে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে শিশুদের আঁকা ও রং করার কাজ দেখবেন।
- কাজটি করার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- পরিশেষে শিশুদেরকে তাদের আঁকা জাতীয় পতাকাটি উঁচু করে ধরতে বলবেন এবং সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে একত্রে জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন গাইবেন।

কারুকলা

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য সৃজনশীলতা এবং সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কারুকলার কাজ রাখা হয়েছে। এ ধরনের কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুদের হাত ও চোখের সমন্বয় ঘটে, সূক্ষ্ম ও স্থূলপেশীর সঞ্চালন ঘটে এবং সর্বোপরি তাদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ ঘটে। কারুকাজগুলো হলো- কাদা/মাটির কাজ, কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি, সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি, ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে পুনরায় খেলনা বানানো ইত্যাদি। কারুকাজ করার সময় শিক্ষক শিশুদেরকে কাঁচির ব্যবহার দেখিয়ে দিবেন এবং লক্ষ রাখবেন শিশুরা যেন কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি না হয়। শিক্ষক অবশ্যই কারু কাজের আগে সমস্ত উপকরণ জোগাড় করে রাখবেন, কাজের শেষে উপরকরণ গুছিয়ে রাখবেন এবং শিশুদের গুছিয়ে রাখতে বলবেন। শিশুদের করা হাতের কাজ শ্রেণিকক্ষে সাজিয়ে রাখবেন।

কাজ। ৬ মাটি দিয়ে খেলনা বানাই

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ মাটি, পানি, প্লাস্টিক, গামলা. অন্যান্য সহজলভ্য উপকরণ ইত্যাদি

পদ্ধতি

আগে থেকেই মাটি এবং পানি সংগ্রহ করে রাখবেন।

- শিশুদেরকে স্কুলের বারান্দা/মাঠে নিয়ে যাবেন।
- মাটি ও পানি দিয়ে মন্ড তৈরি করে শিশুদের দেখাবেন এবং শিশুদের মাটি এবং পানি সরবরাহ করবেন।
- তৈরি করা মন্ড দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন জিনিস বানাতে হয় প্রথমে তা বানিয়ে দেখাবেন।
- এবার শিশুদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- এরপর মাটির সাথে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে মন্ড তৈরি করতে বলবেন। মন্ড তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- মন্ড দিয়ে শিশুদের পছন্দমতো জিনিস (যেমন- পুতুল, ফল, মার্বেল, বাঁশি, গাড়ি ইত্যাদি) বানাতে বলবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- তৈরিকৃত জিনিসগুলো শুকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- কাজ শেষে শিশুদের কাজের জায়গা পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শুকানোর পর শিশুদের তৈরিকৃত খেলনা নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে বলবেন এবং শেষে শ্রেণিকক্ষের খেলার ভূবনে (কর্নারে) তা সাজিয়ে রাখতে বলবেন।

কাজ । ৭ কাগজ ও কাপড় দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ কাগজ, আঠা, টুকরো কাগজ, কাঁচি, সুতা, সহজলভ্য উপকরণ ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে দাঁড়াবেন।
- শিশুদের কাগজ বিতরণ করবেন এবং শিক্ষক নিজেও এক টুকরা কাগজ নিবেন।
- এমনভাবে দাঁড়াবেন যেন আপনার হাতের কাজের প্রত্যেকটি ধাপ শিশুরা দেখতে পায়।
- যে জিনিস তৈরি করবেন তার নাম বলবেন এবং ধাপে ধাপে কাজটি করবেন এবং শিশুদের কাজটি লক্ষ করতে বলবেন।
- ধীরে ধীরে কাগজে ভাঁজ দিবেন এবং পূর্ণাঙ্গ জিনিস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের লক্ষ করতে বলবেন।
- প্রথমে সহজ কাজ দিয়ে শুরু করবেন।
- এবার শিশুদের কাজটি করতে বলবেন। ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যাদের সহায়তা দরকার সেখানে সহায়তা দিবেন।
- এভাবে শিশুদের কাগজ দিয়ে পাখা, নৌকা, উড়োজাহাজ, চরকি, ফুল, টুপি ইত্যাদি তৈরি করতে বলবেন।
- একইভাবে কাপড় দিয়ে পুতুল/পাপেট বানিয়ে দেখাবেন এবং এগুলো বানাতে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।

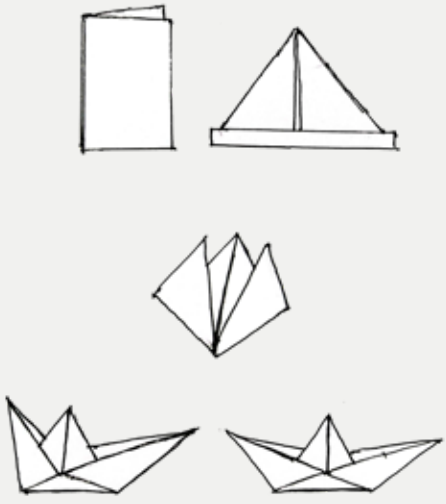

কাজ । ৮ সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ বিচি, পাথর, খড়, সুতা, ঝিনুক, শামুক, নারকেলের মালা, সুপারি গাছের খোল, ডিমের খোসা, তুলি, আঠা, সাদা কাগজ, সহজলভ্য উপকরণ ইত্যাদি

পদ্ধতি

শিশুদেরকে বাড়ি থেকে বা আশে পাশের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের বিচি, পাথর, খড়, সুতা, ঝিনুক, শামুক, নারিকেলের মালা, সুপারি গাছের খোল, ডিমের খোসা ইত্যাদি আনতে বলবেন। নিজেও সংগ্রহ করবেন।

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদেরকে একটি করে কাজ দেখাবেন। যেমন - ডিমের খোসার উপর রং দিয়ে চোখ, নাক, মুখ এঁকে মুখমন্ডলের অবয়ব তৈরি করবেন। শিশুদের আপনার কাজ লক্ষ করতে বলবেন।
- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিশুদের সংগ্রহ করা উপকরণ দিয়ে খেলনা বানানোর কাজ করাবেন। যেমন- পাথরের উপর রং দিয়ে চোখ, নাক, মুখ এঁকে মুখমন্ডলের অবয়ব তৈরি করা, ঘর/ফুলের ছবি এঁকে তার উপরে বিচি/ধান দিয়ে আঠা দিয়ে লাগানো, নারিকেলের মালা দিয়ে দাঁড়িপাল্লা বানানো এবং ঝিনুক দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো ইত্যাদি। কাজ শেষে উপকরণ গুছিয়ে রাখতে বলবেন।
- বাড়িতে বড়দের সহায়তায় এ ধরনের কাজ করার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন।

কাজ। ৯ ফেলে দেওয়া/পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে খেলনা বানাই

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ প্লাস্টিকের বোতল, বোতলের ছিপি, নিরাপদ কৌটা, টিস্যু রোল, কাগজের মোড়ক, ঔষধের মোড়ক, আঠা ইত্যাদি

পদ্ধতি

ফেলে দেওয়া/অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- বোতল, কৌটা, বোতলের ছিপি, টিস্যু রোল, কাগজের বক্স, ঔষধের বক্স ইত্যাদি সংগ্রহ করবেন।

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের বিভিন্ন জিনিস বানিয়ে দেখাবেন (যেমন- বোতল দিয়ে ঝুনঝুনি, গাড়ি ইত্যাদি) এবং বানানোর প্রতিটি ধাপ শিশুদের লক্ষ করতে বলবেন।
- একইভাবে ফেলে দেওয়া উপকরণ দিয়ে শিশুদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন জিনিস বানাতে বলবেন। ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজগুলো লক্ষ করবেন এবং শিশুদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা করবেন।
- এবার শিশুদের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কাজ শেষে শিশুদের উপকরণ গুছিয়ে রাখতে বলবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে ফেলে দেওয়া জিনিস/অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বিভিন্ন জিনিস (যেমন- ঝুনঝুনি, ডুগডুগি, গাড়ি ইত্যাদি) তৈরি করাবেন।
- শিশুদেরকে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে বিভিন্ন জিনিস বানাতে উৎসাহিত করবেন।
- পরিশেষে শিশুদের 'খেলার ঘর' গল্পটি পড়ে শোনাবেন।

সৌন্দর্যবোধ

মানুষের সৌন্দর্যবোধ তার নান্দনিক উপস্থাপনার অংশ। চর্চার মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। প্রাক-প্রাথমিক এর শিশুদের সৌন্দর্যবোধ বিকাশের জন্য সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রসহ অন্যান্য শিখনক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট কাজ রাখা হয়েছে, যেমন- জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি রাখা, কোনো কিছু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ চর্চার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বীজ রোপিত হবে।

কাজ। ১০ নিজেকে পরিপাটি রাখি

শিখনফল ৬.১.১১ নিজের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জেনে নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।
- বলতে পারলে প্রশংসা করবেন এবং না পারলে বুঝিয়ে বলবেন। শিশুদের সঙ্গে নিজেদের পরিপাটি থাকা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। যেমন- পোশাক পরে বোতাম লাগানো, চুল আঁচড়ানো, নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার রাখা, জুতা/সেন্ডেল পরা, নিয়মিত গোসল করা ইত্যাদি।
- শিশুদের দৈনন্দিন কাজ ও পরিপাটি থাকার ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা .. .. ..)/ভিডিও/চিত্র প্রর্দশন করে বিষয়গুলোর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।
- পরবর্তীতে ভূমিকাভিনয় ও খেলার (যেমন- নাকপুর ও কানপুর খেলা এবং নখ কাটি, চুল ছাটি, থাকবো মোরা পরিপাটি ছড়া) মাধ্যমে অনুশীলন ও চর্চা করাবেন।

কাজ । ১১ নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখি

শিখনফল ৬.১.১২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কাছ থেকে তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো, যেমন- জামা-কাপড়, জুতা, খেলনা ইত্যাদি কী কী এবং এগুলো কীভাবে তারা গুছিয়ে রাখে তা জানতে চাইবেন।
- ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং:)/ভিডিও/চিত্র দেখিয়ে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা (যেমন- নিজের ব্যাগ গুছিয়ে রাখা, নিজের খেলনা গুছিয়ে রাখা, খাবার শেষে প্লেট গুছিয়ে রাখা, নিজের ব্যবহৃত পোষাক গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি), শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও বাড়িতে যেকোনো আর্বজনা নির্দিষ্ট ঝুড়ি/পাত্রে ফেলার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে খেলা শেষে এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকা খেলনাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখার অনুশীলন করাবেন এবং তা নিয়মিত চর্চা করাবেন।
- একইভাবে বাড়িতেও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা ও ময়লা-আর্বজনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহ দিবেন।

বি. দ্র.: চারু ও কারু এবং সৌন্দর্যবোধের কাজগুলো সতর্কতা, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে করাবেন। অভিভাবক সভায় শিশুদের সৃজনশীল কাজগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু

নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা

আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা

বাড়ি, বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া

পরিবেশ ও জলবায়ু

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৫+ বয়সি) শিশুদের আশেপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, যেমন- গাছ-পালা, পশু-পাখি, মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো ও সচেতন করা প্রয়োজন। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং শিশুদের পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ে শিশুদের শিখন স্থায়ী করার লক্ষ্যে কতগুলো কাজ দেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলো করার মাধ্যমে শিশুরা পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, উপাদান, চিত্র, দৃশ্য, ঘটনা জেনে প্রকাশ করতে পারবে। নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে। শিশুরা পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন কাজ ও অভ্যাসে পরিবর্তন এনে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।

শিখনফল

৭.১.১ নিজের, বাড়ির ও বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র শনাক্ত করতে পারবে।
৭.১.২ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।
৭.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৭.১.৫ দিনের বিভিন্ন অংশ/সময়কাল আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।
৭.২.১ দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.২.২ দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
৭.২.৩ গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৭.২.৪ বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝে দৈনন্দিন কাজে ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে পারবে।
৭.৩.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিসপত্র যত্নের সাথে ব্যবহার করতে পারবে।
৭.৩.২ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সংরক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৭.৩.৩ গাছ-পালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।

কাজ। ১ প্রিয় জিনিসের কথা বলি

শিখনফল ৭.১.১ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ কাগজ, পেন্সিল, ক্রেয়ন ইত্যাদি

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের, বাড়ির ও বিদ্যালয়ের ব্যবহার করা সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের নাম বলতে বলবেন, যেমন- জামা-কাপড়, পুতুল ইত্যাদি। শিশুর নাম জিজ্ঞেস করে তার প্রিয় জিনিসের ছবি বোর্ডে আঁকবেন। সকলের বলা প্রিয় জিনিসের ছবি আঁকা শেষ হওয়ার পর বোর্ডে আঁকা প্রিয় জিনিসের ছবিগুলোর নাম শিশুদের বলবেন।
- জিনিসগুলো যেহেতু আমাদের অনেক কাজে লাগে তাই এগুলোকে ভালোভাবে যত্ন করার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং কীভাবে যত্ন করতে হয় তা আলোচনা করবেন।
- এবার শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে নিজের, বাড়ির ও বিদ্যালয়ের প্রিয় জিনিসগুলো, যেমন- বল, ব্লক, পুতুল, পাজল ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে বলবেন এবং দলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কোন জিনিস কী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কীভাবে যত্ন নিতে হয় তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিশুর বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিস থেকে কোন একটি জিনিসের নাম বলে সেটি তার বাড়ির নাকি বিদ্যালয়ের তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এভাবে সকল শিশুর কাছ থেকে জিনিসগুলো তার বাড়ির, না বিদ্যালয়ের তা জানবেন।

কাজ। ২ আমাদের চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান জানি

শিখনফল ৭.১.২ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- তাদের বলবেন আজ আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী জিনিস আছে তা দেখব।
- এই কাজের জন্য প্রথমে শিশুদের সবাইকে শ্রেণিকক্ষের ভিতরের জিনিসপত্র পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন, তারপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন।
- শিশুরা প্রত্যেকে আশেপাশে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে তা মনে রাখতে বলবেন। পর্যবেক্ষণ শেষে শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনবেন।
- এবার শিশুদের একজন একজন করে তারা যা কিছু দেখেছে তা বলতে বলবেন, যেমন- ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, মাটি, পানি, যানবাহন, দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি।
- এবার আমার বইয়ের ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠার ছবিগুলো 'পরিবেশ, আমাদের গ্রাম ও আমাদের শহর' দেখাবেন। এরপর শিশুদেরকে ঐ ছবিগুলোতে কী কী আছে তা শনাক্ত করতে বলবেন। এরপর আমাদের চারপাশের পরিবেশের উপাদানের ধারণাটি স্পষ্ট করবেন।
- পরিশেষে বিদ্যালয়ের আশেপাশের পরিবেশে শিশুরা যা দেখেছে তার একটি ছবি কাগজে আঁকতে বলবেন। আঁকা শেষে ছবিগুলো সম্ভব হলে দেয়ালে আঠা দিয়ে চিকন দড়ি বা সুতায় ঝুলিয়ে রাখতে সহায়তা করবেন।

কাজ। ৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা জানি

শিখনফল ৭.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ভিডিও, আমার বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এরপর আমার বই পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬ দেখিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা আলোচনা করবেন।
- এবার ফ্লিপচার্ট/ভিডিও দেখিয়ে ভূমিকম্প সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দিবেন।

- এবার শিশুদেরকে কয়েকটি ছোটদলে ভাগ করে সমসাময়িক ঘটনা বা ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা/দৃশ্য (যেমন- ঝড়/বৃষ্টি/বন্যা/ভূমিকম্প ইত্যাদি) সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর প্রতি দল থেকে শিশুদের অভিজ্ঞতা শুনবেন ও আলোচনা করবেন।
- এবার শিশুদের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা নিজের মতো করে বলতে উৎসাহিত করবেন।
- পরিশেষে শিশুদেরকে নিয়ে 'ঝড় এলো, এলো ঝড়' ছড়াগানটি গেয়ে কাজটি শেষ করবেন।

কাজ। ৪ নিকট পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীকে জানি

শিখনফল ৭.১.৪ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।

উপকরণ ফ্ল্যাশকার্ড/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন- তারা কী কী উদ্ভিদ দেখেছে? শিশুদের কাছে উদ্ভিদের নামগুলো জানতে চাইবেন। এরপর জিজ্ঞাসা করবেন তারা কোন কোন প্রাণী দেখেছে? শিশুদের দেখা প্রাণীগুলোর নাম জানতে চাইবেন।
- তারপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাহিরে নিয়ে যাবেন। তাদের চারপাশে দেখা যায় এমন কিছু উদ্ভিদের নাম বলতে বলবেন। যেমন- আম গাছ, বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ ও লতা-পাতা ইত্যাদি।
- এরপর শিশুদের বলবেন, আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন আকৃতির উদ্ভিদ দেখে থাকি।
  - কিছু উদ্ভিদ আকারে ছোটো; যেমন- ঘাস, লতা, পাতা, সিম গাছ, পুঁই শাক ইত্যাদি।
  - আবার কিছু উদ্ভিদ আকারে মাঝারি; যেমন- গোলাপফুল গাছ, জবাফুল গাছ, ডালিম গাছ ইত্যাদি।
  - কিছু উদ্ভিদ আকারে বড় হয়; যেমন- আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, বটগাছ ইত্যাদি।
- ফ্ল্যাশকার্ড দেখিয়ে শিশুদের বিভিন্ন আকারের উদ্ভিদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- এবার শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন প্রাণী (যেমন- গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি) দেখিয়ে এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে বলবেন, যেমন- প্রাণী চলাফেরা করতে পারে, প্রাণীদের চোখ, কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গ রয়েছে। তারপর শিশুদের বলবেন এই প্রাণীগুলো কোথায় বাস করে?
  - কিছু প্রাণী আমরা বাড়িতে পালন করি, যেমন- গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি। কিছু প্রাণী আমাদের আশেপাশে দেখে থাকি, যেমন- গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। এরা স্থলে বাস করে।
  - আবার কিছু প্রাণী আছে পানিতে থাকে, যেমন মাছ, কুমির ইত্যাদি।
  - আবার কিছু প্রাণী আছে আকাশে উড়ে, যেমন- পাখি, বাদুর, প্রজাপতি ইত্যাদি।
- শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে শিশুদের প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন তাদের বাড়িতে কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে?
- এবার শিশুদেরকে পরিচিত প্রাণীদের ডাক দলগতভাবে/এককভাবে অনুকরণ করে খেলতে বলবেন।
- খেলা শেষে প্রত্যেক শিশুকে তার পরিচিত একটি প্রাণী ও উদ্ভিদের ছবি খাতায় এঁকে রং করতে বলবেন।

কাজ। ৫ দিনের বিভিন্ন অংশ জানি

শিখনফল ৭.১.৫ দিনের বিভিন্ন অংশ/সময়কাল আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট/ভিডিও, আমার বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন- তারা কখন ঘুম থেকে উঠে? তারা সকালে কী কী করে? এক্ষেত্রে আপনার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও বলবেন।
- তারপর আমার বই এর (পৃষ্ঠা ৩১-৩২) তে দেওয়া বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান দেখাবেন এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একজন শিশুর সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাতের দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবেন। শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন। অতঃপর শিশুদের সূর্যের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তর জেনে সকাল/দুপুর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।
- শিশুদের প্রশ্ন করবেন দিনের কোন সময় তোমরা খেলতে যাও? শিশুর উত্তর ও আমার বইয়ের ৩২পৃষ্ঠার ছবিতে সূর্যের অবস্থানের ছবি দেখিয়ে বিকাল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।
- একইভাবে শিশুরা খেলা থেকে ফিরে এসে সূর্য ডুবার সময় কী করে? আলোচনা করে সন্ধ্যা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- এরপর শিশুদের প্রশ্ন করবেন কখন ঘুমাতে যায় তার উত্তর জেনে আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ৩২ এর সূর্যের অবস্থানের ছবির মাধ্যমে রাত সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- শিশুদের নিয়ে পাঁচটি দল গঠন করবেন। একটি দলকে সকাল, একটি দলকে দুপুর, একটি দলকে বিকাল, একটি দলকে সন্ধ্যা ও একটি দলকে রাতে শিশুরা কী কী কাজ করে তা অভিনয় করে দেখাতে বলবেন।
- পরিশেষে শিশুদের সাথে নিয়ে ছড়াটি আবৃত্তি করে পাঠটি শেষ করবেন।

সকাল সকাল স্কুলে যাই
দুপুরে ফিরে ভাত খাই।
বিকেলে করি খেলা
বাড়ি ফিরি সন্ধ্যা বেলা।
ঘুমাতে হবে রাতে
ভুল করিনা তাতে।

কাজ। ৬ আবহাওয়ার পরিবর্তন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো

শিখনফল

৭.২.১ দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.২.২ দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

গল্পের বই, আমার বই/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন, যেমন- সকালে সূর্য উঠা, রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর, সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাওয়া ইত্যাদি।
- এরপর শিশুদের আমার বই (পৃষ্ঠা ৩১-৩২) দেখিয়ে দিনের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন শনাক্ত করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিশুদের সহায়তা করবেন।
- এবার শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, দিনের আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে আমরা কী করি, যেমন- দুপুরে রোদ/বৃষ্টি হলে আমরা ছাতা ব্যবহার করি। আবার রাত হলে টর্চ লাইট/বাতি/হারিকেন ইত্যাদি দিয়ে আলো জ্বালাই। ঝড়ের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই।
- এরপর শিশুদের ছোটদলে ভাগ করে আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দুপুরের রোদ, বৃষ্টি, রাতের অন্ধকার নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বলবেন।
- এরপর শিশুদের নিয়ে গল্পের আসরে বসে 'লাল পোকার গল্প' টি পড়ে শোনাবেন।

কাজ। ৭ ঋতু পরিবর্তনে জীবন যাপন সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৭.২.৩ গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৭.২.৪ বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝে দৈনন্দিন কাজে ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে পারবে।

উপকরণ

ভিডিও, আমার বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের বলবেন আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতু রয়েছে, যেমন- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। একেক ঋতুতে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি একেক রকমের হয়।

- এবার শিশুদের আমার বই (পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)/ভিডিও দেখিয়ে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের (যেমন- গ্রীষ্মকালে গরম, বর্ষাকালে বৃষ্টি এবং শীতকালে ঠাণ্ডা ইত্যাদি) বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে বিভিন্ন ঋতুর ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন- গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালে আমরা কী ধরনের পোশাক পরি, বিশেষ ধরনের কী কী খাবার খাই, আমাদের আশাপাশের রাস্তাঘাট, গাছপালা, নদীনালা কেমন থাকে তা জিজ্ঞেস করবেন। শিশুদেরকে উত্তর বলতে উৎসাহ দিবেন।
- এরপর কোন ঋতুতে আমরা কী করি শিশুদের তা অভিনয় করে দেখাতে বলবেন, যেমন- বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে ছাতা মাথায় দেওয়া, শীতকালে ঠাণ্ডা লাগলে শীতের কাপড় পরা, গ্রীষ্মকালে গরম লাগলে পাখার বাতাস করা ও বেশি করে বিশুদ্ধ পানি পান করা, ঝড়-বৃষ্টির সময় নিরাপদ স্থানে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করা ইত্যাদি।
- পরিশেষে ঋতু সম্পর্কিত গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত (শিক্ষক সহায়িকা, পৃষ্ঠা-...) গানটি শিশুদের সাথে গেয়ে পাঠটি শেষ করবেন।

কাজ। ৮ আমার জিনিসগুলোর যত্ন নেই

শিখনফল ৭.৩.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিসপত্র যত্নের সাথে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের ব্যবহার করা জিনিসের নাম বলতে বলবেন। এবার শিশুদেরকে তাদের খাতায় তার প্রিয় জিনিসটি তার মতো করে আঁকতে বলবেন। কীভাবে তারা ঐ প্রিয় জিনিসগুলোর যত্ন করে তা জানতে চাইবেন।
- এরপর শিশুরা বাড়িতে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করে তা থেকে কয়েকটি জিনিসের নাম জানতে চাইবেন। কীভাবে তারা ঐ জিনিসগুলোর যত্ন করে তাও জানতে চাইবেন।
- একইভাবে শিশুর বাড়িতে কী কী জিনিস আছে তাদের জিজ্ঞাসা করে একটি তালিকা করবেন। তালিকা থেকে দুই একটি জিনিস নিয়ে তার ব্যবহার সম্পর্কে শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, যেমন-কেউ চেয়ারের কথা বললে আমরা চেয়ারকে কী কাজে ব্যবহার করি তা জানতে চাইবেন। জিনিসগুলো যেহেতু আমাদের অনেক কাজে লাগে তাই এগুলোকে ভালোভাবে যত্ন করার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং কীভাবে যত্ন করতে হয় তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন।
- বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জিনিসপত্র, যেমন- খেলনা, মাদুর, মোড়া, বইয়ের তাক, ব্ল্যাক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড পর্যবেক্ষণ করে কোন জিনিস কী কাজে ব্যবহৃত হয় তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এবার শিশুদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করে শ্রেণিকক্ষের উপকরণগুলো কীভাবে যত্ন নেওয়া যায় তা অভিনয় করে দেখাতে বলবেন। প্রয়োজনে শিশুদের সহায়তা করবেন।

- জিনিসগুলো যেহেতু আমাদের অনেক কাজে লাগে তাই এগুলোকে ভালোভাবে যত্ন করার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং কীভাবে যত্ন করতে হয় তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন।
- পরিশেষে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বই, খেলনা ও অন্যান্য উপকরণসমূহ গুছিয়ে রাখার অনুশীলন করাবেন এবং বাড়িতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহ দিবেন।

কাজ। ৯ জিনিসপত্রের যত্ন নিই ও পরিবেশ সংরক্ষণ করি

শিখনফল ৭.৩.২ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সংরক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের নিয়ে নিচের ছড়াটি বলতে বলতে ফেলে দেওয়া কাগজ/সামগ্রী তুলে ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলবেন।

কাগজের টুকরো.....(২ বার)
পড়ে আছে ঐ .....(২ বার)
জায়গা করে নোংরা .....(২ বার)
তুলে নিই.....(১ বার)
ঝুড়িতে ফেলে দিই.....(১ বার)

- শিশুদের বলবেন আমরা এখন আমাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করব। শিশুদের সাথে নিয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করবেন। শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছড়ানো ছিটানো ফেলে দেওয়া কাগজ/জিনিস ময়লা ফেলার ঝুড়িতে/একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে বলবেন।
- এরপর বাড়িতে যে কাজগুলো করে তা নিয়ে শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলবেন এবং বাড়িতেও যেন কাজগুলো করে সে জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিশুদের বলবেন আমরা এখন আমাদের শ্রেণিকক্ষের খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখবো। শিশুদেরকে খেলনা গুছিয়ে রাখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে খেলনা গুছিয়ে রাখতে সহায়তা করবেন। একইভাবে তারা যেন বাড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে সে জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- তারপর শিশুদের নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- আমরা অপ্রয়োজনে গাছ কাটবো না, গাছের পাতা ছিঁড়বো না, ফুল ছিঁড়বো না, জীব-জন্তু ও পশুপাখিকে আঘাত করবো না ও মেরে ফেলব না, পানি অপচয় করবো না ইত্যাদি। এরপর শিশুদের নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণের উপর একটি ভূমিকাভিনয় করে দেখানো নির্দেশনা দিবেন।
- পরিশেষে শিশুদের এই কাজগুলো সবসময় মেনে চলতে উৎসাহ দিবেন।

কাজ। ১০ গাছ-পালা ও পশু-পাখিকে যত্ন করি

শিখনফল ৭.৩.৩ গাছ-পালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা ...)/ভিডিও দেখিয়ে কীভাবে গাছপালা ও পশুপাখির যত্ন নিতে হয় তা আলোচনা করবেন।
- শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, তাদের বাড়িতে কী কী গাছ আছে? তারা কীভাবে গাছের যত্ন নেয়? গাছপালার যত্ন সম্পর্কিত গল্পের বই (যেমন- ফুল ফোটার আনন্দ) পড়ে শোনাবেন ও তা নিয়ে আলোচনা করবেন।
- তারপর প্রশ্ন করবেন-শিশুদের বাড়িতে কী কী পশুপাখি আছে? পশুপাখি আমাদের কী কী উপকার করে? আমরা কীভাবে এগুলোর যত্ন নিই? আমরা আরো কীভাবে এগুলোর যত্ন নিতে পারি? প্রত্যেক শিশুর কাছে উত্তর শুনে তাদেরকে পশুপাখি যত্ন নেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে ছোট্ট ছেলে বেলাল গল্পটি (পৃষ্ঠা.. .. ..) শিশুদের শুনিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন, গাছ-পালা ও পশু-পাখি আমাদের পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই, এই অক্সিজেনের সাহায্যে আমরা শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকি। গাছ থেকে আমরা খাবার পাই। পশু-পাখি আমাদের বিভিন্নভাবে উপকার করে। তাই শিশুদের গাছ-পালা ও পশু-পাখির যত্ন নিতে উৎসাহিত করবেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ

জীব ও জড়ের পার্থক্য

দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শিশুরা সহজাতভাবে কৌতূহলী। তাই তারা তাদের আশেপাশের বস্তু সম্পর্কে কল্পনাপ্রবণ ও আগ্রহী হয়ে থাকে এবং চারপাশের সবকিছু সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হয়। এই বয়সে শিশুরা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চায়। শিশুরা যাতে ছোটবেলা থেকে খেলার মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে আদান-প্রদান করে নতুন নতুন বিষয় জানাতে পারে এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহলী হতে পারে সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিশুদের আগ্রহী ও কৌতূহলী করার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু সাধারণ বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে শিশুরা পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে এগুলোর কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারবে। জীব ও জড়ের পার্থক্য করতে পারবে এবং শিশুরা দৈনন্দিন পরিচিত প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে এবং এদের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে শিশুরা পর্যবেক্ষণ করে, ছবি দেখে, খেলা ও আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জীব ও জড়ের পার্থক্য করতে পারা।
৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারা।

শিখনফল

৮.১.১ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
৮.১.২ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কার্যকারণ বলতে পারবে।
৮.১.৩ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
৮.১.৪ বয়স উপযোগী বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
৮.২.১ নিকট পরিবেশের জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৮.২.২ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য বলতে পারবে।
৮.২.৩ জীবের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু সম্পর্কিত পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পারবে।
৮.৩.১ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।
৮.৩.২ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারবে।

কাজ । ১ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানি

শিখনফল

৮.১.১ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট/ভিডিও

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- ফ্লিপচার্টের ছবি (পৃষ্ঠা ...)/ ভিডিও দেখিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ নিয়ে শিশুদের বলবেন (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, বাতাসে পাতা নড়ে, জীবের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু ইত্যাদি)।

- শিশুদের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন তারা এসব ঘটনা দেখেছে কিনা বা জানে কিনা? দেখে বা জেনে থাকলে সে সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে উৎসাহিত করবেন। এছাড়াও শিশুদের অন্য কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা দেখা/ জানার অভিজ্ঞতা থাকলে তা বলতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে আপনার নিজের অভিজ্ঞতাও শিশুদেরকে বলবেন।
- এবার শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে চারপাশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে এনে বাইরে কে কী ঘটনা দেখেছে তা বলতে বলবেন, যেমন- গাছের পাতা নড়ে, আকাশে মেঘ, পাখি উড়ছে ইত্যাদি। প্রয়োজনে আপনি যা পর্যবেক্ষণ করেছেন সেগুলো শিশুদেরকে বলবেন।

কাজ। ২ কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে

শিখনফল ৮.১.২ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কার্যকারণ বলতে পারবে।

উপকরণ ভিডিও, কাগজের টুকরো, মুড়ি ও তুলা

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এরপর শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত খেলা খেলবেন, যেমন- বাতাসে পাতা নড়ে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, রৌদ্র-ছায়ার খেলা ইত্যাদি।
- নিচের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের সাথে খেলাগুলো খেলবেন।

বাতাসে পাতা নড়ে

- কিছু ছোট কাগজের টুকরো ফ্লোরে বা টেবিলে রেখে শিশুদের ফুঁ দিতে বলবেন। কেন কাগজগুলো নড়ে উঠল তা জানতে চাইবেন।
- শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি গাছের নিচে নিয়ে যাবেন। গাছের পাতা নড়াচড়া করছে কিনা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এবার প্রশ্ন করবেন।
- তোমরা কী বলতে পারো গাছের পাতা কেনো নড়ছে? শিশুদের উত্তরগুলো শুনবেন। সম্ভব হলে দুএকজন শিশুকে অন্যান্য শিশুদের বলা উত্তরের উপর মন্তব্য করতে বলবেন।
- এবার বাতাসের কারণে গাছের পাতা নড়ে তা সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।
- শিশুদের কাগজ দিয়ে কাগজের পাখা বানাতে সহায়তা করবেন। কাগজের পাখা দিয়ে বাতাস করে কোনো হালকা জিনিস, যেমন- কাগজের ছোট টুকরো, মুড়ি, তুলা ইত্যাদি নাড়াতে বলবেন। কেনো নড়ল তা আলোচনা করবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে ছোট ছোট কাগজ ব্যবহার করে চরকি বানাতে বলবেন। কীভাবে চরকি বানাতে হয় তা শিশুদের দেখিয়ে দিবেন। চরকি বানানো শেষ হলে প্রত্যেককে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় চরকি নিয়ে দৌড়াতে বলবেন। চরকি কেন ঘুরে তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।

মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়

- শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে খোলা আকাশ দেখাবেন। আকাশে সাদা তুলার মতো ভেসে বেড়ানো জিনিসগুলোর নাম কী জানতে চাইবেন। শিশুকে উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন। শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন- আকাশে সাদা তুলার মতো যা ভেসে বেড়ায় তা হলো মেঘ। এই মেঘ হলো ছোট ছোট পানির কণা। এই কণাগুলো যখন ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে বড় ও ভারী হয়, তখন পানির ফোটা রূপে আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে।

রৌদ্র-ছায়ার খেলা

- একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে শ্রেণিকক্ষের বাইরে ভালোভাবে রোদ পড়ে এমন একটি স্থানে শিশুদের নিয়ে দাঁড়াবেন। শিশুদের বলবেন আমরা আজ একটি মজার জিনিস দেখব।
- কয়েকজন শিশুকে সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতে বলবেন। তারা সামনে কী দেখতে পাচ্ছে প্রশ্ন করে জেনে নিবেন।
- অতঃপর ছায়া কেন তৈরি হয় তা জানতে চাইবেন। শিশুরা না পারলে তাদের উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। যেমন- আলো যখন কোন অস্বচ্ছ (কাঠ, গাছ, মানুষের শরীর) বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন আলোর উৎসের বিপরীত দিকে ছায়া পড়ে।
- দিনের বিভিন্ন সময় (সকাল-দুপুর-বিকাল) শিশুদের তার নিজের ছায়া পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং ছায়ায় কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- সকালে আমাদের ছায়া লম্বা হয়, দুপুরের দিকে ছায়া ছোট হতে থাকে। আবার দুপুরের পর বিকেলের দিকে ছায়া লম্বা হতে থাকে।

- খেলা শেষে কেন পাতা নড়ে, কেন বৃষ্টি হয়, কেন ছায়া পড়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- পরিশেষে শিশুদের ভিডিও দেখিয়ে এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা কেন ঘটে তার কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, বাতাসে পাতা নড়ে ও রৌদ্র-ছায়া ইত্যাদি)।

[সহায়ক তথ্য: সূর্য উঠা ও অস্ত যাওয়ার কারণে দিন-রাত্রি হয়; মেঘ যখন ঘনীভূত হয় তখন বৃষ্টি হয়; বাতাসের কারণে পাতা বা কোন বস্তু নড়ে; আলো যখন কোন অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন আলোর উৎসের বিপরীত দিকে ছায়া পড়ে এই সকল বিষয় শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।]

কাজ। ৩ কী হলে কী করবো

শিখনফল

৮.১.৩ দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
৮.১.৪ বয়স উপযোগী বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- গল্পাকারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা শিশুদের বলবেন, যেমন- শিক্ষক সহায়িকার গল্প: পাতা ও মাটির ঢেলা।

- গল্প বলা শেষে গল্পের মধ্যে কী কী ঘটনা ঘটেছে এবং গল্পের চরিত্রগুলো কীভাবে নিজেদের রক্ষা করেছে তা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর কোন ঘটনা কী কারণে ঘটে তা শিশুদের আরও একবার মনে করিয়ে দিবেন।
- শিশুদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন, দলগুলোকে- ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার, রৌদ্র থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ছায়ায় দাঁড়ানো/ছাতা ব্যবহার, গরম জিনিসে হাত না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন।
- তারপর বেশি রোদ হলে, বৃষ্টি হলে, ঝড় হলে, গরম লাগলে, অন্ধকার হলে- এইসব ঘটনা ঘটলে আমরা কী করবো তা শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন। শিশুদের উত্তর প্রদানে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

কাজ। ৪ জীব ও জড়কে জানি

শিখনফল ৮.২.১ নিকট পরিবেশের জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।

উপকরণ ফ্ল্যাশ কার্ড/ভিডিও/বাস্তব উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের ফ্ল্যাশ কার্ড/ভিডিও/বাস্তব উপকরণ দেখিয়ে কোনটি জীব ও কোনটি জড় সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে যাবেন এবং চারিদিকে কী কী আছে দেখতে বলবেন।
- দেখা বস্তুর মধ্যে কোনটি জীব ও কোনটি জড় তা চিহ্নিত করতে বলবেন, যেমন- জীব: গাছপালা, মানুষ, টিকটিকি, গরু, কুকুর ইত্যাদি; জড়: খেলনা, বই, খাতা, পাখা, বাতি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।
- তারপর শিশুদের দেখা জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন, যেমন - জীব খাদ্য গ্রহণ করে, শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে, শ্বাস নেয়, বংশ বৃদ্ধি করে ইত্যাদি কিন্তু জড় এসব করতে পারে না।
- পরিশেষে শিশুদের জীব ও জড় বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে খেলা-৫ "পাখি উড়ে" অনুরূপ একটি খেলা খেলবেন।

কাজ । ৫ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য

শিখনফল ৮.২.২ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য বলতে পারবে।

উপকরণ ফ্ল্যাশ কার্ড, বাস্তব উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের বলবেন- আজ আমরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জীব দেখব (গাছপালা, মানুষ, পাখি, গরু, হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি)। শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি গাছের কাছে নিয়ে যাবেন। শিশুদের প্রশ্ন করবেন- এই গাছটি দেখতে কী রকম? এই গাছটি কী চলাফেরা করতে পারে?
- এবার কাছাকাছি যেকেনো একটি প্রাণী দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন- এই প্রাণীটি দেখতে কী রকম? এই প্রাণীটি কী চলাফেরা করতে পারে?
- উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর উত্তরের আলোকে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। যেমন- উদ্ভিদ চলাফেরা করতে পারে না, প্রাণী চলাফেরা করতে পারে। উদ্ভিদের পাতা, শাখা-প্রশাখা ও মূল রয়েছে, প্রাণীদের সাধারণত হাত, পা ও চোখ, মুখ থাকে।
- শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রতিটি দলে প্রাণী ও উদ্ভিদের ফ্ল্যাশ কার্ড এলোমেলোভাবে মিশিয়ে দিয়ে শিশুদের প্রাণী ও উদ্ভিদের কার্ড আলাদা করতে দিবেন।
- পরিশেষে প্রত্যেক শিশুকে ইচ্ছেমতো যেকোন একটি প্রাণী ও যেকোন একটি উদ্ভিদের ছবি সাদা কাগজে আঁকতে বলবেন। শিশুদের আঁকা ছবিগুলো সম্ভব হলে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে/বোর্ডে দুইটি আলাদা সারিতে (প্রাণী ও উদ্ভিদ) আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিবেন।

কাজ । ৬ জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি

শিখনফল ৮.২.৩ জীবের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু সম্পর্কিত পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট ও বাস্তব উপকরণ

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা ....) দেখিয়ে জীবের ছোট থেকে বড় হওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করবেন, যেমন- প্রাণীর জীবনচক্র, উদ্ভিদের জীবনচক্র ইত্যাদি।
- তারপর শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন ধরনের ঘাস, চারাগাছ, গাছ পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- শিশুদের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন এবং আলোচনা শেষে জীবের পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

- শিশুদের দিয়ে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বীজ লাগানো ও চারাগাছ পরিচর্যা করার নিম্নোক্ত প্রজেক্ট ওয়ার্কটি করাবেন।

প্রজেক্ট ওয়ার্ক

প্রজেক্টের নাম: জীবের পরিবর্তন (বীজ থেকে চারাগাছ গজানোর প্রক্রিয়া)

আলোচনা: বীজ থেকে চারাগাছ গজানোর প্রক্রিয়া বিষয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রজেক্টের কাজ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দিবেন।

দল গঠন: শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। দলগুলোকে উদ্ভিদের নামে নামকরণ করবেন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন:
- শিশুরা কে কী করবে তা দলগতভাবে নির্ধারণ করবে ও নিজেদের মধ্য থেকে একজন দলনেতা নির্বাচন করবে।
- প্রতিটি দল বীজ নির্বাচন, বীজ বপণের স্থান নির্ধারণ করবে।
- দলগুলো প্রজেক্ট ওয়ার্ক সম্পন্ন করার জন্য উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

প্রজেক্ট বাস্তবায়ন:
- বীজ বপণের জন্য শিশুরা দলগতভাবে মাটি প্রস্তুত করবে। বীজ বপণ করবে, পানি দিবে এবং বীজ বপণের স্থানটি সংরক্ষণ করবে।
- প্রতিদিন শিশুরা বীজ বপণের স্থান পর্যবেক্ষণ করবে, বীজ থেকে চারাগাছ হলে তার পরিচর্যা করবে।
- শিশুরা বীজ বপণ থেকে শুরু করে পাতা গজানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ পর্যবেক্ষণ করে ধারাবাহিক চিত্র আঁকবে। দলগতভাবে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং আলোচনা করবে।

প্রজেক্ট পর্যালোচনা:
- কীভাবে একটি বীজ থেকে অঙ্কুর হয় এবং অঙ্কুর থেকে চারাগাছ হয় তা নিয়ে শিশুরা আলোচনা করবে। শিশুরা আলোচনার মাধ্যমে ধারণাটি স্পষ্ট করবে।
- প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে কোন কাজগুলো করতে ভালো লেগেছে এবং কোন কাজগুলো ভালো লাগেনি তা বলতে বলবেন।

কাজ। ৭ প্রযুক্তির নাম ও এর ব্যবহার জানি

শিখনফল ৮.৩.১ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ বাস্তব উপকরণ, আমার বই ও খেলনা বা মডেল

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- এবার শিশুদের বাস্তব উপকরণ দেখিয়ে প্রযুক্তি পণ্যের নাম বলতে উৎসাহী করবেন, যেমন- ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সুইচ, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি।
- এবার বিভিন্ন ব্যবহার্য প্রযুক্তি পণ্য/যন্ত্রপাতি যেমন- মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও, পাখা, সুইচ, ল্যাপটপ, বৈদ্যুতিক বাতি, ইস্ত্রি, ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ধান মাড়াই কল, সেচ যন্ত্র, লাঙ্গল/ট্রাক্টর ইত্যাদি (আমার বই, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৭ বা বাস্তব উপরকরণ) শিশুদের দেখাবেন। এবার শ্রেণিকক্ষের দুই/একটি বাস্তব উপকরণের ব্যবহার প্রর্দশন করবেন ও আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, কোন প্রযুক্তি পণ্য কী কাজে লাগে। যেমন- ঘড়ি দেখে আমরা সময় জানি, সুইচ চাপলে বাতি জ্বলে, ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা হয় ইত্যাদি।
- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন, প্রত্যেকটি দলকে একটি করে প্রযুক্তি পণ্যের খেলনা বা মডেল দিবেন।
- প্রতিটি দলকে খেলনা বা মডেলটি নিয়ে খেলতে বলবেন এবং এর ব্যবহারের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

কাজ। ৮ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি

শিখনফল ৮.৩.২ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, ভিডিও/বাস্তব উপকরণ।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আমরা কী কী প্রযুক্তি পণ্য ব্যবহার করি, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য প্রযুক্তি পণ্য (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন- মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, পাখা, সুইচ, সকেট, ইস্ত্রি ইত্যাদি) কীভাবে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তা ফ্লিপচার্ট/ভিডিও/বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে প্রর্দশন করবেন ও আলোচনা করবেন। আলোচনার সময় বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, সকেট, গরম ইস্ত্রি, পাখা ইত্যাদি ধরা বা স্পর্শ করা এবং টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনের অতি ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক করবেন।
- শিশুদের প্রযুক্তি পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রর্দশন করতে বলবেন।

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

আমার শরীর

দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণ

বিশ্রাম ও বিনোদন

সুস্থতা

নিরাপদ পানি

আবেগ অনুভূতি প্রকাশ

সুরক্ষা

শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে মৌলিক ধারণা ইতিপূর্বে ৪+ বয়সি শিশুদের শ্রেণিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক ১৮টি কাজ অন্তর্ভুক্ত করে অনুশীলন ও চর্চা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের শরীর সম্পর্কে জেনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার ও যত্ন করতে শিখবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্মব্যবস্থাপনা, বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সর্ম্পকে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার চেষ্টা করবে। এজন্য শিক্ষক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে এ কাজগুলো দৈনিক পাঠ পরিকল্পনায় যুক্ত করবেন। উল্লেখ্য যে শিশুরা বিদ্যালয়ে এসব সেবা-যত্নের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, নিয়ম-কানুন ও কলাকৌশল সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে অনুশীলন করবে। তাই এসব সেবা-যত্নের সর্বোচ্চ কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করার জন্য শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে, বাড়িতে ও অন্য স্থানেও এসব নিয়ম-কানুন চর্চা/অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য শিশুদের এসব প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমানভাবে সচেষ্ট হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) স্তরের শিশুদের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে শিখন-শেখানো ও চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে অভিভাবকদের সচেতন করবেন তার কিছু নির্দেশনা বিভিন্ন কাজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুরা প্রতিদিন ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বিদ্যালয়ে থেকে শারিরীক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানবে ও অনুশীলন/চর্চা করবে। দিন-রাতের বাকি সময় তারা বাড়িতেই অভিভাবকের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করবে। তাই বিদ্যালয় থেকে জানা এবং চর্চা করা বিষয়গুলো জীবনব্যাপি অভ্যাসে পরিণত করতে প্রতিনিয়ত বাড়িতে এই বিষয়গুলোর চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। অভিভাবকদের সক্রিয় সাহায্য-সহায়তা ব্যতিত শিশুরা বাড়িতে এই বিষয়গুলো অনুশীলন/চর্চা করতে পারবেনা। তাই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয় যেমন- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, আবেগ-অনুভূতির ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকগণ প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহয়তা প্রদান করে বাড়িতে শিশুদেরকে দিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করাবেন। অতএব শিক্ষক এই বিষয়গুলো নিয়ে অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। শুধু সভাতেই নয়, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে, আসা যাওয়ার পথে বা অন্য সময় দেখা হলেও এই বিষয়গুলো নিয়ে শিশুদের চর্চা করার কথা অভিভাবকদের মনে করিয়ে দিবেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নির্দেশনা

শিশুর শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটতে থাকে। তাই শৈশবকাল থেকেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিলে সে যেমন সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে শিখবে তেমনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে। বস্তুত, এই দক্ষতাসমূহ শৈশবকাল থেকেই ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে তৈরি হতে থাকে। এজন্য শিক্ষককে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সুনির্দিষ্ট কাজের পাশাপাশি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিম্নের বর্ণিত কয়েকটি নিয়ম-কানুন মেনে চলা দরকার।

- শিশুর চোখে চোখ রেখে (eye contact করে) কথা বলবেন। প্রয়োজনে শিশুর সামনে হাঁটু ভাঁজ করে তার সমান্তরাল উচ্চতায় বসে কথা বলবেন।
- শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ও বোঝার চেষ্টা করবেন। শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবেন, এতে শিশুর নিজের উপর আস্থা তৈরি হবে।
- শিশু আগ্রহ থেকে অনেক প্রশ্ন করে, তাই বিরক্তি প্রকাশ না করে উত্তর দিবেন বা বুঝিয়ে বলবেন।
- শিশুরা খেলা অনেক পছন্দ করে তাই খেলায় খেলায় বা গল্পের ছলে শিশুকে নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়টি সহজে বুঝিয়ে দিবেন।
- শিশুরা ভুল করলে নেতিবাচক কথা না বলে সঠিকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন।
- একটি শিশুর সঙ্গে অপর শিশুর তুলনা করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ছেলে-মেয়ে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা যেন প্রতিটি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে তা খেয়াল রাখবেন।
- শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রশংসা ও স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর নির্দিষ্ট কোনো কাজে প্রশংসা করে বা স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে উৎসাহিত করবেন, যা শিশুর আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে।

- শিশুর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক আচরণ যেমন- হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া, অনেক বেশি রাগ প্রকাশ করা, কোনো কারণ ছাড়া বেশি কান্না করা, নিজেকে বা অন্য কাউকে আঘাত করা ইত্যাদি প্রকাশ পেলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দিবেন।
- শিশুর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষক সচেতন থাকবেন এবং অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। শিক্ষক শিশুর আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিশুর সাথে ভাব বিনিময় করবেন।
- শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অভিভাবক সভা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মা-বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে কথা বলবেন। বাড়িতে শিশুর সঙ্গে তাদের গুণগত সময় কাটানোর জন্য এবং খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখার জন্য উৎসাহিত করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
৯.২ নিজের রাগ, দুঃখ, আপত্তি, অস্বস্তি ও ভুলের ক্ষেত্রে যথাযথ আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা।
৯.৩ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

আমার শরীর

শিশুর শরীর ও মনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিজের শরীর এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্ম্পকে জানা এবং তার ব্যবহার করার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি তাদের বিকাশ ও শিখন পরিপূর্ণ হয়।

কাজ । শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার জানি

শিখনফল ৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিকে দাঁড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম এবং ব্যবহার জানার চেষ্টা করবেন।
- এরপর শিক্ষক একজন শিশুকে সামনে এনে তার নাক, চোখ, কান, মুখ, জিহ্বা, হাত ও পা দেখিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গটির কাজ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিশুকে সামনে এনে তাদের একেকটি অঙ্গের ব্যবহার একেকজনকে দেখাতে বলবেন। যেমন- একজন শিশু হেঁটে, লাফিয়ে, পা বল মেরে পায়ের ব্যবহার দেখাবে; কথা বলে, ছড়া বলে বা গান গেয়ে মুখের ব্যবহার দেখাবে; হাত দিয়ে বল ছুড়ে, বই বা কোন খেলনা ধরে হাতের ব্যবহার দেখাবে।
- এরপর শিক্ষক অন্য শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন অঙ্গের (নাক, চোখ, মুখ, কান, হাত, পা, জিহ্বা) কী কী ব্যবহার দেখিয়েছে।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে নিচের ছড়াটি কয়েকবার বলবেন- "চোখ দিয়ে দেখি, আমরা কান দিয়ে শুনি" (শিক্ষক সহায়িকা, পৃষ্ঠা .....)

দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি

শারীরিক সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানা ও নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার দরকার। তাই স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিশুদের জানানো ও সেগুলো পালন করার নিয়মাবলি শেখানোর পাশাপাশি শিশুদের প্রতিদিন স্বাস্থ্যবিধি পালন করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

কাজ । ১ দাঁত মাজি

দাঁতের যত্ন

নিয়মিত দাঁত মাজা ও দাঁতের যত্নের গুরুত্ব সর্ম্পকে শিশুদের জানাতে হবে এবং সঠিকভাবে দাঁত মাজার নিয়মাবলি শেখাতে হবে। শিশুদের প্রতিদিন নিয়ম মেনে দাঁত মাজার জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং বাড়িতে দাঁত মাজার জন্য আগ্রহী করে তুলতে হবে। দাঁত মাজা এবং দাঁতের যত্ন নিয়মিত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শিক্ষক অভিভাবকগণকে জানাবেন। যেমন-

- নিয়মিত দাঁত না মাজলে শিশুদের কী কী ক্ষতি হতে পারে তা বলবেন।
- বাড়িতে শিশুদের দাঁত মাজার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে নিয়মিত দাঁত মাজার জন্য উৎসাহ দিতে বলবেন।
- বাড়িতে অভিভাবকদের নিয়মিত শিশুদের সঙ্গে নিয়ে দাঁত মাজতে বলবেন।
- অভিভাবকরা নিজেরা কাজটি নিয়মিত করলে তা দেখে শিশুরাও নিয়মিত দাঁত মাজতে উৎসাহিত হবে তা বলবেন।

শিখনফল ৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, আমার বই

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের ইউ আকৃতিতে দাঁড়াতে বলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন, শিশুরা কখন কখন দাঁত/কয় বেলা মাজে? যে সকল শিশু প্রতিদিন দুইবেলা দাঁত মাজে তাদের হাত তুলতে বলবেন ও প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের মধ্যে কে কে ছোটো ভাই বোনকে দাঁত মাজায় সহায়তা করে তা জিজ্ঞাসা করবেন। যে সকল শিশু সহায়তা করে তাদের প্রশংসা করবেন এবং অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের কে কী দিয়ে দাঁত মাজে তা জিজ্ঞাসা করবেন। এরপর শিক্ষক সকালে এবং রাতে খাবার পর ব্রাশ ও পেস্ট অথবা ভালো মাজন দিয়ে দাঁত মাজার কথা বলবেন।
- এরপর শিক্ষক নিয়মিত দাঁত না মাজলে কী হয় তা শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন। শিশুরা বলার পর পুনরায় নিয়মিত দাঁত না মাজার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বলবেন। যেমন- মুখে দুর্গন্ধ, দাঁতে ব্যথা, দাঁত হলুদ ও কালো হয়ে অসুন্দর লাগা এবং অসময়ে দাঁত পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।
- শিক্ষক শিশুদের কীভাবে দাঁত মাজাতে হয় তার পদ্ধতি জিজ্ঞেসা করবেন। একজন শিশুকে সামনে এনে দাঁত মাজার অনুশীলন করে দেখাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং .....) দেখিয়ে এবং শিশুদের আমার বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠা বের করে দাঁত মাজার অনুশীলন করতে বলবেন।

কাজ। ২ নখ কাটি চুল ছাটি

শিখনফল ৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ শিক্ষক সহায়িকা

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিকে দাঁড়াতে বলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নং ..... ছড়া ১৯ (নখ কাটি চুল ছাটি) বের করে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর শিশুদের মাঝে কে কে নিয়মিত চুল আচঁড়ায়, চুল ছাটে, এবং নখ কাটে তা জানতে চাইবেন এবং যারা নিয়মিত কাটে তাদের প্রশংসা করবেন। অন্যদের নিয়মিত চুল ও নখ কাটকে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক নিয়মিত নখ কাটা, চুল আচঁড়ানো এবং চুল ছাটা কেন প্রয়োজন তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন এবং বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের কাছে গিয়ে হাতের নখ দেখবেন এবং কেন নিয়মিত নখ কাটতে এবং পরিষ্কার রাখতে হয়ে তা আলোচনা করবেন।
- এরপর সময় থাকলে রেলগাড়ি ঝিকঝিক খেলাটি (শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নং .....) শিশুদের দিয়ে খেলাবেন।

কাজ। ৩ হাঁচি কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকি

শিখনফল ৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, আমার বই

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিকে বসবেন।
- শিশুরা হাঁচি কাশির সময় কে কী করে তা জানতে চাইবেন। যে সকল শিশু হাঁচি কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকে তাদের প্রশংসা করবেন।
- সকল শিশুকে ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং .....) দেখিয়ে এবং আমার বইয়ের পৃষ্ঠা নং ৩৯ বের করে হাঁচি কাশির সময় কী করতে হয় তা শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক তিনজন আগ্রহী শিশুকে দিয়ে নিম্নলিখিত ঘটনায় ভূমিকাভিনয় করাবেন-

দুইজন শিশু খেলতে থাকবে। এমন সময় অপর পাশ থেকে তৃতীয় শিশু কাশি এবং হাঁচি দিতে দিতে আসবে। প্রথম দুইজন জিজ্ঞাসা করবে, তোমার কী হয়েছে। তৃতীয় শিশু বলবে, "আমার খুব ঠান্ডা লেগেছে"। বলেই সে নাক-মুখ না ঢেকে কয়েকবার কাশি এবং হাঁচি দিবে। তখন প্রথম শিশু বলবে, হাঁচি ও কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকতে হয়, বলে সে কনুই দিয়ে অথবা হাতে থাকা রুমাল দিয়ে নাখ-মুখ ঢেকে দেখাবে। এরপর দ্বিতীয় শিশু বলবে, হাঁচি কাশি আসলে আমিও নাক-মুখ ঢেকে রাখি। আমার মা বলেছে, হাঁচি কাশির সময় নাক-মুখ না ঢাকলে রোগ জীবাণু ছড়ায়।

- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষক তিনজন শিশুর প্রশংসা করবেন এবং সবাইকে হাততালি দিতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অন্য শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শিশু হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় তৃতীয় শিশুকে কী করতে বলেছিল এবং কেন হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় নাক-মুখ কনুই বা রুমাল দিয়ে ঢাকতে হয়?
- শিক্ষক শিশুদের উত্তর শুনবেন এবং হাঁচি কাশি সময় মুখে হাত বা রুমাল দেয়ার জন্য উৎসাহ দিবেন।

কাজ। ৪ হাত-মুখ ধুই

শিখনফল ৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ আমার বই ও ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিকে বসাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা কখন কখন হাত মুখ ধোয়। শিক্ষক কখন কখন হাত মুখ ধোয়া উচিত তা আলোচনা করবেন। যেমন- ঘুম থেকে উঠে; খাবারের আগে ও পরে; পায়খানা ব্যবহারের পরে; খেলাধুলা করার পর এবং বাড়ির বাইরে থেকে ফিরলে।
- শিক্ষক ফ্লিপচার্ট এর পৃষ্ঠা ..... হাত-মুখ ধোয়ার চিত্র দেখিয়ে হাত-মুখ ধোয়া নিয়ে আলোচনা করবেন এবং শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ৪০ বের করে দেখতে বলবেন। এরপর শিক্ষক হাত-মুখ ধোয়ার অভিনয় করে দেখাবেন এবং বলবেন, নিয়মিত হাত ধোয়ার পাশাপাশি মুখ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত।
- সব শেষে সকল শিশুকে একই সাথে ধাপে ধাপে সঠিকভাবে হাত-মুখ ধোয়ার ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-
  - ১ বললে সবাই হাতে পানি লাগাতে থাকবে
  - ২ বললে হাতে সাবান লাগাতে থাকবে
  - ৩ বললে সাবান লাগানো দুই হাতের আঙুলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে হাত ঘষতে (কসলানো) থাকবে
  - ৪ বললে হাত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে
  - ৫ বললে হাত গামছা/তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবে

- এরপর শিক্ষক মুখ ধোয়ার অভিনয় করাবেন
  - ১ বললে মুখ পানি দিয়ে ধুতে থাকবে
  - ২ বললে মুখ গামছা/তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবে
- এরপর সবাই তালি দিয়ে ভূমিকাভিনয় শেষ করবে
- এভাবে শিশুদের বাড়িতে নিয়মিত হাত-মুখ ধোয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

কাজ। ৫ নিয়ম মেনে টয়লেট ব্যবহার করি

শিখনফল ৯.১.১ দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন, টয়লেট ব্যবহারের সময় কে কে স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যায়? যে সকল শিশুরা টয়লেটে স্যান্ডেল পরে যায় তাদের উৎসাহ দিবেন এবং অন্যদের স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যেতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন, কেন টয়লেটে স্যান্ডেল পরে যেতে হয়? উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন। যেমন- শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন রোগের জীবাণু টয়লেটে থাকে। এসব রোগের জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্যান্ডেল বা জুতা পরে টয়লেটে যাওয়া উচিত।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের বলবেন, টয়লেট ব্যবহারের পরে ভালো করে পানি ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে।
- তারপর শিক্ষক শিশুদের বলবেন টয়লেট ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে অবশ্যই ভালো করে হাত ধুতে হবে। এরপর শিক্ষক টয়লেট ব্যবহারের পরে কেন হাত ধুতে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিশুদের দিয়ে নিয়ম অনুযায়ী হাত ধোয়ার ভূমিকাভিনয় করাবেন।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণ

ছোটো বেলা থেকেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবার এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণ করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি শিশুদের নানা ধরনের পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে জানাতে হবে এবং এসব খাবার খেতে উৎসাহী করে তুলতে হবে। শিক্ষক শিশুদের খাওয়ার আগে নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ও প্লেট ধোয়া, পরিষ্কার পাত্রে খাবার রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা ইত্যাদি বিষয় শিশুদের জানাবেন। শিক্ষক শিশুদের উৎসাহিত করবেন যাতে- প্রত্যেকেই বাড়িতে খাবার আগে ও পরে নিজের খাবার প্লেট ও হাত নিয়মিত পরিষ্কার করে। এছাড়াও অভিভাবকদের পুষ্টিকর খাবার এবং শিশুদের বাড়িতে নিয়মিত খাবার আগে ও পরে নিজের খাবার প্লেট ও হাত পরিষ্কার করা, খাবার ঢেকে রাখা, ফল ধুয়ে রাখার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে উৎসাহ দিতে বলবেন এবং শিশুরা নিয়মিত তা না করলে শিক্ষককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করবেন।

কাজ । ৬ পুষ্টিকর খাবার খাই

শিখনফল

৯.১.২ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিয়মিত খাবার গ্রহণের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে।
৯.১.৩ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হতে পারবে।

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক নিম্নের ছড়াটি শিশুদের নিয়ে কয়েকবার বলবেন-

ভাত রুটি খাই
শরীরে বল পাই।
মাছ মাংস খেয়ে
হয়ে উঠি বেড়ে।
ডিম দুধ শাক সবজি
খেতে ভালোবাসি।
মজা করে ফল খাই
সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে,
গুণ গুনিয়ে গান গাই।

- শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন, সকালে, দুপুরে ও রাতে কী কী খাবার খায় এবং খবারগুলো নাম বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিক্ষক আলোচনা করবেন, প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত। কেননা একেক ধরনের খাবারে একেক ধরনের পুষ্টিগুণ থাকে। যেমন- কোনো কোনো খাবার শক্তি যোগায়, কোনো কোনো খাবার রোগ প্রতিরোধ করে আবার কোন কোন খাবার শরীর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- এরপর শিক্ষক ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং .....) খাবারের ছবি দেখিয়ে, পুষ্টিকর খাবার নিয়ে আলোচনা করবেন এবং কেন পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার তা শিশুদের জানাবেন।
- শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শিক্ষক শিশুদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে বলবেন ।

কাজ। ৭ নিয়ম মেনে খাবার খাই

শিখনফল ৯.১.২ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিয়মিত খাবার গ্রহণের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের নিয়ে নিচের ছড়াটি কয়েকবার আবৃত্তি করবেন-

লাল শাক কচুশাক
ফুল কপি খাই,
লাউ আর সিম খেয়ে
বড়ো মজা পাই।
মিষ্টি কুমড়া খাই
আরো খাই শসা,
টুকটুকে লাল গাজর
খেতে ভারি মজা।
করলা তেঁতো লাগে
তবু খেতে হয়,
টমেটোর কতগুণ
জানো নিশ্চয়!

- এরপর শিক্ষক বলবেন, আমরা সাধারণত সকালে দুপুরে ও রাতে খাবার খাই। কিন্তু কিছু নিয়ম মেনে খাবার খেলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকতে পারবো। শিক্ষক শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, খাবার আগে ও পরে কী কী করতে হয়। শিশুরা বলার পর শিক্ষক আরেকবার সকল শিশুর উদ্দেশ্যে খাবার আগে, খাবার সময় এবং খাবার পরে কী কী করতে হয় তা বলবেন।

খাবার আগে–	**খাবার সময়–**	**খাবার পরে–**
- খাবার পাত্র ঢেকে রাখা যাতে মাছি বসতে না পারে, - হাত ভালোভাবে ধোয়া, - নিজের খাবার প্লেট ধোয়া।	- সঠিকভাবে বসা, - খাবার মুখের ভিতর রেখে কথা না বলা, - তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে খাওয়া, - ভালোভাবে চিবিয়ে খাবার খাওয়া, - মাছ খাবার সময় মাছের কাঁটা বেছে ফেলে দিয়ে খাওয়া, - যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ রেখে শব্দ না করে খাওয়া।	- হাত-মুখ ভালোভাবে ধোয়া, - নিজের খাবার প্লেট ধোয়া, - অতিরিক্ত খাবার পরিষ্কার পাত্রে রাখা, - খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ ঢাকনা দেওয়া ময়লা ফেলার পাত্রে রাখা। - আরো বলবেন, যেসব ফলের খোসা আছে সেসব ফলের খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া এবং অন্য ফল ধুয়ে খাওয়া।

- এরপর শিক্ষক শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবেন, বিভিন্ন ধরনের খাবারই খাওয়া প্রয়োজন এবং শরীর সুস্থ রাখতে হলে নিয়ম মেনে খাবার খেতে হবে।

কাজ। ৮ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণের অভ্যাস করি

শিখনফল ৯.১.২ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিয়মিত খাবার গ্রহণের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিকে বসাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা কখন কখন হাত ধোয়? তা শিশুদের কাছ থেকে জানবেন এবং পরে শিক্ষক বলবেন- ঘুম থেকে উঠে, খাবারের আগে ও পরে, পায়খানা ব্যবহারের পরে, খেলাধুলা করার পর এবং বাড়ির বাহির থেকে ঘরে ফিরলে ইত্যাদি সময়ে হাত ধুতে হবে।
- শিশুদের হাত ধোয়ার উপকারিতা ও হাত না ধুয়ে খাবার খেলে কী ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।
- খাবারের আগে নিজের খাবার প্লেট নিজে ধুয়ে খেতে বসা এবং খাবার শেষে তা নিজেই পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিশুদের সাথে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- পরিষ্কার পাত্রে খাবার ঢেকে রাখার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- ফল খাবার সময় ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে এই বিষয়ে শিশুদের বলবেন ও উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ৩টি দলে ভাগ করে ভূমিকাভিনয় করাবেন। যেমন: ১ম দল- খাবার আগের কাজ, ২য় দল- খাবার সময়ের কাজ, ৩য় দল- খাবার পরের কাজ হিসেবে ভাগ করে দিয়ে অভিনয় করে দেখাতে বলবেন।

বিশ্রাম ও বিনোদন

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও বয়স উপযোগী বিনোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবৃত্তি, গান, নাচ, ছবি আঁকা, খেলাধুলা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের বিনোদনের জন্য সহায়ক পরিবেশের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কার্যক্রমগুলো নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করতে হবে। তাই শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য অংশে বিনোদনের জন্য পৃথক কার্যক্রম যুক্ত না করে শুধু বিশ্রামের জন্য নিম্নলিখিত কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশু একটানা অনেকক্ষণ ধরে কোনো শারীরিক কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই শিশুরা যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য শিশুদের মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে/বাড়িতে বয়স উপযোগী বিনোদনমূলক কার্যক্রম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিম্নের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন-

- শিশুরা যাতে অনেকক্ষণ ধরে কোনো শারীরিক কাজ না করে মাঝে মাঝে ৪/৫ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিতে পারে সে ব্যবস্থা করতে বলবেন।
- শিশুরা যাতে আবৃত্তি, গান, নাচ, ছবি আঁকা, খেলা ইত্যাদি বিনোদনমূলক কাজ বাড়িতে করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে বলবেন।
- বাড়িতে শিশুরা যাতে দুপুরের খাবারের পর ২-৩ ঘণ্টা ও রাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুমাতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে বলবেন।

কাজ । চলো বিশ্রাম করি

শিখনফল

৯.১.৪ প্রতিদিন যথাসময়ে ও সঠিক মাত্রায় বিশ্রাম নিতে ও বয়স উপযোগী বিনোদনে অভ্যস্ত হতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন এবং বলবেন, চলো আমরা সবাই এখন চোখ বন্ধ করি।
- এবার শিশুদের ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে বলবেন এবং ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বলবেন। এভাবে ৩/৪ মিনিট অনুশীলন করাবেন।
- এ সময়ে শিশুদের মনে মনে তাদের প্রিয় ফুল/ফল/খেলনা/প্রাণী ইত্যাদি ভাবতে বা কল্পনা করতে বলবেন। এক্ষেত্রে বিশ্রামের সময় একেক দিন একেকটি বিষয় ভাবতে বলবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে শিশুদের চোখ খুলতে বলবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, বিশ্রাম নেওয়ার পর এখন কেমন লাগছে?
- এরপর শিক্ষক শিশুদের বলবেন, তারা যা কল্পনা করেছে তার ছবি আঁকতে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাছে যাবেন এবং শিশুদের আঁকা ছবি সর্ম্পকে জানতে চাইবেন, যেমন- কিসের ছবি এঁকেছে/রং কী/কোথায় থাকে ইত্যাদি ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষক একেক দিন একেক রকমভাবে শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা করবেন। (যেমন- ছবি আঁকা, খেলাধুলা, নাচ, গান, গল্প করা ইত্যাদি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে উৎফুল্ল রাখা।)

সুস্থতা

সাধারণ রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে জানা ও অসুস্থ বোধ করলে কী করণীয় সে বিষয়ে শিশুদের সচেতন করতে হবে। শিশুরা যাতে স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম কানুনগুলো নিয়মিত পালন করে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে এবং সহায়তা করতে হবে। শিশু অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয়ে না আসলে শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশুর খোঁজখবর নিবেন ও প্রয়োজনে পিতা-মাতা/অভিভাবকদের চিকিৎসার জন্য পরামর্শ ও সহায়তা করবেন।

কাজ । সুস্থ থাকি

শিখনফল

৯.১.৫ সাধারণ রোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
৯.১.৬ অসুস্থবোধ করলে বলতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- শিশুদের কাছ থেকে জ্বর/সর্দি-কাশি/পেট ব্যথা/দাঁত-কান ব্যথা/ডায়রিয়া/চর্ম রোগ সর্ম্পকে আলোচনা করবেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন যেমন- তাদের কাছে কী মনে হয়? অসুস্থ হলে তারা কী করে? অসুস্থ হলে তারা কাকে প্রথম জানায় ইত্যাদি বিষয় জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক নিজের মতো গল্প বলে সাধারণ রোগ যেমন- জ্বর/সর্দি-কাশি/পেট ব্যথা/দাঁত-কান ব্যথা/ডায়রিয়া/চর্ম রোগ ইত্যাদি সর্ম্পকে ধারণা দিবেন। এরপর যদি সম্ভব হয় শিক্ষক শিশুদের ভিডিও প্রর্দশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং সাধারণ রোগ সম্পর্কিত কোন ভিডিও দেখাবেন এবং আলোচনা করবেন।
- অসুস্থতা বিষয়ে শিশুদের মধ্যে কোনো ভুল ধারণা থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার করবেন। সেই সাথে বাড়িতে অসুস্থ বোধ করলে তাৎক্ষণিকভাবে মাতা-পিতা বা অভিভাবককে জানাবে এবং বিদ্যালয়ে অসুস্থ হলে শ্রেণি শিক্ষককে জানাবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের প্রশ্ন করবেন, সাধারণ অসুখ-বিসুখ (জ্বর/সর্দি-কাশি/পেট ব্যথা/দাঁত-কান ব্যথা/ডায়রিয়া/চর্ম রোগ) হলে আমরা কী কী করতে পারি? শিশুদের কাছে শুনবেন এবং আলোচনা করবেন।
- সময় থাকলে শিশুদের দিয়ে ভূমিকাভিনয় করাবেন (জ্বর/সর্দি-কাশি/পেট ব্যথা/দাঁত-কান ব্যথার অভিনয় করবে এবং তার অসুস্থতার কথা শিক্ষককে জানাবে)।

নিরাপদ পানি

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমান পানি পান করা শরীরের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু নিরাপদ পানি পান না করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। শিশুদের নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানাতে হবে ও নিরাপদ পানি পান করার জন্য সচেতন করে তুলতে হবে। শিক্ষক অভিভাবকদের নিরাপদ পানি পান না করলে কী কী রোগ হতে পারে তা জানাবেন। নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎস এবং শিশুরা যাতে বাড়িতে নিরাপদ পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে বলবেন। অভিভাবকদের বলবেন, তারা নিজেরা কাজটি নিয়মিত করলে তা দেখে শিশুরাও নিয়মিত নিরাপদ পানি পান করতে উৎসাহিত হবে।

কাজ । নিরাপদ পানি সর্ম্পকে জানি ও ব্যবহার করি

শিখনফল ৯.১.৭ নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করে পান করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, আমার বই

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের বলবেন, প্রতিদিন পানি কী কী কাজে ব্যবহার করি তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষক বলে দিবেন- হাত মুখ ধোয়া, গোসল করা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা, খাবার ইত্যাদির জন্য নিরাপদ পানির প্রয়োজন। এরপর শিক্ষক বলবেন, যে পানি পান বা ব্যবহার করলে আমাদের স্বাস্থ্যের/শরীরের ক্ষতি হয় না তাই নিরাপদ পানি। এরপর শিক্ষক অনিরাপদ পানি যেমন-উন্মুক্ত জলাশয় (ডোবা, নালা, পুকুর, নদী, সাগর), মেয়াদ উত্তীর্ণ বোতলের পানি ইত্যাদি সর্ম্পকে জানাবেন এবং বলবেন, এই সব উৎসের পানি সরাসরি পান করা বা ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের/শরীরের জন্য নিরাপদ নয় তা বুঝিয়ে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ফ্লিপচার্টের পৃষ্ঠা .. .. .. ছবি দেখিয়ে নিরাপদ পানির উৎস সর্ম্পকে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, আমরা নিরাপদ পানি কোথা থেকে পাই? শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং নিরাপদ পানির উৎস সর্ম্পকে আলোচনা করবেন এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক শিশুদের আমার বইয়ের পৃষ্ঠা ৪১ নিরাপদ পানির উৎসের ছবি দেখতে এবং উৎসের নাম বলতে বলবেন।
- সবশেষে নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎস থেকে শিশুদের সবসময় নিরাপদ পানি পান করার জন্য বলবেন।

আবেগ অনুভূতি প্রকাশ

শিশুরা সাধারণত খেলা বা কাজের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদান করা, সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা এবং সুন্দর আচরণ করা শিখে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা অন্যের খেলনা/জিনিস নিয়ে নেয়, অন্য শিশুকে খেলায় নেয় না, যখন নিজে খেলায় হেরে যায় তখন বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি যেমন- দুঃখ, কান্না, রাগ, জেদ, অস্বস্তি ইত্যাদি প্রকাশ করে। এছাড়াও তারা তাদের পছন্দ, অপছন্দ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগাসহ নিজের অনুভূতিগুলো সঠিকভাবে বুঝতে ও অন্যকে বুঝাতে পারে না। শিশু যখন তার চাহিদা সঠিকভাবে বোঝাতে পারে না তখন মন খারাপ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ শিশুদের ছোটো ছেটো কাজ বা খেলার মাধ্যমে আবেগ, অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বুঝিয়ে দিবেন। এলক্ষ্যে শিশুদের সঙ্গে সহজভাবে আবেগ-অনুভূতি নিয়ে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক আলোচনা করবেন এবং শিশুদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ । নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করি

শিখনফল

৯.২.১ নিজের দুঃখ ও রাগের ব্যবস্থাপনা করতে পারবে।
৯.২.২ অসুবিধাজনক বিষয়ে নিজের আপত্তি জানাতে পারবে।
৯.২.৩ কোনো ভুল বা মন্দ কাজ করে ফেললে দুঃখ প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

(হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক) এই আবেগগুলোর ফ্লাস কার্ড/ছবি।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- ইমোজি ফ্লাস কার্ড (হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক)/শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা ..... এর ছবি দেখিয়ে শিশুদের এ আবেগসমূহের নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানবেন। এরপর শিশুদের কখনো এই সব আবেগ অনুভূত হয়েছে কী না তা জানবেন এবং প্রতিটি শিশুই যেন বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন।
- এরপর শিক্ষক বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি যেমন- হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিশুদের অনুভূতির কথা জিজ্ঞেস করবেন, যেমন- খেলতে গিয়ে তোমাদের কেউ খেলায় না নিলে, খেলনা না দিলে অথবা খেলতে গিয়ে হেরে গেলে, তখন তোমাদের কেমন লাগে? শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিশু যেন বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন। এভাবে শিক্ষক শিশুদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং শিক্ষক ছোটো ছোটো উদাহরণ দিয়ে কখন হাসি, কখন কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক হয় তা বুঝিয়ে বলবেন। এছাড়াও ভুল করে কারো পেনসিল/খাতা/রাবার/বই নিয়ে গেলে/ছিঁড়ে ফেললে/আঘাত করলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে এবং এই কাজগুলো করা উচিত নয় তা শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষক বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশুদের যেকোনো আবেগ অনুভূতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে ভূমিকাভিনয় করাবেন। যেমন- খেলতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করা, পরে গিয়ে ব্যথা পেলে, ভয় পেলে, বিদ্যালয়ে/বাড়িতে/অন্য কোনো স্থানে পরিচিত/অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ইত্যাদি পরিস্থিতি অনুযায়ী হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিরক্তি ও অবাক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের ভূমিকাভিনয় করাবেন।

সুরক্ষা

ছোটোবেলা থেকেই হঠাৎ কোন বিপদে পড়লে ভয় না পেয়ে কীভাবে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে, সে সম্পর্কে শিশুদের প্রস্তুত করতে হবে। এতে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হবে। এ লক্ষ্যে নিচে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা শিশুদের সঙ্গে সহজভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করতে হবে এবং শিশুদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের চারপাশে এমন কিছু ঝুঁকি রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সচেতন হলে আমরা সহজেই শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারব। একইভাবে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদেরও বিভিন্ন ঝুঁকি/বিপদের উৎস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলে তারা ঝুঁকিপূর্ণ/বিপদজ্জনক পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে। যেমন- নিয়ম মেনে রাস্তা পারপার হওয়া, ট্রাফিক সিগন্যাল ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুকে জানাতে হবে যেন নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায়, অথবা উন্মুক্ত জলাশয়ে শিশুকে একা একা না যেতে দিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যায়। অভিভাবক সভায় শিশুদের প্রতি হয়রানি ও নির্যাতনমূলক কাজের/আচরণের স্বরূপ তুলে ধরতে হবে। শিশুদের সাথে যেকোনো ব্যক্তি এরকম অন্যায় আচরণ করলে তা অভিভাবক ও শিক্ষককে জানাবার জন্য শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। অভিভাবকগণ নিজেরাও যাতে শিশুদের কোনো হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ না করে তা অবহিত করতে হবে। সেই সঙ্গে শিশুদের সাথে যাতে কেউ এরকম অন্যায় আচরণ করতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে বলতে হবে। শিক্ষক নিজেও যাতে শিশুদের সাথে কোনো হয়রানি বা নির্যাতনমূলক আচরণ না করে সে বিষয়ে তাকে সজাগ থাকতে হবে।

কাজ । ১ বিপজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস সর্ম্পকে জানি

শিখনফল ৯.৩.১ বিপজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, ফ্লিপচার্ট, সাদা কাগজ ও পেনসিল

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- এবার কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন বিপদজ্জনক বস্তু বলতে তারা কী বুঝে।
- এরপর শিক্ষক বিপদজ্জনক বস্তু সর্ম্পকে বলবেন যে, যেসব বস্তু দ্বারা আমাদের ক্ষতি বা আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই বিপদজ্জনক বস্তু, এই বিষয়বস্তুটি শিশুদের সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন। প্রয়োজনে ২-৩টি উদাহরণ দিবেন (যেমন- বটি, খোলা সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক তার, আগুন ইত্যাদি)।
- এরপর কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের বাড়িতে এই ধরনের কী কী বিপদজ্জনক বস্তু আছে?
- তারপর বাড়িতে সচরাচর ব্যবহার করা যেসব বস্তু থেকে বিপদ হতে পারে (যেমন- বটি, দিয়াশলাই, ভাঙা কাচের গ্লাস/টুকরা, কীটনাশক ইত্যাদি) সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর ফ্লিপচার্টের (পৃষ্ঠা .....) ছবি দেখিয়ে বিপদের উৎস সর্ম্পকে বলবেন এবং এসব বস্তু থেকে কী কী বিপদ হতে পারে (যেমন- বটি, ভাঙা কাচের গ্লাস/টুকরা দিয়ে হাত-পা কাটা, দিয়াশলাই থেকে আগুন লাগা, কীটনাশক পান করলে বিষক্রিয়া ইত্যাদি) তা নিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- বিপদজ্জনক বস্তু নিয়ে শিশুদের নিজের বা বন্ধু-বান্ধবের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বলতে বলবেন।
- সবশেষে শিশুরা কীভাবে এসব বিপদজ্জনক বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করবে তা সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও অন্য স্থানে তা মেনে চলতে বলবেন।
- যদি সম্ভব হয়, আমার বই এর পৃষ্ঠা ৪৪ খুলে বিপদজ্জনক বস্তুর ছবি দেখাবেন শিশুদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং শিশুদের কাছ থেকে বিপদের উৎস সর্ম্পকে জানার চেষ্টা করবেন।

কাজ । ২ নিয়ম মেনে পথ চলি

শিখনফল ৯.৩.২ বড়োদের সহায়তায় নিয়ম কানুন মেনে রাস্তায় ও বাহিরে চলাচল করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই, ফ্লাস কার্ড (ট্রাফিক সিগনাল), গল্পের বই (গল্প- দিচ্ছি পাড়ি মামার বাড়ি)

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, রাস্তা বা বাড়ির বাইরে হেঁটে চলাফেরা করার সময় কী কী নিয়ম মেনে চলতে হয়?
- শিশুরা বলার পর শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন-
  - রাস্তা দিয়ে হাটার সময় বাম বা ডান দিক ঘেষে হাঁটতে হবে।
  - ফুটপাত থাকলে অবশ্যই ফুটপাত দিয়ে চলাচল করতে হয়।
- এরপর শিক্ষক আমার বই এর পৃষ্ঠা নং ৪২-৪৩ ও ফ্লাস কার্ড প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের ট্রাফিক সিগনাল (যেমন- লালবাতি, হলুদবাতি ও সবুজবাতি) ও অন্যান্য চিহ্ন (যেমন- জেব্রা ক্রসিং, তীর চিহ্ন, সামনে বিদ্যালয়, সামনে হাসপাতাল ইত্যাদি) সম্পর্কে শিশুদের সাথে সাধারণ আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক আবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন- রাস্তা পারাপারের সময় কী কী করা উচিত নয়?
- শিশুরা বলার পর শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন যেমন-
  - রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গল্প করা বা খেলাধুলা করা উচিত নয়
  - রাস্তার উপর বা রাস্তার পাশে বসে গল্প-গুজব করা ঠিক নয় কারণ যেকোনো সময় গাড়ি বা অন্য কোনো যানবাহন আসতে পারে
  - রাস্তা পারাপারের সময় জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হতে হয়
  - রাস্তা পারাপারের সময় প্রথমে ডান দিক ও পরে বাম দিক খেয়াল করে রাস্তা পার হতে হয়
  - কখনই দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হওয়া উচিত নয়।
- সময় থাকলে শিক্ষক শিশুদের "দিচ্ছি পাড়ি মামার বাড়ি"গল্পটি শোনাবেন।

কাজ । ৩ ভয় না পেয়ে সহায়তা চাইব

শিখনফল ৯.৩.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিকটজনের কাছে সহায়তা চাইতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন এবং নিম্নের বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ফ্লিপচার্ট দেখিয়ে আলোচনা শুরু করবেন।

ঝড় ও ভূমিকম্প:

- শিশুদের ঝড়, ভূমিকম্প, আগুন লাগা, পানিতে ডোবা, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, বৈদ্যুতিক শক ও সাপে কাটা বিষয়ে আলোচনা করবেন। শিশুদের এসকল বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা জানতে চাইবেন। এসব পরিস্থিতিতে কী কী হতে পারে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন। এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে কী রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন-
  - বাড়িতে থাকা অবস্থায় ঝড় হলে কান্নাকাটি না করে বাড়ির বড়োদের কথামতো ঝড় থামা পর্যন্ত নিরাপদ জায়গায় অবস্থান করতে হবে। ঝড় থামার আগে কোনো পরিস্থিতিতেই দৌড়া-দৌড়ি করা যাবেনা।
  - শিক্ষক বলবেন, ভূমিকম্প হলে সবকিছু কাঁপতে থাকে। এসময় দুর্বল বা আলগা যেকোনো কিছু ভেঙ্গে পড়তে পারে। ভূমিকম্প শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে ফাঁকা স্থানে যেতে হবে যার উপরে বা আশেপাশে এমন কিছু নেই যা ভেঙ্গে পড়তে পারে। আশেপাশে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ফাঁকা স্থানে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া না গেলে ভূমিকম্প থামা পর্যন্ত মজবুত টেবিল, শক্তিশালী কোনো স্থাপনা বা পিলারের নিচে অবস্থান করতে হবে। ফ্লিপ চার্টের পৃষ্ঠা ..... দেখিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

আগুন লাগা ও সাপে কাটা:

- শিক্ষক বলবেন, আগুন লাগার সাথে সাথে আগুন থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে। যদি গায়ে আগুন লাগে তবে দ্রুত পানি দিতে হবে অথবা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করতে হবে এবং আশেপাশে বড়োদের সাহায্য চাইতে হবে।
- শিক্ষক সাপের ছবি দেখিয়ে শিশুদের সাপ থেকে দূরে নিরাপদে থাকার কথা বলবেন। শিক্ষক বলবেন, সাপ সাধারণত অন্ধকার, স্যাতসেতে ও গর্তে অবস্থান করে। রাতে অন্ধকার স্থানে যেতে হলে সাবধানে যেতে হবে। যেকোনো গর্তে কোনো অবস্থাতেই হাত ঢোকানো যাবে না। জঙ্গল বা ঝোপ ঝাড়ে শব্দ করতে করতে ঢুকতে হবে এবং সঙ্গে লাঠি জাতীয় কিছু রাখতে হবে। সাপে কামড়ালে দ্রুত বড়োদের সহায়তা চাইতে হবে।

বিপজ্জনক পরিস্থিতি:

- শিক্ষক বলবেন, বৈদ্যুতিক তার/সুইচ বোর্ড/খুটি/ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি থেকে দূরে থাকতে হবে। যদি কখনো কারো বৈদ্যুতিক শক লাগে তবে তাকে না ধরে/ছুঁয়ে দ্রুত বড়োদের সাহায্য চাইতে হবে।
- এছাড়াও শিক্ষক বলবেন, গাছ/উঁচু জায়গা/বাড়ির ছাদের পাশে/ছাদ থেকে কোনো ভাবেই লাফ দেয়া যাবে না। এসব উঁচু জায়গায় না গিয়ে বড়োদের সহায়তা নিতে বলবেন।

- শিক্ষক প্রতিটি পরিস্থিতি নিয়ে একেকদিন একেকটি বিষয়ে ভূমিকাভিনয় করাবেন। সম্ভব হলে ভিডিও/চিত্র প্রর্দশন করে দেখাবেন।
- সবশেষে শিক্ষক বিপদের ভয় না পেয়ে নিরাপদের থাকার বিষয়ে বলবেন।

কাজ । ৪ সুরক্ষিত থাকি

শিখনফল

৯.৩.৫ অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু নেওয়া এবং অপরিচিত কারো সাথে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন- অপরিচিত কেউ ডাকলে বা কিছু খেতে দিলে তোমরা কী করবে? শিশুদের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং শিক্ষক বলবেন, অপিরিচিত ব্যক্তির (যাকে আমরা চিনি না) সাথে কোনো পরিস্থিতেই কোনো জায়গায় যাওয়া বা কিছু খাওয়া ঠিক না। কেন না, এতে বিভিন্ন বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও না যাওয়ার বিষয়ে শিশুদের সতর্ক করে দিবেন।
- শিক্ষক প্রতিটি শিশুকে তার বাড়ির ঠিকানা ও মা-বাবার নাম মুখস্থ রাখতে বলবেন। শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় বা দলে নিজের বাড়ির ঠিকানা অন্যদের কাছে বলার অনুশীলন করাবেন।
- কোনো শিশু পথ হারিয়ে ফেললে কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বা পুলিশকে জানাবে যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোনো পরিস্থিতেই অপরিচিত কারো সাথে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়া ঠিক হবে না। কেউ কিছু খেতে দিলে খাওয়া ঠিক হবে না। মা-বাবা বা পরিচিত কেউ আসার পর তার সাথে বাসায় ফিরতে হবে।
- যদি জোর করে কেউ কাছে নিতে চায় অথবা কাছে আসতে চায়, তাহলে সেখান থেকে চলে যাবে। আর কখনো তার কাছে যাবে না। মা-বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।
- শিক্ষক আরো বলবেন, খারাপভাবে কেউ স্পর্শ করতে চাইলে অথবা অন্য নিরিবিলি কোনো জায়গায় ডেকে নিয়ে যেতে চাইলে, কোনোভাবেই সেখানে যাবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবা অথবা শিক্ষককে জানাবে। কোনোভাবেই অপরিচিত কারোর কাছে যাবে না। সবসময়ে মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে বা তাদের অনুমতি নিয়ে বাড়ির বাইরে যাবে।
- ভালো লাগে না, সেরকম কোনো কিছু কেউ করলে, মা-বাবা অথবা শিক্ষককে জানাবে। মা-বাবা সবচেয়ে আপনজন; তাদের সব কথা বলতে হবে।
- অপরিচিত কেউ খেলনা, চকলেট, খাবার বা কোনো কিছু দিতে চাইলে, মা-বাবার অনমুতি ছাড়া নেয়া যাবে না।

কাজ । ৫ সাঁতার সর্ম্পকে জানি

শিখনফল ৯.৩.৩ বড়োদের সহায়তায় সাঁতার কাটতে অগ্রহী হতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে ইউ আকৃতিতে বসবেন।
- শিক্ষক শিশুদের যদি সম্ভব হয় সাঁতার কাটার ছবি/চিত্র/ভিডিও প্রদর্শন করে সাঁতার কাটা সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং সাঁতার কাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাবেন।
- তারপর শিশুদের নিয়ে সাঁতার কাটা শেখানোর ভূমিকাভিনয় করবেন।

  যেমন- দুইজন শিশু থাকবে। নৌকায় করে যাচ্ছে। তখন ঝড় এসে নৌকা ডুবে যাবে। একজন শিশু সাঁতার জানে না দেখে সে ডুবে যাবার অভিনয় করবে আরেকজন সাঁতার জানে সে সাঁতরে নদী পার হয়ে যাবে।

- এরপর শিক্ষক শিশুদের বলবেন, সবাইকে সাঁতার শেখা উচিত।
- সাঁতার কাটা নিয়ে নিচে উল্লিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন:
  - সাঁতার শেখা/কাটার সময় অবশ্যই অভিভাবক বা বড়োদের সঙ্গে থাকতে হবে। অভিভাবক বা বড়োদের ছাড়া শিশুর কখনই পানিতে নামা উচিত না।
  - অভিভাবক বা বড়োদের সহায়তা ছাড়া কখনোই উন্মুক্ত পানির উৎসের কাছে যাওয়া যাবে না।

সমাপনী পর্ব মজা করে শেষ করি

শিক্ষক নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাপনী পর্বের কাজটি সম্পন্ন করবেন-

- প্রতিদিন 'ইচ্ছেমতো খেলা' শেষে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। এরপর সারাদিন কেমন কাটলো তা আগ্রহী কয়েকজন শিশুর কাছ থেকে শুনবেন এবং অল্পকথায় শিশুদের বলবেন। তবে পর্যায়ক্রমে সব শিশু যেন বলার সুযোগ পায় তা খেয়াল রাখবেন।
- শিক্ষক শিশুদেরকে শিখন সামগ্রী যেমন: আমার বই, এসো লিখতে শিখি, খেলনা, চার্ট, ব্লক, কার্ড ইত্যাদি ভুবন অনুযায়ী গুছিয়ে রাখতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক সকল শিশুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীকাল (ছুটি না থাকলে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে আসার কথা শিশুদের মনে করিয়ে দিবেন।
- এরপর শিশুরা পূর্বের শেখা যেকোনো ছড়া/গান সবাই মিলে মজা করে বলতে বলতে বিদায় নিবে।

অভিভাবক সভা

ক. অভিভাবক সভা ও এর উদ্দেশ্য

শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন শিশুর মাতা-পিতা। জন্মের পর মাতা-পিতাই তাকে খাবার খেতে শেখান, হাঁটতে শেখান, কথা বলতে শেখান। তারপর ধীরে ধীরে শিশু তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষগুলোর সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করে ক্রমাগত আরও নতুন নতুন বিষয় শিখতে থাকে। ৪+ বয়সের শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সর্ম্পকে জানার ও শেখার সুযোগ পেয়েছে। এরপর সে যখন প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পর্যায়ে ২:৩০ মিনিট বিদ্যালয়ে থাকে তখনও তার এই শিখন অব্যাহত থাকে। কিন্তু দিনের অন্যান্য সময় সে পরিবারের সঙ্গে থাকে। সুতরাং শিশুর বিকাশ ও শিখনে শিক্ষকের পাশাপাশি মাতা-পিতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতা-পিতাকে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সচেতন ও এই প্রক্রিয়ায় তাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যেই শিক্ষক প্রতিমাসে একবার অভিভাবক সভার আয়োজন করবেন।

খ. অভিভাবক সভা পরিচালনার কৌশল

অভিভাবক সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষক তার বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সভার সময় ও পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করবেন। এছাড়াও প্রয়োজনে শিক্ষক ইতিপূর্বে যেসকল অভিভাবকগণ (শিশুর ৪+ বয়সের সময়) শিশুর সামগ্রিক বিষয় এবং অবস্থা সর্ম্পকে অভিভাবক সভায় মত বিনিময় করেছিলেন, তাদের দিয়ে ৫+ পর্যায়ের অভিভাবক সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করাবেন। সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধাজনক সময়ে তা ঠিক করবেন। শিক্ষক মাসে একবার ক্লাস শুরুর হওয়ার আগে বা শেষ হবার পরে প্রধান শিক্ষক অথবা শ্রেণি শিক্ষকের সভাপতিত্বে সভার আয়োজন করবেন।

অভিভাবক সভায় আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করবেন-

- সভার শুরুতে কুশলাদি বিনিময় করে শিক্ষক শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী কী শিখছে, তাদের অনুভূতি, ভালোলাগা ও মন্দলাগা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবেন। প্রতি মাসেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের চলমান কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করবেন। এসময় শিক্ষক শিশুদের তৈরি চারুকলা/কারুকলার কাজ যেমন- পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি, কাগজ ভাঁজ করতে শিখি, মাটির পুতুল বানাই ইত্যাদি এবং 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা ও আমার বইয়ের কাজ দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) বিদ্যালয় শুরুর দিকে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শেখানো উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা প্রদর্শন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- সঠিক সময়ে স্কুলে উপস্থিতি, স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও স্বাস্থ্যবিধি যেমন: দাঁত মাজা, হাত-মুখ ধোয়া, টয়লেট ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।

- শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক তথ্য প্রদান (বাড়িতে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি, শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ) ও আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক সভার আলোচনার বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিখবেন।

গ. শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই সংক্রান্ত আলোচনা

৫+ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর বিভিন্ন ধরনের কাজ ও খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে ধাপে ধাপে পরিচিত হয়ে প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রস্তুত করা। তাই ৫+ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে কোন আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন না করে বিভিন্ন কাজ ও খেলায় শিশু কিভাবে অংশগ্রহণ করেছে তা ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিখন অগ্রগতি যাচাই করা। কোন বিষয়ে শিশুর অসুবিধা থাকলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ. অভিভাবক সভায় আলোচনার বিষয়

সাধারণভাবে অভিভাবক সভায় আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সাথে কী কী কাজ করেন (যেমন– ছবি আঁকা, গান, গল্প, ছড়া, দাঁত মাজা, খেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্ণ ও সংখ্যা শেখা ইত্যাদি), কেন এগুলো করেন বা এগুলোর উদ্দেশ্য কী, এসব কাজে মাতাপিতা কীভাবে সহায়তা করতে পারেন (যেমন- স্কুলে শেখা বিষয়গুলো বাড়িতে শিশুর সাথে আলোচনা করা, খেলনা তৈরি করে দেওয়া, দাঁত মাজার ব্যবস্থা করা, হাত-মুখ ধোয়া, সঠিকভাবে টয়লেট ব্যবহার), শিশুর বিকাশে তাদের ভূমিকা কী ইত্যাদি। সভায় আলোচনার জন্য নিম্নে কতগুলো সম্ভাব্য বিষয় এবং সেই সঙ্গে সেই বিষয়ে কী আলোচনা করবেন সে সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হলো। শিক্ষক এ বিষয়গুলো থেকে তার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন। শিক্ষক অভিভাবক সভা শুরুর আগেই বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। মনে রাখা প্রয়োজন, আলোচনার বিষয়গুলো ক্রম অনুসারে নির্ধারণ করা নয়। শিক্ষক যেকোন বিষয় নিয়ে যেকোন সময় আলোচনা করতে পারেন, কখনো কখনো একই সভায় একাধিক বিষয়েও আলোকপাত করতে পারেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শুধু শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য। এর বাইরেও যেকোন প্রয়োজনীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

১. শিশুর বিকাশ ও শিশুর বিকাশে সহায়তা করা

আগের শ্রেণিতে (৪+ বয়সি শিশুর জন্য) শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্পর্কে যেমন- বাড়িতে শিশুর বিকাশে করণীয় বিষয়, শিশুর যত্ন এবং শারীরিক বৃদ্ধি কীভাবে হতে পারে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ৫+ বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রেও এইসব বিষয় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ৫+ বয়সি শিশুদের অভিভাবকদের সাথেও এইসব বিষয়ের নিচের তথ্যাদির আলোকে আলোচনা করতে হবে। আমরা সকলেই শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বলতে শুধু তার শরীরের বৃদ্ধিকেই বুঝি। শিশুর ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, রোগ সর্ম্পকে জানা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি তার মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, নৈতিক বিকাশের জন্য খাবার-দাবার ও যত্নের পাশাপাশি শিশুকে আদর-ভালোবাসা দেয়া, চিন্তা ও অনুসন্ধান করার সুযোগ করে দেয়া, অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশা ও খেলাধুলা করা, নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তোলা, সৃজনশীল কাজ করতে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে শিশুর শরীর, মন, বুদ্ধিমত্তা, কথা বলা ও অন্যদের সাথে যোগাযোগ, ভালো ব্যবহার ও আদব-কায়দা, নৈতিকতা ইত্যাদি সকল দিকে তার বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

বাড়িতে শিশুর খেলাধুলার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ বিস্তৃত হয়। শিশুরা যেহেতু অনুকরণ ও অনুসরণ প্রিয়, তাই বাড়ির বড়োদের দৈনন্দিন কাজ যেমন- অন্যের মতামতের গুরুত্ব দেয়া, শ্রদ্ধা করা, সময়মত কাজ করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, অসুবিধাগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি চর্চা করতে হবে। বাড়ির বড়োদের চর্চা করা দেখে শিশুরাও এগুলো শিখবে। সুতরাং শিশুর সার্বিক বিকাশে মাতাপিতাসহ পরিবারের সকলের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এজন্য মাতাপিতা শিশুর সাথে নিয়মিত যে কাজগুলো করতে পারেন সেগুলো হল-

- শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দেবার ব্যবস্থা করা
- শিশুকে যথেষ্ট আদর-যত্ন ও ভালোবাসা দেওয়া
- শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, ধৈর্য্য ধরে তার সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া, বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- বিদ্যালয়ের কাজ নিয়ে তার সাথে কথা বলা ,তার বন্ধুদের সর্ম্পকে জানতে চাওয়া
- শিশুর নিয়মিত ও সময়মত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- শিশুকে বাড়িতে বই পড়ে শোনানো/গল্প শোনানো, খেলা করা
- শিশুর সাথে খোলামেলা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা
- শিশুর জন্য বই, খেলনা ইত্যাদি জোগাড় করা এবং বাড়িতে তার জন্য একটি আলাদা খেলার জায়গা রাখা
- বাড়ির অন্য সদস্যদের মত শিশুটিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত শোনা ইত্যাদি।

২. শিশুর বিকাশে বাবার ভূমিকা

শিশু জন্মদান থেকে শুরু করে শিশু বিকাশের প্রতিটি স্তরে মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত জন্মদান থেকে শুরু করে তার লালন-পালন, যত্ন, লেখাপড়া এমনকি বিকাশের অন্যান্য ক্ষেত্রে মাকেই মূখ্য দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। বাবারা শিশুর বেড়ে ওঠা ও বিকাশে খুব কমই সম্পৃক্ত হন। কেননা সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, বাবার দায়িত্ব আয়-উপার্জন করা, বাজার-সদাই করা ও বাড়ির বাইরের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা। কিন্তু শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে বাবার সক্রিয় ভূমিকা রেয়েছে এবং বাবার ভূমিকা শিশুর এই সার্বিক বিকাশকে অনেক বেশি ত্বরান্বিত করে। শিশুর আদর্শ তার বাবা-মা দু'জনেই। শিশু দু'জনের কাছ থেকেই সমান যত্ন ও মনোযোগ প্রত্যাশা করে। তাই যতটা সম্ভব বাবাকেও শিশুর লালনপালন ও বিকাশের কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে। এতে করে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে এবং শিশুর পরবর্তী জীবনে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

৩. বিদ্যালয়ের কাজে অভিভাবকের করণীয়

শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য মা-বাবা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে বিদ্যালয় ও শিক্ষককে সহায়তা করবেন। মা-বাবা বাড়িতে শিশুর বিকাশে বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি বিদ্যালয়েও এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। মা-বাবা বিদ্যালয়ের মাসিক সভায় উপস্থিত থাকবেন। শিশুকে সহায়তা এবং বিকাশ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিবেন। অভিভাবকগণ বিদ্যালয় ও শিক্ষককে সহায়তা করতে পারেন সেগুলো হল –

- নিয়মিত অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকা;
- শ্রেণির কাজে শিক্ষককে সহায়তা করা;
- স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন খেলনা, বই ও অন্যান্য উপকরণ সম্ভব হলে শ্রেণিকক্ষে সরবরাহ করা বা স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে দেয়া;
- শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখা;
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে সহায়তা প্রদান;
- স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সাথে বিদ্যালয়ের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

৪. শিশুর বিকাশে খেলার গুরুত্ব

প্রতিটি শিশুই সহজাতভাবে খেলাধুলা করতে চায়। তারা একা একা বা দলে অন্য শিশুদের সাথে মিলে নানা ধরনের খেলা খেলতে ভালোবাসে। অনেক সময় বড়োরা শিশুদের এসব খেলাধুলার বিশেষ কোন মূল্য দেন না এবং খেলাধুলা করতে নিষেধ করেন। এতে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার গতি বাঁধা প্রাপ্ত হয়। শিশু খেলার মাধ্যমে শারিরীক সামর্থ অর্জন করে, নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে শেখে, গুণতে ও

পরিমাপ করতে শেখে, যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখে, সবার সাথে মিলে চলতে শেখে, অন্যের মতামতের মূল্য দিতে শেখে, খেলায় হেরে গেলে মেনে নিতে ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, জিতলে নিজের সাফল্য ও অর্জনকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, শেয়ারিং করতে শেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে, খেলায় নেতৃত্ব প্রদান ও অন্যের নেতৃত্ব মেনে নিতে শেখে। শিশুদেরকে খেলার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, খেলা শিশুর অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবেনা।

৫. ছেলে-মেয়ে সবাই সমান

ছেলেমেয়ে উভয়েরই সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সমান সহায়তা প্রয়োজন এবং ছেলে-মেয়ে উভয়কেই সমান সুযোগ দিতে হবে। শিশু হিসেবে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে এবং বাবা-মা হিসেবে আমাদের উচিত ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমান সুযোগ দেয়া যেমন: ছেলে-মেয়ে উভয়ের সাথে একই রকম ব্যবহার করা, তাদের খাবারদাবার লেখাপড়া, খেলাধুলা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমানভাবে সুযোগ প্রদান করা, শারিরীক, মানসিক সকল ক্ষেত্রেই কোন ধরনের বৈষম্য না করা। একজন সুসন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সে মাতা-পিতা, পরিবার, সমাজ ও জাতির সম্পদ। সুসন্তান হিসেবে ছেলে-মেয়েকে তৈরিতে মাতা-পিতার দায়িত্ব অপরিসীম।

৬. সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়া

শিশুরা নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহী এবং শিশুরা একইরকম কাজ বারবার না করে নতুন নতুন কাজ করতে চায়। নতুন নতুন জিনিস নিয়ে নতুন নতুন খেলা এবং নতুন নতুন জিনিস বানাতে চায়। তাদের এ ধরনের কাজে বাঁধা না দিয়ে আরও উৎসাহ দিলে তারা সৃজনশীল হয়ে উঠে। যেমন- শিশু তার নিজের মত কল্পনা মিশিয়ে ফুল, পাখি, ঘর ইত্যাদি আঁকতে পারে এবং আকাশের রং নীল না দিয়ে সবুজ দিতে পারে। তখন এটা হয়নি না বলে বরং কেন সে এভাবে আঁকলো বা এরকম রং দিল তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং তার যুক্তিকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

একজন মানুষ যত সৃজনশীল, সে তত সফল, আত্মবিশ্বাসী এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাই শিশুকে তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা করতে, তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তাকে নানা ধরনের সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিতে হবে। চর্চা ও লালন করার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। ছোটোবেলা থেকেই সৃজনশীলতার চর্চার মাধ্যমে এই গুণ বিকশিত হয়। তাই শুধু বই নির্ভর পাঠে শিশুদেরকে আবদ্ধ না রেখে মাতা-পিতার উচিত শিশুদেরকে ছবি আঁকা, গল্প বলা, গান গাওয়া, নাচ করা, ছড়া আবৃত্তি করা, অভিনয় করা, মাটি, পাতা, কাঠি, বিচি দিয়ে নানা রকমের জিনিস তৈরি করা ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করা।

৭. শিশুকে সুরক্ষিত রাখা

আমাদের সমাজের প্রচলিত একটি ধারণা হলো শিশুরা কথা না শুনলে বড়োরা শিশুদেরকে শাসন করেন, বকা দেন, অনেক সময় মারধোরও করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নানা সময়ে শিশুরা অবাধ্য হলে শাস্তি দেন। কিন্তু যে কারণে শিশুদের শাস্তি দেয়া হয়, শাস্তি দেওয়ার পর সে কারণটির প্রতিকার হয়ই না বরং এই শাস্তি দেয়ার ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে আরও অবাধ্য ও বেয়াড়া হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তার সামাজিক ও আবেগিক বিকাশও মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে লেখা-পড়া ও অন্যান্য কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, হীনমন্যতায় ভোগে, অনেক শিশু ভীত-সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তার আত্নবিশ্বাস ও আত্নসম্মানবোধ মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় শিশু আক্রমণাত্নক ও আগ্রাসী হয়ে উঠে। সুতরাং শিশুর ভালো করতে গিয়ে অজান্তেই শিশুর ক্ষতি হয়ে যায়। তাই প্রতিটি শিশুর নিজস্ব ভালো লাগা/মন্দ লাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ, মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। যদি মনে হয় কোন শিশু কথা শুনছে না বা অনাকাঙ্খিত আচরণ করছে, সেক্ষেত্রে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন এটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কীভাবে ধীরে ধীরে শিশু তার অনাকাঙ্খিত আচরণ পরিবর্তন করতে পারে সে অনুযায়ী তাকে সহায়তা করতে হবে। অবশ্যই মাতাপিতাকে শিশুর বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হতে হবে। শাস্তি দিয়ে শিশুর মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা এক্ষেত্রে কোন সমাধান নয়।

৮. শিশুরা পরিবেশ থেকে শেখে

শিশু সহজাতভাবেই কৌতুহলী এবং সে তার চারপাশের পরিবেশকে জানার অপার আগ্রহ প্রকাশ করে, অসংখ্য প্রশ্ন করে চারপাশের পরিবেশ ও জগৎ সম্পর্কে জানতে চায়। বড়োরা অনেক সময় শিশুর হাজারো প্রশ্নে বিরক্ত হন এবং চারপাশের পরিবেশের সাথে শিশুকে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ করে দেন না। এটি ঠিক নয়, অবশ্যই শিশুদেরকে তার চারপাশের পরিবেশকে জানতে উৎসাহিত করতে হবে, তাকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে। শিশুদেরকে নিজে নিজে বিভিন্ন কাজ করে শেখার সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ হাতে-কলমে শেখার সুযোগ শিশুদের শেখার আরেকটি শক্তিশালী উপায় হল হাতে-কলমে করে শেখা। শিশুরা শুধু যে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শেখে তাই নয়, সে সামাজিক পরিবেশ থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিখন অর্জন করে। তার চারপাশের পরিবেশে বড়োরা কী করছে তা সে পর্যবেক্ষণ করে, কাজেই বড়োদেরও উচিত নয় এমন কাজ করা যা দেখে শিশুরা নেতিবাচক কিছু শেখে। যেমন- ঝগড়া-বিবাদ করা, যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, কাউকে গালমন্দ করা ইত্যাদি।

৯. শিশুর ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস গড়ে তোলা

শিশুকে দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার ধারণা খুব ছোটোবেলা থেকেই শিশুকে দিতে হবে। দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সুরক্ষার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে হবে। শিশুকে নিজে নিজে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেমন- নিজে নিজে খাওয়ার অভ্যাস করা, খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত দিয়ে ধোয়া, নিজে নিজে টয়লেট ব্যবহার করা, টয়লেট ব্যবহারের সময় স্যান্ডেল পরা, টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিয়মিত গোসল করা, খেলার পরে হাত-মুখ-পা ধোয়া, নিয়মিত দাঁত মাজা, নখ কাটা, চুল আঁড়ানো, নিজের জিনিস নিজে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। ছোটোবেলা থেকে এসব কাজের অভ্যাস শিশুর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা চর্চার পাশাপাশি শিশুকে স্বাবলম্বী করে তুলবে।

১০. শিশুর নিরাপত্তা

বাড়িতে শিশু বাবা-মা পরিবার পরিজনের সাথে বসবাস করে এবং বাড়িতেই শিশু এই আপনজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ বোধ করে। বাড়িতে বাবা-মাকে শিশুর যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুরা বাড়িতে খোলা পরে থাকা বিপজ্জনক বস্তু যেমন- বটি, ভাঙা কাঁচের টুকরা, দিয়াশলাই, বৈদ্যুতিক সুইচ, বৈদ্যুতিক তারে হাত দিয়ে ফেলে। এইসব বস্তু/জিনিস শিশুর হাতের নাগালের থেকে দূরে রাখতে হবে। এছাড়াও শিশুরা যাতে চুলার আগুনের কাছে, পুকুর ও উন্মুক্ত জলাশয়ের কাছে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় শিশুরা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই শুধু এগুলোর কাছে যাওয়া বা ধরতে নিষেধ না করে এসব বস্তু যে বিপজ্জনক তা শিশুদের সাথে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবক শিশুদের স্কুলে পৌঁছে দেন ও নিয়ে আসেন, তবুও রাস্তা পারাপারের নিয়মাবলী শিশুদের সাথে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া ভালো, যাতে সে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। কখনো কোন অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে শিশুরা যাতে কোন কিছু না নেয় সে ব্যাপারেও তাদের সাবধান করে দিতে হবে এবং এতে করে কী বিপদ হতে পারে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অনেক সময় পরিবারের সদস্যগণ (মা-বাবা, ভাইবোন) ছাড়াও একাধিক সদস্য থাকেন, যেমন: দাদা-দাদী, দাদা-ঠাকুমা, খালা-খালু/মাসি-মেসো, পিসা-পিসি, মামা-মামী, চাচা-চাচী, মামাতো খালাতো ভাইবোন ইত্যাদি। এরা ছাড়াও আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহপাঠী বন্ধু-বান্ধব পরিচিত ও অপরিচিত লোকজনের সাথে চলাফেরা ও বসবাস করতে হয়। অনেক সময় শিশুদের মা-বাবা ছাড়া পরিচিত এবং অপরিচিত ব্যক্তি শিশুদের অনিচ্ছায় আদর করার কথা বলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে (যেমন- গাল, ঠোঁট, বুক, পিঠ, উরু) স্পর্শ করতে চায়। এই পরিস্থিতিতে শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য মা-বাবা এবং শিক্ষকের উচিত এই ধরনের বিভিন্ন মন্দ স্পর্শ সর্ম্পকে শিশুদের অবহিত করা এবং কেউ কোনো ধরনের মন্দ স্পর্শ করলে সে সর্ম্পকে মা-বাবা ও শিক্ষককে যেন জানায় তা বুঝিয়ে বলা।

শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো- উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো। এই লক্ষ্য এবং সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) আওতাধীন প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য ৯টি শিখনক্ষেত্র এবং ২৩টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং ততসংশ্লিষ্ট শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এইসব শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ, শিখন শেখানো কৌশল এবং শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের দিক নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। আশা করা যায় যে, শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে শিশুরা কাঙ্খিত শিখনফল ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে কোন কাজের অবস্থানের পরিস্থিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি যাচাই করা একটি কার্যকর পন্থা। তদানুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে যাচাই করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্য

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পর্যায়ে শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধারাবহিকভাবে শিশুর অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা নিরুপণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে তা চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। এই প্রসংগে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে শিশু কি কৃতকার্য (পাশ) বা অকৃতকার্য (ফেল) হলো তা নিরুপন করা নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিশুকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সামগ্রীকভাবে পাঠ পরিকল্পনা, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আরও কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের ক্ষেত্র

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হবে। ৯টি শিখন ক্ষেত্র হলো:-

১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা
২. সামাজিক ও আবেগিক
৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
৪. ভাষা ও যোগাযোগ
৫. গণিত ও যুক্তি
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

৫+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হবে না। এক্ষেত্রে শিশুরা শ্রেনিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রতিদিন যেসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে (যেমন- ব্যায়াম, খেলা, গান, ছড়া, চারু-কারুর কাজ ইত্যাদি) শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পৃষ্ঠা নং ..... দেয়া শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। এবং কোনো শিশুর শিখন অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে অর্জিত না হলে তা নিরূপন করে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই সব অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করবে এমন প্রত্যাশা করা হয়েছে সেহেতু প্রত্যেক শিশুরই শিখন অগ্রগতি এককভাবে (Individual) যাচাই করে প্রত্যেকের তথ্য আলাদা আলাদাভাবে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের কৌশল

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) স্তরে একজন শিক্ষকই প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি শিশু সম্পর্কেই যথাযথ ধারণা পোষণ করেন। শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই শিক্ষক তার প্রতিদিনের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষেণের মধ্য দিয়ে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপের সূচক

৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য ১২টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর প্রতিদিনের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতি মাসের শেষে শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছকটি (পৃষ্ঠা নং .....) পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে সারা বছর ধরে প্রত্যেক শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছক পূরণের নিয়ম

প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছকে নাম ও রোল নং লিখে ১২টি সূচকের বিপরীতে শিশুর শিখন অগ্রগতি প্রতি মাসের শেষে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি সূচকের অগ্রগতি 'ক' অথবা 'খ' স্কেলের যেটি প্রযোজ্য সেটি লিখতে হবে। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন। 'ক' অথবা 'খ' লিখার জন্য ----- পৃষ্ঠায় বর্ণিত সূচক পরিমাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
একইভাবে প্রতি চার মাস পর পর অর্থাৎ বছরে তিনবার (এপ্রিল মাসে প্রথমবার, আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার, এবং ডিসেম্বর মাসে শেষবার) ----- পৃষ্ঠায় দেয়া শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার

প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং .....) প্রদত্ত শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ছক তৈরি করে/ফটোকপি করে রেজিস্টার খাতা বানাতে হবে। এই রেজিস্টার খাতায় প্রতিটি শিশুর প্রতি মাসের ও প্রতি প্রান্তিকের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। বছর শেষে শিশুর শিখন অগ্রগতি এবং রেকর্ডকৃত মন্তব্যের আলোকে ৫+ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রে একটি সবল ও একটি উন্নয়নযোগ্য দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্পর্কে মাতা-পিতা ও পরবর্তী শ্রেণির শিক্ষককে বুঝতে ও সে অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য করবে।

শিখন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ ও অভিভাবকদের অবহিতকরণ

প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষক মাসিক অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে খুব বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু মূল তথ্যগুলো পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন। উদাহরণস্বরূপ কোনো কাজে কোনো শিশু পারদর্শী হলে তার প্রশংসা করবেন (যেমন- কেউ হয়ত খুব ভালো ছবি আঁকে বা সুন্দর করে ছড়া বলে) এবং অভিভাবককে বাড়িতে শিশুকে ঐ কাজে আরো উৎসাহ দিতে বলবেন। আবার কোনো শিশুর যদি আচরণিক বা অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকে (যেমন- অন্যদের সাথে মারামারি করে বা সময়মতো বিদ্যালয়ে আসে না ইত্যাদি) সেটিও পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে তা আলোচনা করবেন। তবে কোনো শিশুর সমস্যা সবার সামনে আলোচনা না করে নির্দিষ্ট শিশুর পিতা-মাতাকে আলাদা করে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে সমস্যাটি উপস্থাপন করে তার সমাধান করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে পিতা-মাতা সচেতন থাকবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক

শিশুর নাম..... রোল.....

(নিচের প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে ক অথবা খ লিখুন। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন)

	অগ্রগতি পরিমাপক সূচক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	১ম প্রান্তিক	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	২য় প্রান্তিক	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	৩য় প্রান্তিক
১	নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি															
২	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ															
৩	দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে															
৪	বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।															
৫	পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে															
৬	বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে															
৭	তুলনা, অবস্থান, আকার-আকৃতি ও পরিমাপের ধারণা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা															
৮	দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে															
৯	দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে															
১০	নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে															
১১	পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে															
১২	সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে															

শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই

বি. দ্রঃ পরের পৃষ্ঠায় ছকে দেওয়া সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে 'ক' বা 'খ' লিখতে হবে।

সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর বেশি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর কম
২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ	• শিশু আগ্রহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ (হাত, পা, মাথা, কোমড়, হাত ও পায়ের আঙুল ইত্যাদি) সাবলীলভাবে ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৩. দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে	• স্বাস্থ্যবিধি (হাত-মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, নিরাপদ পানি খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি) সম্পর্কিত কাজগুলো বাড়ি থেকে করে আসে বা বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন বা শ্রেণির বিভিন্ন কাজের সময় যথাযথ ভাবে অনুশীলন করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৪. বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।	• বিপদের উৎস (আগুন, বৈদ্যুতিক তার ও সুইচ, ঔষধ, কীটনাশক, কাঁচ, খোলা জলাশয়, গাছে ওঠা ইত্যাদি) শনাক্ত করে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের সময় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে	• সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সামাজিক রীতি-নীতি (সহপাঠী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, বড়োদের কথা শোনা, মিলেমিশে খেলতে পারা, সহযোগিতা করা, খাবার ভাগ করে খাওয়া ইত্যাদি) মেনে চলে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৬. বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে	• আনন্দের সাথে ছড়া বলতে পারে, গান গাইতে পারে; গল্প শুনে ও ছবির গল্প দেখে নিজের মতো করে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলতে পারে; ইচ্ছেমতো আঁকতে ও রঙ করতে পারে; বর্ণ শনাক্ত করে, বলতে ও লিখতে পারে, সহজ বাক্য ও শব্দ শুনে বলতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৭. তুলনা, আকার-আকৃতি, পরিমাপ, সংখ্যা ও গণনার ধারণা অর্জন ও ব্যবহার করে	• কাছে-দূরে, ভেতরে-বাহিরে, মোটা-চিকন, হালকা-ভারি, গোল,তিনকোনা, চারকোনা ইত্যাদি শনাক্ত করতে পারে এবং ১-২০ গণনা করতে পারে। বাস্তব উপকরণ এবং ছবি ব্যবহার করে এক অংকের যোগ বিয়োগ করতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৮. দৈনন্দিন জীবনে বিভি-ন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে	• শ্রেণিকক্ষের বাইরে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বাড়ির চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, রৌদ্র-ছায়া, বাতাসে পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয়) পর্যবেক্ষণ করে সাড়া প্রদান (ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার, রৌদ্র থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ছায়ায় দাঁড়ানো/ ছাতা ব্যবহার, গরম জিনিসে হাত না দেওয়া) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
৯. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহ-ার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে	• দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্যের নাম ও এদের ব্যবহার জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার (বৈদ্যুতিক সুইচ, ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক পাখা, সকেট, টেলিভিশন ও মোবাইল) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১০. নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে	• নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল আচরণ (যেমন-গাছের পাতা ও ফুল ছিঁড়বে না, পশুপাখিকে আঘাত করবে না, পানির অপচয় করবে না ইত্যাদি) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১১. পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে	• পরিস্থতি অনুযায়ী নিজের আবেগ (রাগ-দুঃখ, কষ্ট, হাসি-আনন্দ) প্রকাশ করে, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১২. সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে	• পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান যেমন-কাগজ, কাপড়, শোলা, কাদামাটি, কাঠি, পাতা, শস্যদানা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, ফল, বল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষকের প্রতি নির্দেশনা:

১. শিক্ষক প্রতি মাসে প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেমন- দাঁত মাজা, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা, বাড়িতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে গুছিয়ে রাখা, টয়লেটের পরে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে) ছকের নির্ধারিত ঘরে অগ্রগতি পরিমাপক 'ক' বা 'খ' লিখবেন।

২. সূচকের পরিমাপের জন্য প্রতি প্রান্তিকের মধ্যে যে অগ্রগতি সূচকের পরিমাপকটি বেশি বার আসবে তার দ্বারা প্রান্তিকের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- ক পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক)। আবার যদি শিশু অগ্রগতি সূচকের সমান সংখ্যক পরিমাপক পেয়ে থাকে তবে সর্বোচ্চ পরিমাপকটি দিতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- খ পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক) বছরের শেষে তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক ক এবং এক প্রান্তিক খ হলে চুড়ান্ত পরিমাপক হবে ক আবার তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক খ এবং এক প্রান্তিক ক হলে চুড়ান্ত পরিমাপক হবে খ।

৩. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির ক (ভালো) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

৪. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'খ' (উন্নতির প্রয়োজন) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে অগ্রগতির 'ক' পরিমাপক অর্জনে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে সহায়তা গ্রহণ করবেন।

৫. শিশুর অগ্রগতি নিরূপনে মূল বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ কাজে শিশুর আনন্দময় অংশগ্রহণ।

৬. শিশুদের অংশগ্রহণের উপর প্রতি ক্যালেন্ডার মাস বা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ.. ... এইভাবে মাসিক সূচকের পরিমাপ করতে হবে। প্রতি দিন কাজ না থাকলেও যেদিন যে কাজটি থাকবে তা বিবেচনা করে সূচকের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র

শিশুর নাম.....

অভিভাবকের নাম.....

রোল..... শিক্ষাবর্ষ.....

..... বিদ্যালয়ে এক বছর

মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষা কার্যক্রমে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। সে এখন প্রাথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রস্তুত।

মন্তব্য:

.....

.....

.....

.....

শ্রেণি শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখ

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা							
মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
১ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. নিজের পরিচিতি ৫. বিদ্যালয় পরিচিতি ৬. সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে পরিচিতি ৭. শিখন- শেখানো সামগ্রীর পরিচিতি ৮. জাতীয় সংগীত ৯. ব্যায়াম নং ১ ১০. ব্যায়াম নং ২	শোনা-বলা ছড়া ১. হাট্টিমাটিম টিম ২. আমপাতা জোড়া জোড়া গান ১. বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে ২. দোল দোল দোলনি গল্প ১. কোথায় আমার মা? ২. শেয়াল ও কাক ৩. কথোপকথন ৪. অভিজ্ঞতার গল্প প্রাক-লিখন ১. ইচ্ছেমতো আঁকি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-১। ইচ্ছেমতো আঁকি ও রং করি কারুকলা কাজ-৬। কাদা/ মাটি দিয়ে খেলনা বানাই **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. আনন্দের সাথে কাজ করা	প্রাক-গাণিতিক ধারণা ১। ছোটো-বড়ো ২। মোটা-চিকন ৩। লম্বা-খাটো ৪। কম-বেশি ৫। হালকা ভারি **সংখ্যার ধারণা** ১। গণনা করি ও দাগ টেনে মিল করি ২। গণনা করি ও সমান সংখ্যক দাগ টানি **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** কাজ-১। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানি	নির্দেশনার খেলা ভিতরের খেলা- ১. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক ২. কাকে তুমি বন্ধু চাও? বাহিরের খেলা- ১. ফুল টোকা **পরিবেশ ও জলবায়ু** কাজ-১। আমার জিনিসগুলোর যত্ন নিই	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ১. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার জানি ২. দাঁত মাজি সুরক্ষা ১. বিপদজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস সর্ম্পকে জানি **সামাজিক ও আবেগিক** কাজ-১। কুশল বিনিময় করি	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
২য়	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৩ ৭. ব্যায়াম নং ৪	শোনা-বলা ছড়া ১. টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া ২. নোটন নোটন পায়রা গান ১. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২. এমন মজা হয় না গল্প ১. পানি ২. ঘুড়িটা আমার ৩. কথোপকথন ৪. অভিজ্ঞতার গল্প ৫. নাম থেকে ধ্বনি প্রাক-পঠন ১. ছবির গল্প পড়া প্রাক-লিখন ১. ইচ্ছেমতো আঁকি ২. দাগ টানি, যেমন আছে তেমন আঁকি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-১। ইচ্ছেমতো আঁকি ও রং করি কারুকলা কাজ-৬। কাদা/ মাটি দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ১. বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকি	প্রাক-গাণিতিক ধারণা ১। ডান-বাম ২। ভিতর-বাহির ৩। উপর-নিচ ৪। সামনে-পিছনে ৫। উঁচু-নিচু সংখ্যার ধারণা ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-৫) ২। সংখ্যা অনুযায়ী গোল ভরাট করি (১-৫) ৩। ছবি দেখে খালি ঘরে সংখ্যা লিখি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-২। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছ কাজ-১। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	নির্দেশনার খেলা ভিতরের খেলা- ১. রাজা-রানি খেলা ২. রহস্য ভরা থলে বাহিরের খেলা- ১. কানামাছি ভোঁ ভোঁ পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-২। আমাদের চারপাশের পরিবেশকে জানি কাজ-১। আমার জিনিসগুলোর যত্ন নিই (পুনরাবৃত্তি)	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ১. দাঁত মাজি (পুনরাবৃত্তি) ২. নখ কাটি চুল ছাটি ৩. হাচি কাশির সময় নাক মুখ ঢাকি সুরক্ষা ১. বিপদজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস সর্ম্পকে জানি (পুনারবৃত্তি) সামাজিক ও আবেগিক কাজ-২। বড়োদের সম্মান ও ছোটো স্নেহ করি কাজ-১। কুশল বিনিময় করি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
৩য়	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৪ ৭. ব্যায়াম নং ৫ ৮. ব্যায়াম নং ৬	শোনা-বলা ছড়া ১. ইঁদুর ছানার ছড়া ২. ঐ দেখা যায় তালগাছ গান ১. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী ২. আমরা সবাই রাজা গল্প ১. দাদুর জন্য ভালোবাসা ২. বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি ৩. কথোপকথন ৪. ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন প্রাক-পঠন ১. ছবির গল্প পড়া ২. মিল-অমিল খুঁজে বের করা প্রাক-লিখন ১. ইচ্ছেমতো আঁকি ২. যেমন আছে তেমন আঁকি ৩. ডট মিলিয়ে লিখি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-২। ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি এবং রং করি কারুকলা কাজ-৭। কাগজ ও কাপড় দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি সৌন্দর্যবোধ কাজ-১০। নিজেকে পরিপাটি রাখি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ১. আনন্দের সাথে কাজ করি (পুনরাবৃত্তি) ২. ভালো কাজ করি	প্রাক-গাণিতিক ধারণা ১। কাছে-দূরে ২। অনুমান ও পরিমাপ ৩। বিভিন্ন রকম আকৃতি ৪। ডান-বাম (পুনরাবৃত্তি) সংখ্যার ধারণা ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-৫) (পুনরাবৃত্তি) ২। কয়টি করে আছে গুনে লিখি (১-৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-৩। কী হলে কী করব কাজ-২। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে (পুনরাবৃত্তি)	নির্দেশনার খেলা ভিতরের খেলা- ১. পাখি উড়ে ২. রং ছোটোয়া বাহিরের খেলা- ১. ইঁদুর বিড়াল পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা জানি কাজ-২। আমাদের চারপাশের পরিবেশকে জানি (পুনরাবৃত্তি)	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ১. হাত-মুখ ধুই ২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার জানি (পুনরাবৃত্তি) ৩. নিয়ম মেনে টয়লেট ব্যবহার করি সুরক্ষা ১. নিয়ম মেনে পথ চলি সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৩। নিজের প্রয়োজনের কথা বলি কাজ-২। বড়োদের সম্মান ও ছোটো স্নেহ করি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
৪র্থ	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ২ ৭. ব্যায়াম নং ৩ ১. ব্যায়াম নং ৭	শোনা-বলা ছড়া ১. মৌমাছি মৌমাছি ২. আয় আয় চাঁদ মামা গান ১. গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত ২. Head Shoulders Knees গল্প ১. খেলতে যাই অনেক দূরে ২. এসো গুনি ৩. কোথায় আমার মা? (পুনরাবৃত্তি) ৪. অভিজ্ঞতার গল্প ৫. ধ্বনি চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন প্রাক-পঠন ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন প্রাক-লিখন ১. ডট মিলিয়ে লিখি ২. বর্ণ লিখি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-২। ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি এবং রং করি (পুনরাবৃত্তি) কারুকলা কাজ-৭। কাগজ ও কাপড় দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি (পুনরাবৃত্তি) মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ১. বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি) ২. পারিবারিক রীতি-নীতি জানি ও অনুসরণ করি	প্রাক- গাণিতিক ধারণা ১। মোটা-চিকন (পুনরাবৃত্তি) ২। লম্বা-খাটো (পুনরাবৃত্তি) ৩। হালকা-ভারী (পুনরাবৃত্তি) ৪। ডান- বাম (পুনরাবৃত্তি) সংখ্যার ধারণা ১। দাগ টেনে সমান সংখ্যক ছবি মিল করি ২। সমান সংখ্যক দাগ টানি (১-১০) ৩। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-১০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-৪। জীব ও জড়কে জানি। কাজ-৩। কী হলে কী করব (পুনরাবৃত্তি)	নির্দেশনার খেলা ভিতরের খেলা- ১. আয়না ২. যত পারো তুলে নাও বাহিরের খেলা- ১. ইচিং বিচিং পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-৪। নিকট পরিবেশের প্রাণি ও উদ্ভিদকে জানি কাজ-৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা জানি (পুনরাবৃত্তি)	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ১. হাত-মুখ ধুই (পুনরাবৃত্তি) ২. পুষ্টিকর খাবার খাই ৩. নিয়ম মেনে খাবার খাই সুরক্ষা ১. ভয় না পেয়ে সহায়তা চাইব সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৪। আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি কাজ-৩। নিজের প্রয়োজনের কথা বলি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
৫ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৬ ৭. ব্যায়াম নং ৭ ৮. ব্যায়াম নং ৮	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. সাঁতার না শিখলে ২. আয়রে আয় টিয়ে ৩. টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া (পুনরাবৃত্তি) **গান** ১. আমরা করব জয় ২. বুলবুল পাখি (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** ১. যাচ্ছ কোথায় ২. আরিয়ার মান অভিমান ৩. ঘুড়িটা আমার (পুনরাবৃত্তি) ৪. কথোপকথন ৫. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি **প্রাক-পঠন** ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন **প্রাক-লিখন** ১. বর্ণ লিখি	**সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা** **চারুকলা** কাজ-৩। দেখে আঁকি এবং রং করি **কারুকলা** কাজ-৮। সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. পারিবারিক রীতি-নীতি জানি ও অনুসরণ করি (পুনরাবৃত্তি) ২. সামাজিক রীতিনীতি মানি ও অনুসরণ করি	**প্রাক-গাণিতিক ধারণা** ১। সামনে-পিছনে(পুনরাবৃত্তি) ২। কাছে-দূরে (পুনরাবৃত্তি) ৩। অনুমান ও পরিমাপ(পুনরাবৃত্তি) ৪। ডান-বাম (পুনরাবৃত্তি) **সংখ্যার ধারণা** ১। শূন্যের ধারণা ২। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-১০) ৩। সংখ্যা অনুযায়ী গোল ভরাট করি (১-১০) ৪। ছবি দেখে খালিঘরে সংখ্যা লিখি (১-১০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-৫। উদ্ভিদ ও প্রাণির পাথক্য কাজ-৪। জীব ও জড়কে জানি। (পুনরাবৃত্তি)	**নির্দেশনার খেলা** ভিতরের খেলা- ১.রং ছোটোয়া (পুনরাবৃত্তি) ২. রাজা-রানি খেলা বাহিরের খেলা- ১.আকৃতি বানাই পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-৫। দিনের বিভিন্ন অংশ জানি কাজ-৪। নিকট পরিবেশের প্রাণি ও উদ্ভিদকে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খারাব গ্রহণের অভ্যাস করি ২. সুস্থ থাকি ৩. নিয়ম মেনে টয়লেট ব্যবহার করি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** ১. সুরক্ষিত থাকি সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৫। মিলেমিশে থাকি কাজ-৪। আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
৬ষ্ঠ	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৭ ৭. ব্যায়াম নং ৯ ৮.ব্যায়াম নং ১০	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. গোল করোনা ২. ওয়ান গেলো মাছ ধরতে ৩. ইঁদুর ছানার ছড়া (পুনরাবৃত্তি) **গান** **১. লাল ঝুটি কাকাতুয়া** ২. আমার ভাইয়ের রক্তে (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** ১. ঝুলে আছে মাশৈ ২. ফুল ফোটার আনন্দ ৩. দাদুর জন্য ভালোবাসা (পুনরাবৃত্তি) ৪. অভিজ্ঞতার গল্প (পুনরাবৃত্তি) ৫. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-পঠন** ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন **প্রাক-লিখন** ১. বর্ণ লিখি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-৩। দেখে আঁকি এবং রং করি (পুনরাবৃত্তি) **কারুকলা** কাজ-৮। সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি (পুনরাবৃত্তি) সৌন্দর্যবোধ কাজ-১০। নিজেকে পরিপাটি রাখি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. আনন্দের সাথে কাজ করি (পুনরাবৃত্তি) ২. সামাজিক রীতিনীতি মানি ও অনুসরণ করি (পুনরাবৃত্তি)	**প্রাক-গাণিতিক ধারণা** ১। ডান - বাম(পুনরাবৃত্তি) ২। অনুমান- পরিমাপ (পুনরাবৃত্তি) **সংখ্যার ধারণা** ১। শূন্যের ধারণা (পুনরাবৃত্তি) ২। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-১০) (পুনরাবৃত্তি) ৩। তুলনা করি ৪। সমান সংখ্যক ছবি মিল করি ৫। সমান সংখ্যক দাগ টানি (১১-২০) ৬। কয়টি করে আছে গুনে লিখি (পুনরাবৃত্তি) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** কাজ-৬। জীবের পরিবর্তন সম্পকে জানি। কাজ-৫। উদ্ভিদ ও প্রাণির পার্থক্য (পুনরাবৃত্তি)	**নির্দেশনার খেলা** ভিতরের খেলা- ১. কাকে তুমি বন্ধু চাও? (পুনরাবৃত্তি) ২. পাখি উড়ে (পুনরাবৃত্তি) **বাহিরের খেলা-** ১. গুটি নিয়ে ঘরে আসি **পরিবেশ ও জলবায়ু** কাজ-৬। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কাজ-৫। দিনের বিভিন্ন অংশ জানি (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি ও ব্যবহার করি ২. নিজের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি ৩. হাঁচি কাশির সময় নাক মুখ ঢাকা **সুরক্ষা** ১. সাঁতার সম্পর্কে জানি সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৬। এসো বন্ধুত্ব করি কাজ-৫। মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
৭ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৩ ৭. ব্যায়াম নং ৪ ৮.ব্যায়াম নং ৫	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. সকালে উঠিয়া আমি ২. Twinkle Twinkle ৩. সাঁতার না শিখলে (পুনরাবৃত্তি) **গান** ১. একদিন ছুটি হবে ২. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** ১. ছুঁয়ে দেখি ২. খেলার ঘর ৩. এসো গুনি? (পুনরাবৃত্তি) ৪. কথোপকথন ৫. ধারাবাহিক গল্প বলা **প্রাক-পঠন** ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন ২. প্রতীক বা সংকেত চিনে নেই **প্রাক-লিখন** ১. বর্ণ লিখি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-৪। রং তৈরি করি ও ছাপ দেই **কারুকলা** কাজ-৯। ফেলে দেয়া/ পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে খেলনা বানাই **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি) ২. ভালো কাজ করি (পুনরাবৃত্তি)	**প্রাক- গাণিতিক ধারণা** ১। মোটা- চিকন(পুনরাবৃত্তি) ২। লম্বা- খাটো (পুনরাবৃত্তি) ৩। উপর- নিচ (পুনরাবৃত্তি) ৪। সামনে পিছনে (পুনরাবৃত্তি) ৫। উঁচু-নিচু (পুনরাবৃত্তি) **সংখ্যার ধারণা** ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১১-২০) ২। সমান সংখ্যক গোল রঙ করি (১১-২০) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** কাজ-৭। প্রযুক্তির নাম ও এর ব্যবহার জানি। কাজ-৬। জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)।	**নির্দেশনার খেলা** ভিতরের খেলা- ১. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক (পুনরাবৃত্তি) ২. আয়না **বাহিরের খেলা-** ১. গুপ্তধন লুকানো **পরিবেশ ও জলবায়ু** কাজ-৭। ঋতু পরিবর্তনে জীবন-যাপন সম্পর্কে জানি কাজ-৬। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. দাঁত মাজি (পুনরাবৃত্তি) ২. পুষ্টিকর খাবার খাই (পুনরাবৃত্তি) ৩. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণের অভ্যাস করি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** ১.নিয়ম মেনে পথ চলি সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৭। পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দেই কাজ-৬। এসো বন্ধুত্ব করি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
৮ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৫ ৭. ব্যায়াম নং ৬ ৮.ব্যায়াম নং ৮	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. মজার দেশ ২. ABCD song ৩. আয়রে আয় টিয়ে (পুনরাবৃত্তি) **গান** ১. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ২. Head Shoulders Knees **(পুনরাবৃত্তি)** **গল্প** ১. অহংকারী গোলাপ ২. সাদা প্রজাপতি ৩. যাচ্ছ কোথায়? (পুনরাবৃত্তি) ৪. অভিজ্ঞতার গল্প (পুনরাবৃত্তি) ৫. ধারাবাহিক গল্প বলা (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-পঠন** ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন ২. প্রতীক বা সংকেত চেনার খেলা **প্রাক-লিখন** ১. বর্ণ লিখি	**সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা** **চারুকলা** কাজ-৪। রং তৈরি করি ও ছাপ দেই (পুনরাবৃত্তি) কারুকলা কাজ-৯। ফেলে দেয়া/ পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. আনন্দের সাথে কাজ করি (পুনরাবৃত্তি) ২. পারিবারিক রীতি-নীতি জানি ও অনুসরণ করি (পুনরাবৃত্তি)	**প্রাক-গাণিতিক ধারণা** ১। ডান- বাম (পুনরাবৃত্তি) ২। অনুমান পরিমাপ (পুনরাবৃত্তি) ৩। বিভিন্ন রকম আকৃতি (পুনরাবৃত্তি) **সংখ্যার ধারণা** ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১১-২০) (পুনরাবৃত্তি) ২। ছবি দেখে খালিঘরে সংখ্যা লিখি (১১-২০) ৩। কয়টি করে আছে গুনে লিখি (১১-২০) ৪। তুলনা করি ৫। ছোটো-বড়ো সংখ্যার ধারণা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-৮। প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি। কাজ-৭। প্রযুক্তির নাম ও এর ব্যবহার জানি। (পুনরাবৃত্তি)।	**নির্দেশনার খেলা** ভিতরের খেলা- ১. রহস্য ভরা থলে (পুনরাবৃত্তি) ২. বর্ণ চেনার খেলা **বাহিরের খেলা-** ১. জাল ও মাছ পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-৮। জিনিসপত্রের যত্ন নিই ও পরিবেশ সংরক্ষণ করি কাজ-৭। ঋতু পরিবর্তনে জীবন-যাপন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. নখ কাটি চুল ছাটি (পুনরাবৃত্তি) ২. নিয়ম মেনে খাবার খাই (পুনরাবৃত্তি) ৩. সুস্থ থাকি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** ১. বিপজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস সম্পর্কে জানি সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৭। পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দেই (পুনরাবৃত্তি) কাজ-১। কুশল বিনিময় করি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
৯ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৭ ৭. ব্যায়াম নং ৮ ৮.ব্যায়াম নং ৯ ৯. ব্যায়াম নং ১০	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. চোখ দিয়ে দেখি আমি ২. লালশাক কচুশাক ৩. মৌমাছি মৌমাছি (পুনরাবৃত্তি) **গান** ১. প্রিয় ফুল শাপলা ফুল ২. আমরা করব জয় (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** ১. পাতা ও মাটির ঢেলা ২. দিচ্ছি পাড়ি মামার বাড়ি ৩. ঝুলে আছে মাশৈ (পুনরাবৃত্তি) ৪. কথোপকথন (পুনরাবৃত্তি) ৫. ধারাবাহিক গল্প বলা (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-পঠন** ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন ২. কোনটি কেমন বলতে পারি **প্রাক-লিখন** ১. বর্ণ লিখি (পুনরাবৃত্তি) ২. দেখে দেখে নাম লিখি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-৫। জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি সৌন্দর্যবোধ কাজ-১১। নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি) ২. সামাজিক রীতিনীতি মানি ও অনুসরণ করি (পুনরাবৃত্তি)	**সংখ্যার ধারণা** ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১১-২০) (পুনরাবৃত্তি) ২। তুলনা করি (পুনরাবৃত্তি) ৩। ছোটো-বড়ো সংখ্যার ধারণা (পুনরাবৃত্তি) ৪। খালিঘরে সংখ্যা বসাই ৫। সংখ্যা অনুযায়ী ছবি আঁকি **যোগের ধারণা** ১. যোগ করি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-২। কী হচ্ছে কেন হচ্ছে (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৬। জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)। কাজ-৮। প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি। (পুনরাবৃত্তি)।	**নির্দেশনার খেলা** ভিতরের খেলা- ১. বর্ণ চেনার খেলা ২. যত পারো তুলে নাও (পুনরাবৃত্তি) **বাহিরের খেলা-** ১. নৌকা নিয়ে খেলা পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-৯। গাছপালা ও পশুপাখির যত্ন করি কাজ-৮। জিনিসপত্রের যত্ন নিই ও পরিবেশ সংরক্ষণ করি (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি ও ব্যবহার করি (পুনরাবৃত্তি) ২. নিজের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি (পুনরাবৃত্তি) ৩. হাত-মুখ ধুই (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** ১. সাতাঁর সম্পর্কে জানি **সামাজিক ও আবেগিক** কাজ-২। বড়োদের সম্মান ও ছোটো স্নেহ করি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৩। নিজের প্রয়োজনের কথা বলি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
১০ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ৩ ৭. ব্যায়াম নং ৫ ৮.ব্যায়াম নং ৬ ৯. ব্যায়াম নং ৯	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. নখ কাটি চুল ছাঁটি ২. রেলগাড়ি রেলগাড়ি ৩. ওয়ান গেলো মাছ ধরতে (পুনরাবৃত্তি) **গান** ১. প্রজাপতি প্রজাপতি ২. গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** ১. ছোট্ট ছেলে বেলাল ২. আমি বড়ো ৩. খেলার ঘর (পুনরাবৃত্তি) ৪. অভিজ্ঞতার গল্প (পুনরাবৃত্তি) ৫. ধারাবাহিক গল্প বলা (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-পঠন** ১. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন ২. গন্ধ চিনি স্বাদ বুঝি **প্রাক-লিখন** ১. বর্ণ লিখি 2. দেখে দেখে নাম লিখি (পুনরাবৃত্তি)	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-৫। জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি (পুনরাবৃত্তি) কারুকলা কাজ-৮। সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করি (পুনরাবৃত্তি) সৌন্দর্যবোধ কাজ-১১। নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. আনন্দের সাথে কাজ করি (পুনরাবৃত্তি) ২. ভালো কাজ করি (পুনরাবৃত্তি)	**সংখ্যার ধারণা** ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-২০) ২। তুলনা করি (পুনরাবৃত্তি) ৩। ছোটো-বড়ো সংখ্যার ধারণা (পুনরাবৃত্তি) যোগের ধারণা - ১ / যোগ করি বিয়োগের ধারনা-১ / বিয়োগ করি **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** কাজ-৬। কী হচ্ছে কেন হচ্ছে। কাজ-৪। জীব ও জড়কে জানি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৫। উদ্ভিদ ও প্রাণির পার্থক্য (পুনরাবৃত্তি)	**নির্দেশনার খেলা** **ভিতরের খেলা-** ১. তোমরা কি সব বলতে পারো? ২. আয়না (পুনরাবৃত্তি) **বাহিরের খেলা-** ১. ব্যাঙ লাফ **পরিবেশ ও জলবায়ু** কাজ-৯। গাছপালা ও পশুপাখির যত্ন করি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-১। আমার জিনিসগুলোর যত্ন নিই (পুনরাবৃত্তি) কাজ-২। আমাদের চারপাশের পরিবেশকে জানি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা জানি (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. সুস্থ থাকি (পুনরাবৃত্তি) ২. নখ কাটি চুল ছাটি (পুনরাবৃত্তি) ৩. নিয়ম মেনে খাবার খাই (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** ১. সুরক্ষিত থাকি **সামাজিক ও আবেগিক** কাজ-৪। আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৫। মিলেমিশে থাকি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
১১তম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. জাতীয় সংগীত ৫. ব্যায়াম নং ১ ৬. ব্যায়াম নং ২ ৭. ব্যায়াম নং ৭ ৮. ব্যায়াম নং ৯ ৯. ব্যায়াম নং ১০	**শোনা-বলা** **ছড়া** ১. গাছে গাছে ফুল ফোঁটে ২. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো ৩. নখ কাটি চুল ছাঁটি (পুনরাবৃত্তি) **গান** ১. ক-এ কলা, খ-এ খাই ২. প্রিয় ফুল শাপলা ফুল (পুনরাবৃত্তি) **গল্প** ১. ছোট্ট লাল মুরগিটি ২. তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল ৩. আরিয়ার মান অভিমান (পুনরাবৃত্তি) **শোনাবলা** (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-পঠন** (পুনরাবৃত্তি) **প্রাক-লিখন** (পুনরাবৃত্তি)	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-৫। জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি (পুনরাবৃত্তি) কারুকলা কাজ-৯। ফেলে দেয়া/ পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) সৌন্দর্যবোধ কাজ-১১। নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখি (পুনরাবৃত্তি) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** ১. পারিবারিক রীতি-নীতি জানি ও অনুসরণ করি (পুনরাবৃত্তি) ২. সামাজিক রীতি-নীতি মানি ও অনুসরণ করি (পুনরাবৃত্তি)	**সংখ্যার ধারণা** ১। গণনা করি ও সংখ্যা লিখি (১-২০) (পু-নরাবৃত্তি) ২। ছোটো-বড়ো সংখ্যার ধারণা (১-২০) (পু-নরাবৃত্তি) ৩। ছবি দেখে খালিঘরে সংখ্যা লিখি (১-২০) **যোগের ধারণা - ১ / যোগ করি** **বিয়োগের ধারনা-১ / বিয়োগ করি** (পুন) **নকশা/প্যাটার্ন তৈরি করি** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-৮। প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার কাজ-১। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে জানি কাজ-৭। প্রযুক্তির নাম ও ব্যবহার জানি।	**নির্দেশনার খেলা** ভিতরের খেলা- ১. রং ছোটোয়া (পুনরাবৃত্তি) ২. বর্ণ চেনার খেলা (পুনরাবৃত্তি) **বাহিরের খেলা-** ১. ফুল টোকা পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-৪। নিকট পরিবেশের প্রাণি ও উদ্ভিদকে জানি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৫। দিনের বিভিন্ন অংশ জানি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৬। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৭। ঋতু পরিবর্তনে জীবন-যাপন সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** ১. দাঁত মাজি (পুনরাবৃত্তি) ২. পুষ্টিকর খাবার খাই (পুনরাবৃত্তি) ৩. নিরাপদ পানি সম্পর্কে জানি ও ব্যবহার করি (পুনরাবৃত্তি) **সুরক্ষা** ১. ভয় না পেয়ে সহায়তা চাইব সামাজিক ও আবেগিক কাজ-৬। এসো বন্ধুত্ব করি (পুনরাবৃত্তি) কাজ-৭। পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দেই (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. চলো বিশ্রাম করি ৩. মজা করে শেষ করি ৪. হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

শ্রেণিকক্ষের মেঝের চিত্র

শিক্ষকের বসার পিছনের দেয়ালের চিত্র

সাধারণ দেয়াল- ১

সাধারণ দেয়াল- ২

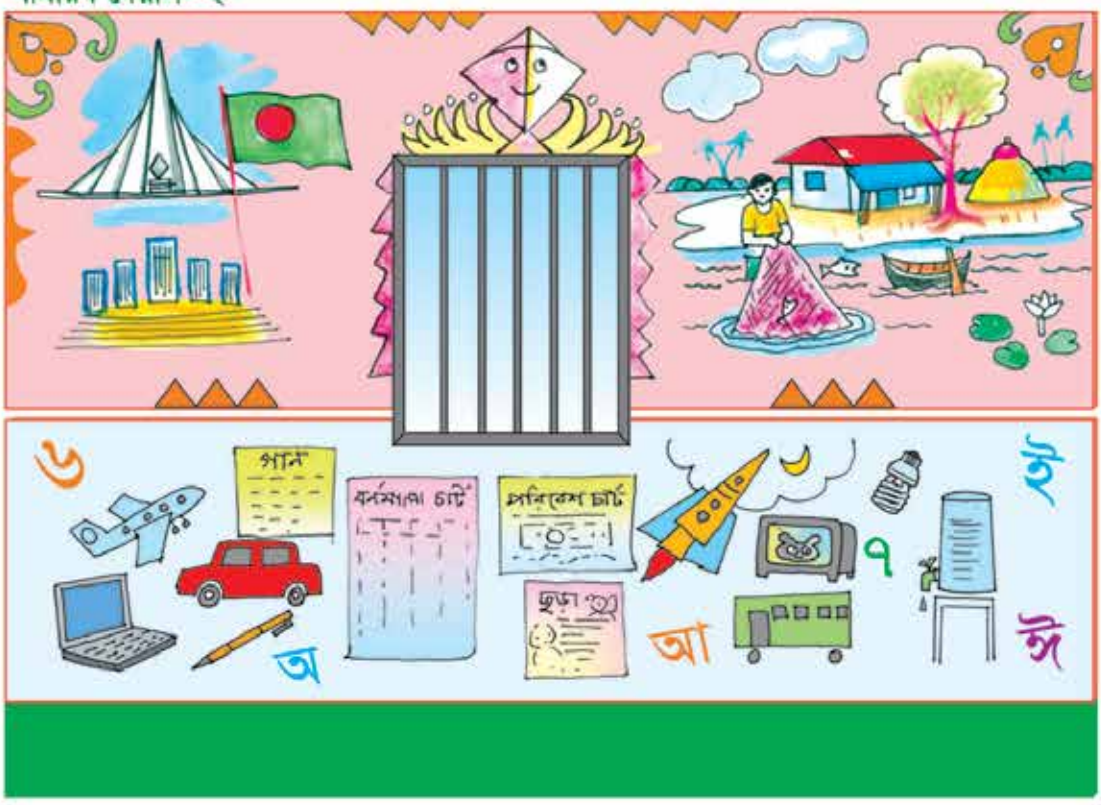

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য

শিক্ষক সহায়িকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য